CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-294 ■ 3 Augest, 2025 ■ আগরতলা ৩ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ১৭ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ট্রাম্পের ডেড ইকোনমি মন্তব্যের জবাব মোদীর

ভারত তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির পথে

বারাণসী, ২ আগস্ট।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার আবারও ভারতের অর্থনৈতিক দৃঢ়তা ও সম্ভাবনার ওপর জোর দিয়ে জানিয়েছেন, দেশটি দ্রুত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হতে চলেছে। এই মন্তব্য ট্রাম্পের সাম্প্রতিক 'ডেড ইকোনমি' (মৃত অর্থনীতি) মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় এসেছে, তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন এবং ভারতকে "ডেড ইকোনমি" বলে কটাক্ষ করেন।

বারাণসীতে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, বর্তমানে সারা বিশ্বে দেখা দিয়েছে অস্থিরতার বাতাবরণ। সব দেশ নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট। এই প্রেক্ষাপটে ভারত তার আর্থিক স্বার্থে সচেতন থাকতেই হবে। আমরা তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হব, এই লক্ষ্য স্থির করে এগোতে হবে। তিনি জোর গলায় দাবি করেন, আমাদের সরকার দেশের সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষার জন্য সবকিছু করছে। যারা দেশের উন্নতি চায়, যে রাজনৈতিক দলেরই হোক না কেন, তাদের উচিত মতপার্থক্য দূরে রেখে 'স্বদেশি' পণ্যের প্রতি সংকল্প নেওয়া। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা শুধুমাত্র ভারতীয়দের তৈরি জিনিস কিনব। দেশকে আত্মনির্ভর করতে গেলে 'ভোকাল ফর লোকাল' হতে হবে।

গত ৩১ জুলাই, ভারতের আমদানির ওপর প্রায় ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঠিক পরদিন ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, আমার কিছু যায় আসে না ভারত কী করে রাশিয়ার সঙ্গে। তারা চাইলে একসাথে নিজেদের ডেড ইকোনমিগুলোকে নিয়ে ডুবে যাক।

এদিন জনসভায় প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, অন্যায় ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মহাদেব তাঁর 'রুদ্র রূপ' দেখান। অপারেশন সিঁদুরে ভারত সেই রুদ্র রূপ দেখিয়েছে। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

লোকসভা নির্বাচনে 'কারচুপি' হয়েছে

১০০ শতাংশ প্রমাণ আছে বিস্ফোরক অভিযোগ রাহুলের

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট ।। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। শনিবার বিজ্ঞান ভবনে কংগ্রেস আয়োজিত এক আইনি সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, এই নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে। এবং শুধু এই নির্বাচন নয়, ২০১৪ সাল থেকেই কিছু একটা ঠিকঠাক চলছে না বলে আমার মনে হচ্ছিল।

রাহুল গান্ধীর দাবি, ২০১৪ সাল থেকে তিনি একধরনের 'অসঙ্গতি' টের পেয়েছেন, বিশেষ করে গুজরাট বিধানসভা নির্বাচন ও অন্যান্য ভোটে বিজেপির একের পর এক বড় জয় নিয়ে সন্দেহ রয়েছে তাঁর। এই অভিযোগের পেছনে একটি নির্দিষ্ট তথ্য তুলে ধরেন রাহুল। তিনি বলেন, কর্ণাটকের একটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আমরা যে তথ্য পেয়েছি। তাতে দেখা গেছে, ৬.৫ লক্ষ ভোটারের মধ্যে ১.৫ লক্ষ ভোটই ভুয়ো। ভোটারদের ছবি ও নাম যাচাই করে এই তথ্য উঠে এসেছে।

রাহুল আরও বলেন, ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই বিপন্ন। মানুষকে বুঝতে হবে, প্রধানমন্ত্রী খুব কম ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছেন। যদি ১০-১৫টা আসনেও কারচুপি হয়ে থাকে, আমাদের ধারণা সংখ্যাটা ৭০ থেকে ১০০ পর্যন্ত হতে পারে। তাহলে তিনি আজ প্রধানমন্ত্রী থাকতেন না।

তিনি ঘোষণা করেন, কংগ্রেস শীঘ্রই জনসমক্ষে সমস্ত প্রমাণ পেশ করবে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা দেখিয়ে দেব, কীভাবে একটি নির্বাচন কারচুপি করা যায় এবং কীভাবে এইবার তা হয়েছে, বলেন রাহুল।

তিনি স্বীকার করেন, আগে তাঁর কাছে প্রমাণ ছিল না বলেই এ ধরনের অভিযোগ আনেননি। তবে এখন তাঁর দাবি, আমার কাছে ১০০ শতাংশ প্রমাণ আছে। আমি যাদেরই এটা দেখিয়েছি, তারা অবাক হয়ে গেছে। বলেছে, এটা কি সত্যি হতে পারে? হ্যাঁ, এটা বাস্তব। এবং এটা ঘটছে।

কংগ্রেসের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রেলে কাটা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগষ্ট।। রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তি। ওই ঘটনায় সাব্রুমের কলাছড়া এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

জানা যায়, আজ সকালে সাব্রুম আগরতলা কলাছড়া থাইলিকতুইসা রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় দেখতে পেয়ে এক ব্যক্তির দেহ পড়ে রয়েছে। সাথে সাথে থানায় খবর দিয়েছেন। পরবর্তী সময়

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা-আখাউড়া রেল লাইন ও নিশিন্তপুর স্টেশন পরিদর্শন বাংলাদেশ হাইকমিশনারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগষ্ট।। ত্রিপুরায় তিনদিনের সফরে এসেছেন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লা।

আজ সফরের দ্বিতীয় দিনে আগরতলা-আখাউড়া রেল লাইন এবং নিশিন্তপুর স্টেশন পরিদর্শনে গেলেন তিনি। মূলত, এদিন আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ভারতের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ আস্থা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে তিন দিনের ত্রিপুরা সফরে এসেছেন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ

হামিদুল্লা। সফরের প্রথম দিনে তিনি আগরতলার ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট (আইসিপি) পরিদর্শন করেছেন। এরপর তিনি ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া (এলপিএআই), অভিবাসন ও শুল্ক দফতরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন।

সেই বৈঠকে বিদ্যমান বেশ কিছু সমস্যা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে এবং সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

আজ সফরের দ্বিতীয় দিনে আগরতলা-আখাউড়া রেল লাইন এবং নিশিন্তপুর স্টেশন পরিদর্শনে গেলেন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লা। মূলত, এদিন আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা হয়েছে।

বিল্ডিং থেকে পড়ে পাইপ মিস্ত্রির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগষ্ট।। জিরানিয়া এনআইটি কলেজের নির্মাণীয় বিল্ডিং থেকে পড়ে একজন পাইপ মিস্ত্রি মৃত্যু হয়েছে। কাজ করতে গিয়ে ওই দূর্ঘটনাটি ঘটে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ সকালে খবর আসে জিরানিয়া এনআইটি কলেজের নির্মাণীয় বিল্ডিং থেকে পড়ে একজন পাইপ মিস্ত্রি মৃত্যু হয়েছে। সাথে সাথে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। তিনি আরও

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

স্কুলের চাল ডাল বাজারে বিক্রির অভিযোগ দিদিমণির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগষ্ট।। স্কুলে শিক্ষক আছে কিন্তু ছাত্র-ছাত্রী দেখা নেই। সেন্টারের দিদিমণি আন্না বেগম ছাত্র-ছাত্রীর বরাদ্দ চাল ডাল বাজারে বিক্রি করেন বলে অভিযোগ। এমনকি, মাতাবাড়ি সিডিপিও অন্তর্গত পশ্চিম খিলপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের দিদিমণির বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উঠেছে।

জানা গিয়েছে, সেন্টারের দিদিমণি আন্না বেগম সেন্টারে আসে না। মনে চাইলে তার সময় মতন সেন্টারে যায়। সকাল সাতটা থেকে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার খোলার কথা থাকলেও দিদিমণি সময় কখনো নয়টা আবার কখনো বারোটা সময়। দিদিমনির ঘর হাজির থাকার কারনে সেন্টারে দেখা পাওয়া যায় না ছাত্রছাত্রী। তাই সেন্টারের দিদিমণি আন্না বেগম ছাত্র-ছাত্রীর বরাদ্দ চাল ডাল বাজারে বিক্রি করেন এমনই অভিযোগ দিদিমণি চাল বিক্রি ঘটনা। মাতাবাড়ি সিডিপিও অন্তর্গত পশ্চিম খিলপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের দিদিমণির বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উঠেছে।

আরও জানা গিয়েছে, গত তিন মাস ধরে শিশুদের প্রোটিন খাদ্য ডিম সুজি দেওয়া হচ্ছে না বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। আজ সকাল সাত ঘটিয়া থেকে ৯ ঘটিকা পর্যন্ত সেন্টারে দিদিমনির উপস্থিতি না দেখতে পেয়ে সেন্টারে হেলপারের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সনাতন সন্ত্রাস ঃ অভিযোগের খন্ডন হয়েছে, বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগষ্ট।। দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে সনাতন সন্ত্রাস দেশবাসীর উপর অত্যাচার চালিয়েছে। গত দুই দিন আগে সেই অভিযোগের খন্ডন হয়েছে। গত দুই দিন আগে মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় সাত অফিযুক্তকে বেকসুর খালাস করেছে মুম্বাইয়ের বিশেষ এনআইএ আদালত। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন প্রদেশ বিজেপির সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত।

এদিন তিনি বলেন, ২০০৮ সালে ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে মহারাষ্ট্রে নাসিক জেলায় মালেগাঁও শহরে এক বিস্ফোরণে সাত জনের মৃত্যু হয়েছিল। তদন্তে জানা গিয়েছে, একটি মোটরসাইকেলে দুটি বোমা রাখা হয়েছিল। তাতেই বিস্ফোরণ ঘটে। কিন্তু গত দুই দিন আগে মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা সিংহ ঠাকুর সহ সাত অফিযুক্তকে বেকসুর খালাস করেছে মুম্বাইয়ের বিশেষ এনআইএ আদালত। আদালতের রায়ে গোটা সনাতনী খুশি হয়েছেন।

এদিন তিনি আরও বলেন, ওই ঘটনায় প্রজ্ঞা এবং প্রাক্তন সেনা আধিকারিক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি শাসিত রাজ্যে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের অভিযোগ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ আগষ্ট।। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে সংখ্যালঘুদের উপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণ সংঘটিত হচ্ছে। দেশের গণতান্ত্রিক রক্ষায় এবং সংবিধানকে সুরক্ষিত রাখতেই প্রদেশ কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেল ঐক্যবদ্ধভাবে রাজ্যের বিভিন্ন শাখা সংগঠন নিয়ে একজোট হয়েছে। আজ দুপুর দুটো নাগাদ ধর্মনগর কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান রুহুল আমিন।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান রুহুল আমিন, ধর্মনগর জেলা কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি দিগ্বিজয় চক্রবর্তী, হীরালাল নাথ, বাসিদ আলীসহ অন্যান্য জেলা ও ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

তিনটি হাতির দাঁত উদ্ধার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগষ্ট।। কৈলাসহরে ইরানি থানার পুলিশ নেশা সামগ্রী তল্লাশী করতে গিয়ে বহু মূল্যের তিনটি হাতির দাঁত উদ্ধার করেছে। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

এবিষয়ে, কৈলাসহর বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসার শুভঙ্কর বিশ্বাস জানান যে, শনিবার বিকেলে কৈলাসহরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকারের কাছ থেকে জানতে পারেন। ইরানি থানার অন্তর্গত ইয়াজিখাওরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনামুরা গ্রামের বাসিন্দা ময়ুব আলীর বাড়িতে ইরানি থানার পুলিশ তল্লাশী করে তিনটি হাতির দাঁত পাওয়া গেছে। এই খবর শোনে তিনি ময়ুব আলীর বাড়িতে গিয়ে হাতির তিনটি দাঁত কৈলাসহর বন দপ্তরের অফিসে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

লেভেল অফিসারদের ভাতা দ্বিগুণ করল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগষ্ট।। স্বচ্ছ ভোটার তালিকা গণতন্ত্রের মূলভিত্তি। ভোটার তালিকা প্রস্তুতির দায়িত্বে থাকা নির্বাচনী নথিভুক্তি কর্মকর্তা (ই.আর.ও.), সহকারী নির্বাচনী নথিভুক্তি কর্মকর্তা (এ.ই.আর.ও.), বি.এল.ও. সুপারভাইজার এবং বুথ লেভেল অফিসাররা (বি.এল.ও.) কঠোর পরিশ্রম করেন এবং নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাই কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বি.এল.ও.-দের বার্ষিক ভাতা দ্বিগুণ করা হবে এবং ভোটার তালিকা প্রস্তুতি ও ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

পিএম সম্মান নিধি প্রকল্পের ২০তম পর্বে

কৃষক কল্যাণে স্বচ্ছতার সঙ্গে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করা সরকারের লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগষ্ট।। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে এখন পর্যন্ত রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৩৩৫ মেট্রিক টন ধান কেনা হয়েছে। সরকারিভাবে কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ধানের বিক্রয়মূল্য হিসেবে ৪৪৬ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। সারা রাজ্যে কৃষকদের বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি দেওয়ার জন্য ২০৪ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে। কৃষিপণ্য বিক্রির জন্য সারা রাজ্যে ১৪৪টি বাজারে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। এই কাজে ব্যয় হবে ৩০০ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। পিএম কিষাণ সম্মাননিধি প্রকল্পে কৃষকদের ২০তম কিস্তি প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বোতাম টিপে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কাঁঠালিয়া ব্লক এলাকার অধিকাংশ গ্রামীণ সড়কের বেহাল দশা ঃ ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২ আগষ্ট।। কাঁঠালিয়া ব্লক এলাকার অধিকাংশ গ্রামীণ সড়কের দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সংস্কার না থাকায় একেবারে বেহাল অবস্থায় পরিনত হয়েছে।

ছোট মাঝারি যানবাহন চালক থেকে শুরু করে পথচারী মানুষের চরম দুর্ভোগের মাধ্যমে এই বর্ষার দিনে আসা-যাওয়া করতে হচ্ছে। এবিষয়ে মানুষ স্থানীয় বিধায়ক থেকে শুরু করে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জননির্বাচিত প্রতিনিধিদের জানানোর পরও কোন উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা করছে না। অপরদিকে কাঠালিয়া ব্লক এলাকার পূর্ত' — দপ্তরের ভূমিকা তো একেবারে নগণ্য বলে অভিযোগ। স্থানীয় পঞ্চায়েত গুলির ও তেমন কোনো উদ্যোগ নেই।

একাধিক এমন সড়কের পার্শবর্তী সংশ্লিষ্ট জনগণ যেকোনো মুহূর্তে রাস্তা অবরোধ করা সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। যেমন ধনপুর বিধানসভা এলাকার এডিসি ভিলেজ গুলির অবস্থা আরো ভয়ঙ্কর অবস্থা।

রাস্তার দুই পাশে যথেষ্ট জঙ্গলে ভর্তি হয়ে আছে।

মনে হয় যেন এই সমস্ত সড়কগুলি অভিভাবকহীন হয়ে আছে। যেমন কাঠালিয়া থেকে মনাই পাথর যাওয়ার ওয়ান ওয়ে সড়ক। এই সড়কের অবস্থা অত্যাধিক ভয়ঙ্কর। মাঝেমধ্যে টিলাভুমির ধস ভেঙ্গে মাটিগুলি সরানোর মত এখনো উদ্যোগ নেই কারো। এমন অবস্থা বেশ কিছু সড়ক পথের দৃশ্য দেখা গেল।

একই অবস্থা মনাইপাথর বাজার থেকে উত্তর দিকে টিলাবাড়ি ভায়া থলি বাড়ি বাজার অব্দি এই সড়ক পথের দৃশ্য একেবারে বিশ্রী অবস্থা। ছোট মাঝারি যানবাহন চলাচল করলে আরো বিশ্রী অবস্থা হয়। মানুষ হাঁটাচলা করা কষ্টকর।

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা, ৩ আগস্ট, ২০২৫ ইং
১৭ শ্রাবণ, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

অনুপ্রবেশের ভয়ংকর প্রবণতা

বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে অনুপ্রবেশের ঘটনা রীতিমতো দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করাইয়াছে। আন্তর্জাতিক সীমান্তে সীমান্তী বাহিনীর অতন্ত্র প্রহরা থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের অনুপ্রবেশ অপ্রত্যাশিত বলিয়া মনে করিতেছেন দেশবাসী। অনুপ্রবেশ ঠেকাইতে বিএসএফ সহ প্রশাসনকে আরো কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে। শুধু অনুপ্রবেশের ঘটনায় নয় সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে চোরা চালান এবং নেশা সামগ্রীর অবাধ পাচার অব্যাহত রহিয়াছে। এমনকি অস্ত্রশস্ত্র পাচারের ঘটনাও ঘটিতেছে। শুধু তাই নয়, রাজধানীর আগরতলা শহর সংলগ্ন, লঙ্কামুড়া সীমান্ত গ্রামে ধানক্ষেত থেকে ড্রোন উদ্ধারের ঘটনা উদ্বেগ ও উৎকন্টাকে আরো বাড়াইয়া তুলিয়াছে। উদ্ধারকৃত ড্রোনটি চিনে তৈরি বলিয়া জানা গিয়াছে। ধারণা করা হইতেছে এই ড্রোনের মাধ্যমে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আনাগোনা নজরদারি করা হইয়াছিল। স্বাভাবিক কারণেই বিষয়টি অতি স্পর্শকাতর হইয়া উঠিয়াছে। শুধু ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়াই নয় সীমান্তবর্তী অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও অনুপ্রবেশের ঘটনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিএসএফ তৎপর হইলো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা তাহাদের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।

বি এস এফের অতন্দ্র প্রহরা ও চোখকে ধুলো দিয়া ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার হইয়া পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ের মত সীমান্ত রাজ্যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ জনিত সমস্যা নিয়া চাপে পড়িয়াছে কেন্দ্রের হিন্দুত্ববাদী শাসক দল বিজেপি।শুধু বিজেপি বিরোধী কংগ্রেস, তৃণমুল কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোট শরিকরাই নয়, এ নিয়া ক্ষোভের পারদ চড়িয়াছে ত্রিপুরার বিজেপির জোট সঙ্গী উপজাতি সংগঠন তিপ্রা মথা ও অসম গণ পরিষদ নেতৃত্বের মধ্যে। ত্রিপুরায় তিপ্রা মথার নেতাদের অভিযোগ ২০১৮ সাল থেকে ২০২৫ এই সাত বছর বিজেপি শাসনে ত্রিপুরায় এখনও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ চলিয়াছে। তাহা ঠেকাইতে ব্যর্থ বি এস এফ ও বিজেপি সরকার। অসমে বিজেপির শরিক অসম গণ পরিষদ এখন রাজ্যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ হইতেছে বলিয়া অভিযোগ তুলিয়াছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, অসম, ত্রিপুরা এমন কি মেঘালযে অনুপ্রবেশ হইতেছে বলিয়া অভিযোগ ওঠায় অস্বস্তিতে পড়িয়াছে অমিত শাহের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।অন্যদিকে অসমে এন আর সির নামে হিন্দু বাঙ্গালীদের হেনস্থার অভিযোগে মুখর অসমের কংগ্রেস ও বাম দলগুলি। পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে হিন্দু বাঙ্গালী ও রাজবংশি চার নাগরিককে অসম থেকে এন আর সি নোটিশ পাঠানোয় ক্ষোভে ফাটিয়া পড়িয়াছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।অসমে এন আর সির প্রকাশিত তালিকায় ১৮ লক্ষ হিন্দু বাঙ্গালীর নাম বাদ পড়ার অস্বস্তি তৈরি হইয়াছে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বে। বিজেপির অন্দর মহলের আশঙ্কা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, অসমের হিন্দু বাঙ্গালীদের একাংশের মধ্যে বিজেপি বিরোধী চোরাস্রোত বইয়া চলিয়াছে। অসমে বাংলাভাষী হিন্দু এলাকায় এন আর সিতে ১৮৭ লক্ষ হিন্দুর নাম বাদ পড়ার বরাক উপত্যকা সহ বাংলাভাষী প্রধান এলাকায় প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়াছে বিজেপি। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আডভেঞ্চারইজনে বাংলাভাষী হিন্দুরা বেশি বিপাকে। পশ্চিমবঙ্গেও অসমে এন আর সিতে হিন্দুদের ১৮ লক্ষ নাম বাদ পড়ার ইস্যুকে কাজে লাগাইতে চাইছে রাজনৈতিক মহল।

ভারতে নির্বাচনী ব্যবস্থা এখন মৃত', রাহুল গান্ধী দাবি ২০২৪ লোকসভা নির্বাচন 'ভান্দালি' ছিল

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট : কংগ্রেসের নেতা এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী শনিবার এক বিস্ফোরক বক্তব্যে বলেছেন যে ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থা "এখন মৃত", এবং দাবি করেছেন যে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনগুলি "ভান্দালি" (জালিয়াতি) করা হয়েছিল। তিনি আরও দাবি করেছেন, তার কাছে এমন প্রমাণ রয়েছে যা তার অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করবে। রাহুল গান্ধী এই মন্তব্যগুলি কংগ্রেস দলের বার্ষিক আইন সম্মেলনে নতুন দিল্লিতে এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যে করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে খুবই ক্ষীণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে, এবং এই নির্বাচনকে 'ভান্দালি' করা হয়েছে এমন অভিযোগ তুলেছেন রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, "আমরা আপনাদের সামনে প্রমাণ দেখাবো কিভাবে একটি লোকসভা নির্বাচন ভান্দালি করা যায় এবং সেটি করা হয়েছিল।"

রাহুল গান্ধী তার বক্তব্যে ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে একেবারে "মৃত" ঘোষণা করে বলেন, "ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থা এখন মৃত। সত্যি কথা হলো, ভারতের প্রধানমন্ত্রী এমন একটি ক্ষীণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। যদি ১৫টি আসন ভান্দালি না করা হতো, তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন না।"

তিনি দাবি করেন যে ২০২৪ সালের নির্বাচনে বিজেপির জয়ের পিছনে একটি গভীর ষড়যন্ত্র ছিল, এবং এই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিজেপি মাত্র কয়েকটি ভোট বেশি পেয়ে সরকার গঠন করে। রাহুল গান্ধী জানান, কংগ্রেস শীঘ্রই নির্বাচনের জালিয়াতির প্রমাণ জনগণের সামনে প্রকাশ করবে।

এছাড়াও, রাহুল গান্ধী প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী আরুণ জেটলির বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ তোলেন। তিনি জানান, যখন কংগ্রেস দল কৃষি আইন বিরোধী আন্দোলন চালাচ্ছিল, তখন আরুণ জেটলিকে তাকে "হুমকি দিতে" পাঠানো হয়েছিল। রাহুল গান্ধী বলেন, "আমি মনে করি, যখন আমি কৃষি আইন নিয়ে বিরোধিতা করছিলাম, আরুণ জেটলি জি আমাকে হুমকি দিতে এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'যদি আপনি সরকার বিরোধিতা চালিয়ে যান, কৃষি আইন নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যান, তাহলে আমাদের আপনির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে।' আমি তাকে বলেছিলাম, 'আপনি জানেন না আপনি কার সাথে কথা বলছেন।'"

এটি কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের কথা সামনে আনে, যেখানে বিরোধীরা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানো সত্ত্বেও বিভিন্ন চাপ ও হুমকির মুখোমুখি হয়েছে।

পূর্বে, রাহুল গান্ধী সংসদ ভবনে সাংবাদিকদের বলেন, কংগ্রেস দল একটি "অ্যাটম বোমা" জাতীয় প্রমাণ পেয়েছে, যা দেখায় যে ভোটার তালিকা ব্যাপকভাবে ভান্দালি করা হয়েছিল। রাহুল গান্ধী দাবি করেন, "আমরা গভীরভাবে তদন্ত করেছি, কারণ নির্বাচন কমিশন সাহায্য করেনি। আমরা যা পেয়েছি, তা একটি অ্যাটম বোমা। যখন এটি বিস্ফোরিত হবে, আপনি আর ভারতীয় নির্বাচন কমিশনকে দেখতে পারবেন না।"

তিনি বলেন, কংগ্রেস দল এরই মধ্যে নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি তার অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছে, যা সামনে আসলে ব্যাপক ধামাকা ঘটাবে। রাহুল গান্ধী যোগ করেন, "মধ্যপ্রদেশ এবং লোকসভা নির্বাচনে সন্দেহ তৈরি হয়েছিল, এবং মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনে এটি আরো গভীর হয়েছে। রাজ্য স্তরে আমরা বিশ্বাস করি যে ভোট চুরি হয়েছে।"

রাহুল গান্ধী নির্বাচনী ব্যবস্থায় জনগণের বিশ্বাসের সংকটের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন, যেটি নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করে, তাতে দুর্নীতির গন্ধ এবং স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। তার ভাষায়, "নির্বাচনী কমিশন আর জনগণের আস্থার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। এই ব্যবস্থায় জনগণের বিশ্বাস হারিয়ে গেছে।"

আজ হারিয়ে যাওয়ার পথে রবীন্দ্র-আদর্শে প্রাণিত সনজিদা খাতুনের ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ

স্বপনকুমার মণ্ডল

অভাববোধেই ব্যক্তিত্বের প্রভাব আলো হয়ে ওঠে। শূন্যতাবোধেই পূর্ণতার গৌরব সুরভিত হয়। সেদিক থেকে ২০২৪-এর ৫ আগস্টে বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানে সরকার উৎখাতের ফলে মৌলবাদী শক্তির দৌরাত্ম্যে যেভাবে সে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালিচেতনায় তীব্র আঘাত নেমে আসে, তাতে ১৯৭১-এর প্রায় নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের বহু প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাই বিপন্ন হয়নি, তার দীর্ঘ দিন ধরে গড়ে তোলা মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যও ধ্বংস হতে শুরু করে। পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে যে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতি দেশের স্বাধীনতা কায়েম করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা লালন করেছিল, মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিদ্বেষে তা বিলীন হতে শুরু করে। অথচ স্বাধীন বাংলাদেশের গোড়াপত্তন থেকে তার আন্তর্জাতিক বিস্তৃতির ক্ষেত্রেও সে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ বঙ্গসংস্কৃতির অবদান অনস্বীকার্য। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সাফল্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস থেকে সে দেশের বৃহত্তম ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব বাঙালির বর্ষবরণ উদযাপনে "মঙ্গল শোভাযাত্রা"ও জাতিসংঘের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি লাভ করে। সেক্ষেত্রে মৌলবাদী শক্তির উত্থানে যেভাবে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিকে কলুষিত করে তার ইসলামীকরণের প্রয়াস তীব্র গতি লাভ করেছে, তাতে বঙ্গসংস্কৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এখন অস্তগামী সূর্যের মতো ক্রমশ অদৃশ্য হতে শুরু করেছে। সেই বিপন্ন সংস্কৃতির আসন্ন কালসন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে যাঁর কথ্য অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠে, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবিসংবাদিত ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ধারক- বাহক রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ও সাংস্কৃতিক সংগঠক, লেখক ও অধ্যাপক সনজিদা খাতুন (১৯৩৩-২০২৫)। এ বছর সে দেশের স্বাধীনতার দিবসের আগের দিন ২৫ মার্চ তাঁর অগস্ত্যযাত্রায় অপূরণীয় শূন্যতাতেই তাঁর পূর্ণতার পরিচয় প্রকট হয়ে ওঠে।

বাঙালির সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবিসংবাদিত ভূমিকা অনস্বীকার্য। তার আগে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির পরিচয় সেভাবে গড়ে ওঠেনি। লোকায়ত পরিসরে যাও-বা ছিল, লোকাতীত চেতনায় তাও ছিল না। হিন্দু মুসলমান পারস্পরিক প্রতিবেশী বা পড়শি হলেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসিক দূরত্ব থাকায় সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে ওঠার অবকাশ পায়নি। উল্টে মুসলমান শাসকের আমলে শোষিত শাসিত হওয়ার পর ব্রিটিশ আমলে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোয় বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে যে প্রগতিশীল চিন্তাচেতনায় যেমন রক্ষণশীলতা কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস জারি হয়, তেমনই সমাজ-ধর্ম সংস্কারের ধারায় অস্তিত্ব সংকটে পড়া হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসে সনাতনী সংস্কৃতিকে স্বতন্ত্র আভিজাত্য প্রদানের লক্ষ্যে বাঙালির সংস্কৃতি ব্রাত্য হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হিন্দু সংস্কৃতিকে স্বতন্ত্র করে তোলার মধ্যে মুসলিম মানস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেতনা প্রাধান্য লাভ করে। অথচ তাঁর বাঙালি চেতনায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোনওরকম বিভেদ ছিল না। ধর্মীয় পরিচয়ের সীমাবদ্ধ পরিসরকে মানবিক উদারতার সীমাহীন আকাশের উন্মুক্ত হাতছানিতে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বাঙালির পরিচয়কে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গবিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের সময় থেকে ঐক্যচেতনা গড়ে তোলায় সক্রিয় হয়েছিলেন, তার মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের কথাই সোচ্চার হওয়ার অবকাশ লাভ করে। বাংলার মাটি-জল-বায়ু-ফল প্রভৃতির পুণ্যচেতনা থেকে সোনার বাংলার বাঙালির ঐকাচেতনাকে যেভাবে তার স্বদেশের পরিচয়ে আবেগমথিত ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক একাত্মতায় আন্তরিক হয়ে উঠেছিল, সেই ধারা যেমন ক্রমশ পরিপুষ্ট হওয়ার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়, তেমনই হিন্দু-মুসলিমের অনৈক্যের মাঝে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এসে যায়। ১৯০৬-এর ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় সারা ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মুসলিম লীগের দাবিতেই ধর্মভেদে পূর্ব বাংলায় পূর্ব পাকিস্তানের আবির্ভাব ঘটে। সেদিক থেকে হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্যবোধের আধারেই যে দুই ধর্মের মানুষের মানসিক দূরত্ব ও বাঙালি সংস্কৃতি অন্তরায় সৃষ্টির নেপথ্যে সক্রিয়, তা রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে তাঁর বক্তৃতা ও সৃষ্টিকর্মের মধ্যে নানাভাবে মূর্ত করে তুলেছেন। তাঁর বাঙালি চেতনায় হিন্দু বা ইসলাম ধর্মের পরিবর্তে মানবধর্মের উদার আকাশে বাঙালিসত্তার জাগরণ ছিল সময়ের অপেক্ষা। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের সমকাল থেকে বর্তমান কালেও বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথায় যার নাম মুখে চলে আসে সেই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম নিজেও ছিলেন হিন্দু মুসলমানের সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক। ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাঁর মানবতার ধর্ম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপীড়িত বাংলায় বারেবারে নানাভাবে স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে। কবির "বিষের বাঁশী" (১৯২৪) কাব্যের জাতির বজ্জাতি বা "সর্বহারা" (১৯২৬) কাব্যের অন্তর্ভুক্ত গান কাণ্ডারী হুঁশিয়ার থেকে গানের সংকলন সুর-সাকী (১৯৩২) এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান সর্বত্র ধর্মীয় বৈষম্যবোধে ক্ষতবিক্ষত বাঙালি মানসে ঐক্যের বার্তা প্রত্যাশিতভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাঁর কথা বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে যাও-বা বার্তাবহ হয়ে উঠেছে, মুসলিমদের মনে তাও ঠাঁই পায়নি। উল্টে তাঁকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলার জন্যই গোঁড়া মুসলিমদের কাছে সমালোচিত হতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাঙালির অখণ্ড সত্তায় তাঁর অবিসংবাদী ভূমিকা ক্রমশ ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্তির হাতছানি হয়ে ওঠে, জাগিয়ে তোলে বাঙালি সংস্কৃতির ধর্মনিরপেক্ষতার অনন্ত আকাশ। এজন্য তাঁর বাঙালি চেতনায় ধর্মনিরপেক্ষ উদার আকাশের হাতছানি বাংলার শিক্ষাশোভন পরিসরে ক্রমশ আবেদনক্ষম হয়ে ওঠায় স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মে গোঁড়া মুসলিম মানসে তার বিরোধিতা করা বা অস্বীকারে সক্রিয় হয়ে ওঠাটা শুধু সময়ের অপেক্ষা ছিল। সেক্ষেত্রে ধর্মের ভিত্তিতে সেংস্কৃতিকে স্বতন্ত্র করে তোলার মধ্যে মুসলিম মানস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেতনা প্রাধান্য লাভ করে। অথচ তাঁর বাঙালি চেতনায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোনওরকম বিভেদ ছিল না। ধর্মীয় পরিচয়ের সীমাবদ্ধ পরিসরকে মানবিক উদারতার সীমাহীন আকাশের উন্মুক্ত হাতছানিতে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বাঙালির পরিচয়কে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গবিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের সময় থেকে ঐক্যচেতনা গড়ে তোলায় সক্রিয় হয়েছিলেন, তার মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের কথাই সোচ্চার হওয়ার অবকাশ লাভ করে। বাংলার মাটি-জল-বায়ু-ফল প্রভৃতির পুণ্যচেতনা থেকে সোনার বাংলার বাঙালির ঐকাচেতনাকে যেভাবে তার স্বদেশের পরিচয়ে আবেগমথিত ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক একাত্মতায় আন্তরিক হয়ে উঠেছিল, সেই ধারা যেমন ক্রমশ পরিপুষ্ট হওয়ার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়, তেমনই হিন্দু-মুসলিমের অনৈক্যের মাঝে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এসে যায়। ১৯০৬-এর ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় সারা ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মুসলিম লীগের দাবিতেই ধর্মভেদে পূর্ব বাংলায় পূর্ব পাকিস্তানের আবির্ভাব ঘটে। সেদিক থেকে হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্যবোধের আধারেই যে দুই ধর্মের মানুষের মানসিক দূরত্ব ও বাঙালি সংস্কৃতি অন্তরায় সৃষ্টির নেপথ্যে সক্রিয়, তা রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে তাঁর বক্তৃতা ও সৃষ্টিকর্মের মধ্যে নানাভাবে মূর্ত করে তুলেছেন। তাঁর বাঙালি চেতনায় হিন্দু বা ইসলাম ধর্মের পরিবর্তে মানবধর্মের উদার আকাশে বাঙালিসত্তার জাগরণ ছিল সময়ের অপেক্ষা। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের সমকাল থেকে বর্তমান কালেও বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথায় যার নাম মুখে চলে আসে সেই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম নিজেও ছিলেন হিন্দু মুসলমানের সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক। ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাঁর মানবতার ধর্ম সাম্প্রদোয়িক বিদ্বেষপীড়িত বাংলায় বারেবারে নানাভাবে স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে। কবির "বিষের বাঁশী" (১৯২৪) কাব্যের জাতির বজ্জাতি বা "সর্বহারা" (১৯২৬) কাব্যের অন্তর্ভুক্ত গান কাণ্ডারী হুঁশিয়ার থেকে গানের সংকলন সুর-সাকী (১৯৩২) এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান সর্বত্র ধর্মীয় বৈষম্যবোধে ক্ষতবিক্ষত বাঙালি মানসে ঐক্যের বার্তা প্রত্যাশিতভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাঁর কথা বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে যাও-বা বার্তাবহ হয়ে উঠেছে, মুসলিমদের মনে তাও ঠাঁই পায়নি। উল্টে তাঁকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলার জন্যই গোঁড়া মুসলিমদের কাছে সমালোচিত হতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাঙালির অখণ্ড সত্তায় তাঁর অবিসংবাদী ভূমিকা ক্রমশ ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্তির হাতছানি হয়ে ওঠে, জাগিয়ে তোলে বাঙালি সংস্কৃতির ধর্মনিরপেক্ষতার অনন্ত আকাশ। এজন্য তাঁর বাঙালি চেতনায় ধর্মনিরপেক্ষ উদার আকাশের হাতছানি বাংলার শিক্ষাশোভন পরিসরে ক্রমশ আবেদনক্ষম হয়ে ওঠায় স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মে গোঁড়া মুসলিম মানসে তার বিরোধিতা করা বা অস্বীকারে সক্রিয় হয়ে ওঠাটা শুধু সময়ের অপেক্ষা ছিল। সেক্ষেত্রে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের পর পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অধীনে যাওয়ায় বাঙালি সত্তায় ধর্মীয় বিভাজন ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলিমের অস্তিত্বে ধর্মীয় স্বতন্ত্রতায় বিপন্ন বাঙালির পরিচয় সংকট প্রাধান্য লাভকরে। সেখানে বাঙালির অস্তিত্বে যে ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতি বর্তমান, তাও গোপন থাকেনি। ১৯৪৮-এর ৩১ ডিসেম্বর ও ১৯৪৯-এর ১ জানুয়ারি ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের নেতৃত্বে কার্জন হলে পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনের মূল সভাপতি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন: আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটা বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছে যে মালা- তিলক- টিকিতে কিংবা টুপি- লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জোটি নেই। সেক্ষেত্রে প্রগতিশীল চেতনায় অবিভাজ্য বাঙালিসত্তাই অচিরেই ধর্মীয় রক্ষণশীলতায় অস্বীকারে শিকারে পরিণত হয়। হিন্দু রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতার মূলেও ছিল তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সত্তা ও তার সংস্কৃতি। ধর্মীয় স্বতন্ত্রতায় মুসলিমদের ঐক্যচেতনাতেও প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার প্রবণতা জারি ছিল। সেখানে পাকিস্তানের অধীনে পূর্ব বাংলায় জাতীয় সংহতিতে তাঁকে বর্জন করার চেতাবনি প্রকাশ্যে চলে আসে। ১৯৫১-র আগস্টে সরকারি "মাহে নও" পত্রিকায় সৈয়দ আলী আহসানের প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে স্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়, সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার এবং হয়তো-বা জাতীয় সংহতির জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি। সাহিত্যের চাইতে রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজন আমাদের বেশি। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে বাঙালিসত্তার সঙ্গে ক্রমশ নিবিড়তা লাভকরেছিল তা তাঁকে অস্বীকারের মধ্যেই তাঁর অবিস্মরণীয় স্বীকৃতি লাভ করে। সেদিক থেকে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান সরকারের মদতপুষ্ট গোঁড়া মুসলিমদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় পরিচয়ে একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার প্রয়াস জারি ছিল, অন্যদিকে তেমনই মুক্তচিন্তার মুসলিম মানসে তাঁকে ধারণ করে এগিয়ে চলার সক্রিয়তাও প্রকট হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের অধীনে থেকেও বাঙালি সত্তার জাগরণে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ পাথেয় হয়ে ওঠে। মুক্তচেতনার আলোয় বা মুক্তবুদ্ধির আধারে "পাকিস্তানি সাহিত্য সংসদ"-এর ছায়ায় তাঁর প্রভাব ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। সেদিক থেকে বাহান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালিসত্তার আত্মিক সংযোগ গড়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে মৌলবাদী ধর্মীয় বিদ্বেষে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকারে পাকিস্তান সরকারের সক্রিয় উদ্যোগেই তাঁর অবিচ্ছেদ্য সংযোগ আরও স্পষ্ট বোঝা যায়। ভাষা আন্দোলনেও রবীন্দ্রনাথ গান পাথেয় হয়ে ওঠে। তাঁর প্রভাব কত তীব্র আবেদনক্ষম ছিল, তা সে দেশের রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ধারক-বাহক সনজিদা খাতুনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যেই ফুটে ওঠে। সনজিদা তাঁর "রবীন্দ্রনাথের হাতে হাত রেখে বাঙালি জাতিসত্তার সন্ধান" নিবন্ধে (আবুল হাসনাত সম্পাদিত সার্ধশত জন্মবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা, ২০১২) অকপটে সেদিনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে লিখেছেন। বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি স্মারক অনুষ্ঠানগুলিতে "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে এবং আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি" গানের বাণী সৌন্দর্য ও সুরময় আবেগ যুগপৎ বাঙালি হৃদয়কে আলোড়িত করেছে। তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর, পূর্ণ কর গানখানি রবীন্দ্রনাথ যেন ভাষা-শহিদদের উদ্দেশে গাইবার জন্যেই লিখে গেছেন, এমন মনে হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে কংগ্রেস নেতাদের ইংরেজি বক্তৃতা শুনে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথের গান তথা কল্পনা কাব্যের কবিতা "সে আমার জননী রে" আমরা গেয়ে উঠেছি আমাদের মাতৃভাষার অবমাননায় ব্যথিত হয়ে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী আমাদের কাছে নবজন্ম লাভ করেছে। মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। সনজিদা খাতুনের মনোভাবের মধ্যেই বাঙালিসত্তায় রবীন্দ্রনাথের অবিচ্ছেদ্য প্রভাব নিবিড়তা লাভ করে। *ক্রমশঃ*

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

স্বাধীনতার ২ মাস পরই শুরু প্রথম ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ! নেপথ্যে সেই কাশ্মীর

২২ এপ্রিল অপরাহ্ন থেকেই গোটা দেশের নজরে জম্মু ও কাশ্মীরের মধ্যে অবস্থিত 'মিনি সুইজারল্যান্ড'। সেখানকার মাটিতে লেগে থাকা রক্তদাগের করুণ বিবরণ শোকস্তব্ধ করে দিয়েছে আসমুদ্রহিমাচলকে। কেবল শোক নয়, এরই পাশাপাশি জন্ম নিয়েছে তীব্র রাগও। সেই সঙ্গে জন্ম নিয়েছে প্রশ্ন। এবার কি তাহলে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধবে ফের? আরও একবার মুখোমুখি হবে দুই প্রতিবেশী! চর্চায় কাশ্মীর। আর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। দুইয়ের মধ্যে সম্পর্কও যে পুরনো। দেশভাগের অব্যবহিত পরেই নতুন জন্ম নেওয়া পাকিস্তান যে ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল তার নেপথ্যেও তো কাশ্মীরই! আবারও কোনও লড়াই শুরু হলে ইতিহাস যে পুনরাবৃত্ত হবে। বর্তমানের বুকে দাঁড়িয়ে আমাদের পিছনে তাকাতে বাধ্য করে ইতিহাস। সেই ইতিহাস, ভারত-পাকিস্তান প্রথম যুদ্ধের ইতিহাসই আমরা ফিরে দেখব এই লেখায়। সময়টা ১৯৪৭। ব্রিটিশরা ঘোষণা করেই দিয়েছে আর নয়। এবার তারা ভারতের শাসনভার ছেড়ে দিয়ে দেশটিকে স্বাধীন করে দিয়ে যাবে। আপাতভাবে সুখের খবর, কিন্তু তার মধ্যেও জুড়েছিল এক আশঙ্কাও! সেই সময় ভারতে দেশীয় রাজ্য বা স্টেট ছিল ৫৬৫টি। এই ৫৬৫টি করদ রাজ্য তথা 'প্রিন্সলি স্টেট' প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে ভারতবর্ষের ৪৮ শতাংশ অংশ জুড়ে ছিল। ইংরেজরা যখন ঘোষণা করে তারা ভারত ছেড়ে চলে যাবে, তখন এই প্রদেশগুলির সঙ্গে ব্রিটেনের যে চুক্তি তারও সমাপ্তি ঘোষিত হয়। সুতরাং দেশীয় রাজ্যগুলিকেই বেছে নিতে হত তারা কে পাকিস্তানে চলে যাবে, কে ভারতে থাকবে। এমনকী দুই দেশের কোনওটিরই অন্তর্ভুক্ত না থেকে স্বাধীনও থেকে যাওয়ার সুযোগ ছিল। কাশ্মীরের রাজা হরি সিং চেয়েছিলেন স্বাধীনই থাকতে। কাশ্মীরের তিন-চতুর্থাংশই মুসলিম, কিন্তু তাঁদের রাজা হিন্দু। আর সেই মহারাজা বম্বের রেসকোর্স, থেকে কাশ্মীরের অরণ্যে শিকার খেলা- মত্ত ছিলেন এসবেই। কেবল সটান জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি স্বাধীনই থাকতে চান। এদিকে ব্যাপারটা মানতে চাইলেন না তৎকালীন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন। তাঁর সঙ্গে হরি সিংয়ের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। তিনি নিজে গিয়ে আলোচনা করতে চাইলেন কাশ্মীরের রাজার সঙ্গে। বুঝিয়ে বললেন, স্বাধীন থেকে যাওয়ায় ঝুঁকি কতটা থাকছে। প্রাথমিক কথাবার্তা হয়ে গেলেও ব্যাপারটা দানা বাঁধেনি। শেষপর্যন্ত ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট এসে পড়ল। কাশ্মীর সেই সময় ভারতের অংশ ছিল না! এবং অবশ্যই, পাকিস্তানেরও নয়।

হরি সিংয়ের ছেলে করণ সিং পরে এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পর তত্ত্বগত ভাবে আমার বাবা স্বাধীন রাজা হয়ে উঠেছিলেন। কেননা, তিনি ভারত বা পাকিস্তান কোনও দেশেই যোগ দেননি। তবে তিনি চেয়েছিলেন দুই দেশের সঙ্গেই স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে। এর জন্য চুক্তিও হওয়ার কথা ছিল।" সেই চুক্তি কিন্তু হয়েছিলও। তবে কেবলমাত্র পাকিস্তানের সঙ্গে। ভারত কোনও চুক্তি করেনি হরি সিংয়ের সঙ্গে। কিন্তু এর মধ্যেই ঘনিয়ে এল বিপদ। চুক্তি শিকেয় তুলে পাক সেনার মদতে পাশতুন উপজাতি বাহিনী জম্মু ও কাশ্মীরে আক্রমণ করে বসল। হরি সিং সেই সময় এক উৎসবে ব্যস্ত। এমন যুদ্ধের জন্য কোনওরকম প্রস্তুতিই ছিল না তাঁর। সেটা অক্টোবর মাস। এই হামলার নেপত্যে ছিল পাকিস্তানের সেনা। অপারেশনের নাম ছিল 'অপারেশন গুলমার্গ'। প্ল্যান ছিল এভাবেই কাশ্মীর দখল করে নেওয়া। এমনকী শ্রীনগরও। আর সেই প্ল্যান তৈরি হয়েছিল ২০ আগস্ট অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের পরপরই। এই হামলায় মারা যান হাজার হাজার মানুষ। ধর্ষিত হন বহু নারী। এমনও বলা হয়, এক রাতেই নাকি ৪০ হাজারের মতো মানুষের মৃত্যু ঘটে। কার্যতই উপত্যকা হয়ে ওঠে মৃত্যু উপত্যকা। বাধ্যত মাউন্টব্যাটেনের দ্বারস্থ হন হরি সিং। তাঁর প্রস্তাব মেনে 'ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশনে' স্বাক্ষর করেন। এর ফলে জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অংশ হয়ে যায়। সেটা ২৬ অক্টোবর ১৯৪৭। অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার বয়স তখন প্রায় আড়াই মাস। যেহেতু জম্মু ও কাশ্মীর আইনত ভারতের অংশ হয়ে গেল, তাই পাকিস্তানের উচিত ছিল আক্রমণ থেকে সরে এসে সেই সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া। কিন্তু পাকিস্তান তা করেনি। 'বন্ধুত্বপূর্ণ' প্রতিবেশী হওয়ার কোনও ইচ্ছাই তাদের ছিল না। কেবল ছিল কাশ্মীরকে যেনতেন প্রকারেণ ছিনিয়ে নেওয়ার লোভ। এতদিন এই লড়াই লড়ছিল 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর মুসলিম স্টেট ফোর্সেস'। কিন্তু এবার, কাশ্মীর ভারতের অংশ হয়ে যেতেই সেখানকার আক্রান্ত মানুষদের বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভারতীয় সেনা। ২৭ অক্টোবর গুরগাঁও থেকে শিখ ব্যাটেলিয়নকে উড়িয়ে আনা হয় শ্রীনগরে। তবে লড়াইটা সহজ ছিল না। ভারতের নিকটতম নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে শ্রীনগরের দূরত্ব ছিল ৪৮০ কিমি। পূর্ব পাঞ্জাব থেকে সেনাকে এখানে আনাটাই ছিল চ্যালেঞ্জের। কেননা শ্রীনগরের বিমানবন্দর তখনও পুরোদস্তুর যাত্রীবোঝাই বিমান অবতরণ করানোর মতো ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু এছাড়া আর উপায়ই ছিল না। শুরু হল মিশন 'অপারেশন জাক'। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শুরু হওয়া সেই যুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি। তবে সেদিন যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হলেও আগের বছরই যুদ্ধবিরতির বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়। যুদ্ধবিরতির পর নিয়ন্ত্রণরেখা তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু জারি থেকে যায় বিতর্ক। পাক অধিকৃত কাশ্মীর আর পুনরুদ্ধার করা যায়নি। যা নিয়ে আজও প্রশ্ন ওঠে।

এদিকে সেবার গোহারা হেরেও পাকিস্তানের শিক্ষা হয়নি। ১৯৬৫, ১৯৭১ এমনকী ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধ- সম্মুখ সমরে বারবার মুখ থুবড়ে পড়েছে ইসলামাবাদ। এরপরও উসকানি দিয়ে বারবার জঙ্গি হামলা পাকিস্তান রয়েছে পাকিস্তানেই। সাম্প্রতিক পহেলগাঁও হামলার নেপথ্যেও পাকিস্তানের উসকানির প্রমাণ মিলেছে। যা থেকে শুরু হয়েছে যুদ্ধের গুঞ্জনও। আর সেই গুঞ্জন ফের নতুন করে মনে করাচ্ছে ইতিহাস। মনে করাচ্ছে দুই দেশের প্রথম যুদ্ধের নেপথ্যেও ছিল সেই কাশ্মীরই।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলায় বিদ্যুৎ নিগমের নিম্নমানের দেওয়াল নির্মানের অভিযোগ উঠে।

মেঘালয়ে খাসি ও গারো পাহাড়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে কঠোর ব্যবস্থা, সীমান্তবর্তী গ্রাম প্রধানদের সতর্ক থাকতে নির্দেশ

শিলং, ২ আগস্ট : অসমে অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে চলমান অভিযানের প্রেক্ষিতে, মেঘালয়ের খাসি পাহাড় স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ রাজ্যের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির প্রধানদেরকে সতর্ক থাকার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ জারি করেছে। এতে বলা হয়েছে, যেকোনো সন্দেহজনক সীমান্ত পারাপারের ঘটনা বা অবৈধ বসতি স্থাপন সম্পর্কে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে জানাতে হবে। এই পদক্ষেপটি সীমান্তবর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তা এবং আদিবাসী জমির রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

খাসি পাহাড়ের জেলা পরিষদ বৃহস্পতিবার এক নির্দেশিকা প্রকাশ করে। এতে বলা হয়েছে, 'হিমা', 'ডর্বার শনং' এবং 'ডর্বার রেইড'-এর সকল গ্রাম প্রধান এবং স্থানীয় শীর্ষ নেতাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং কোনো ধরনের অবৈধ বসতি স্থাপনের চেষ্টা বা সীমান্তের অবৈধ পারাপার ঘটলে তা দ্রুত কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

এই পরামর্শটি এসেছে, যখন অসম সরকার নিজেদের সীমান্তে অবৈধ বসতি স্থাপনকারী এবং মেহমানদের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালাচ্ছে। এই অভিযানগুলো বিশেষভাবে সীমান্তবর্তী এলাকার গর্ভবর্তী জনসংখ্যা এবং অভিবাসীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে, যাদের কেউ কেউ সরকারের অনুমতি ছাড়াই বসতি স্থাপন করছে। মেঘালয়ে এমন প্রবাহ সামলাতে উক্ত জেলা পরিষদ গুরুত্ব দিয়ে সতর্কতার পরামর্শ দিয়েছে, কারণ এই ধরণের অনুপ্রবেশ মেঘালয়ের আদিবাসী জমির অধিকারকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে।

এদিকে, গারো পাহাড় স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ মেঘালয়ের গারো পাহাড় অঞ্চলের অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রেখেছে। ২৯ জুলাই, জিএইচএডিসি অভিযান চালিয়ে একাধিক অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদ করেছে, যা সরকারি জমিতে নির্মিত ছিল। এই অভিযানটি পূর্ববর্তী ভূমি দখল উচ্ছেদ নোটিশের অবহেলা এবং অনুপস্থিতি সত্ত্বেও পরিচালিত হয়। জিএইচএডিসি-র দাবি, 'আমরা এই ভূমি দখলকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেব। কোনো ধরনের অবৈধ দখল একেবারেই সহ্য করা হবে না।'

প্রসঙ্গত, মেঘালয়ের সীমান্ত এলাকায় বহিরাগতদের বসতি স্থাপন এবং দখল বৃদ্ধি পেয়েছে। সীমান্তের ওপর অবস্থিত গ্রামগুলিতে বহিরাগতদের প্রবাহ উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা স্থানীয় জনগণের মধ্যে জমি হারানোর আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। তাই, মেঘালয়ের দুই গুরুত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ খাসি এবং গারো পাহাড়ে আদিবাসী জমির রক্ষায় সতর্কতা বাড়ানোর এবং অবৈধ বসতি রোধের জন্য সম্প্রদায়িক সমন্বয়কে জরুরি বলে ঘোষণা করেছে।খাসি এবং গারো পাহাড়ের অঞ্চলে আদিবাসী ভূমির অধিকার রক্ষায় শক্তিশালী সম্প্রদায়িক সতর্কতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই এলাকাগুলিতে ঐতিহ্যগতভাবে শক্তিশালী সামাজিক কাঠামো রয়েছে, যেখানে স্থানীয় নেতৃত্ব যেমন 'হিমা', 'ডর্বার শনং' এবং 'ডর্বার রেইড' ভূমিকা পালন করে। এইসব স্থানীয় সংস্থাগুলিকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানানো

NOTICE INVITING E-TENDER

Medical Superintendent & Head of Office, ABV RCC Hospital, Agartala, invites Public Tender for the execution of following work under 02 (two) bid system through e-tendering from bonafide experience, reliable, resourceful & reputed contractor having experience for supply of "Antibodies Ancillary Reagents and Consumable items for Immunohistochemistry (IHC) for use in Department of Pathology of ABV RCC, Agartala" in Public Sector Undertaking/ Government Sector/Autonomous Institutions/Reputed Private Sector:

LIST OF IMPORTANT DATES IN CONNECTION WITH THE BID FOR THE WORK

Sl. No.	Details	Date & Time
1.	Name of the Work	Rate contract for supply of Immunohistochemistry (IHC) "Antibodies Ancillary Reagent and Consumable item for Department of Pathology of ABV RCC, Agartala"
2.	Period of contract	Valid for 2 (Two) year from the date of award of the rate contract.
3.	Tender Estimate Value Cost	Rs. 7,10,000/-
4.	Earnest Money Deposit (EMD)	2% of Tender Estimate Value
5.	Cost of Tender Document	Rs. 1,000/- (Non-refundable)
6.	Date and time of Publishing of Tender	Date: **01/08/2025** Time: **02:00 PM**
7.	Document download & uploaded https://tripuratenders.gov.in	Download Start Date: **01/08/2025** Time: **03:00 PM** Download End Date: **21/08/2025** Time: **05:00 PM**
8.	Date of Pre-Bid Meeting	Date: **08/08/2025** Time: **01:00 PM**
9.	Place of Pre-Bid Meeting	In the Seminar Hall of ABV RCC, Agartala
10.	Bid Opening Date and Time	Date: **22/08/2025** Time: **01:00 PM**
11.	Place of opening Bids	Office Room of the ABV Regional Cancer Centre, Agartala
12.	Bid Validity	180 days from the date of publication of e– tender
13.	Officer Inviting Bids	Medical Superintendent & HoO, ABV-RCC Agartala, Kunjaban- 799006, Tripura (W). Mobile 9436580722
14.	Performance Security	5% of Work Order Value
15.	Completion period for the work	**90** days
16	Tender ID No.	**2025_RCCA_64277_1**

Note: All the above-mentioned time are as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in. In case the date of opening happens to be a declared holiday, then tenders shall be opened on the next working day at the same time and at the same venue. The tender document can also be seen at AGMC website www.agmc.ac.in. Any amendment/ corrigendum to this e-tender will be published on the AGMC website www.agmc.ac.in & e-procurement portal website https://tripuratenders.gov.in only and not in print media. Bidders should regularly visit these websites to keep themselves updated.
ICA/C/1706/25

Medical Superintendent & Head of Office, ABV - Regional Cancer Centre Agartala

NOTICE INVITING e-TENDER (e-NIT)

Ref: No.F.12(2)-AGRI./BLG/ e-Tender/2025-26/3051-53 e-Tender is hereby invited for the work of "Carrying of Agri. Inputs" under Bishalgarh Agri. Sub-Division for the year 2025-26, by the Superintendent of Agriculture, Bishalgarh Agri. Sub-Division on behalf of The Governor of Tripura. For details visit website https:www.tripuratenders.gov.in for any enquiry contact by e-mail to sa.bishalgar@gmail.com.
ICA|C| 17121/25

(HIMANISH LASKAR)
Superintendent of Agriculture, Bishalgarh Agri. Sub-Division, Sepahijala, Tripura.

PNIT NO: e-PT-XVIII/EE/ RD/ABS/2025-26 DATED-30/07/2025

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 03:00 P.M. on 20/08/2025 for 03(Three) nos. Construction work at different site under the jurisdiction of R.D Ambassa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/1709/25

[Er. U. Debbarma]
Executive Engineer R.D. Ambassa Division

TRIPURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NARSINGARGH
No. F.2 (15)-TIT/Admission/2025/851 (2) Date: 1st August, 2025
DIPLOMA COUNSELLING & ADMISSION NOTIFICATION

With reference to the notification No. F.2 (344) - DHE/GTCA/08/2334(20), dated 21.06.2025 published by DHE regarding Admission to 1st semester Diploma programmes of Tripura Institute of Technology, a counselling will be conducted on 06-08-2025 at 11:00 A.M. in the Multi-Utility Hall of ME Department of Tripura Institute of Technology (TIT) for admission to TIT in 1st semester Diploma Programs of session 2025- 26 to fill the vacant seats as appeared after 2nd round of Diploma admission. This present counselling is open for all TIT Diploma Admission Test (TDAT) 2025 merit listed candidates. On exhaustion of candidates from TDAT-2025 merit list, the remaining vacant seats, if any, will be distributed in this same counselling among the DEEET-2025 merit listed candidates.

All intending candidates willing to take admission against the available vacant seats in Diploma programmes of TIT, may appear before the counselling board on above mentioned date and time along with all original documents, set of photocopies and recent photographs. This counselling will be conducted strictly on the basis of merit, reservation policy of State Government where applicable and Tripura University norms.

Candidates who will be receiving 'Nomination Letter' from competent authority are hereby advised to visit admission portal of Tripura Institute of Technology admissiontit.in and read the detailed guideline related to Diploma 1st semester Admission. Following the admission guideline, candidates are advised to pay admission fee, fill up Diploma Admission Form (admission form to be filled up in online mode only), Format of medical examination report and all other documents as mentioned in the detailed guideline related to Diploma 1st semester admission available in admissiontit.in. They are advised to come to TIT on any of the days in between 06.08.2025 to 07.08.2025 from 11:00 AM to 3:00 PM positively for taking admission. The detailed notification including guidelines is available in the Institute admission portal admissiontit.in
ICAD/686/25

Principal, TIT

Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd.
Agartala Dairy; P.O. Indranagar, Agartala 799006, Tripura
e-mail: tripuramilkunion@yahoo.com;
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

Chief Managing Director, Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd, (GCMPUL) Indranagar, Agartala Dairy invites Online e-Tenders through e-Procurement Portal of Govt. of Tripura (https://tripuratenders.gov.in) for below mentioned DNIeT No.

DNIeT No.	Procurement of	Last Date & Time for Submission of e-Bids
GMU/E-Tender Butter Oil 2025-26/02	27 MT Butter Oil	18/08/2025 Upto 3:00 PM

The requirements of the above mentioned ingredients may vary/changes/increase/ decrease/ stop according to purchaser's necessity/ Budgetary Provision of GCMPUL.
Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/1718/25

(Bibhas Bhattacharya)
Chief Managing Director

গৃহ পরিচারিকাকে ধর্ষণের দায়ে প্রাক্তন জেডি(এস) সাংসদ প্রাজ্বল রেভান্নাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, জরিমানা ১১ লক্ষ টাকা

মাইসুরু, ২ আগস্ট : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ.ডি. দেবেগৌড়ার নাতি ও জনতা দল (সেক্যুলার)-এর প্রাক্তন সাংসদ প্রাজ্বল রেভান্নাকে ধর্ষণের অভিযোগে শনিবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আদালত তাঁকে ১১ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে। জরিমানার ওই অর্থরাশি ধর্ষণের শিকার ৪৭ বছর বয়সী গৃহ পরিচারিকাকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করা হবে।

মামলা দায়ের হওয়ার মাত্র ১৪ মাসের মধ্যে দ্রুত তদন্ত ও বিচারপর্ব শেষ হয়েছে। মামলাটি কর্ণাটক সিআইডির সাইবার ক্রাইম স্টেশনে রেকর্ড করা হয়েছিল। রেভান্নার বিরুদ্ধে দু'বার ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণের অভিযোগ আনা হয়। প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে প্রাজ্বল রেভান্নার বিরুদ্ধে একাধিক আপত্তিকর ভিডিও একটি পেন ড্রাইভ মারফত ফাঁস হয়। ওই ভিডিওতে তাঁর ধর্ষণের দৃশ্য ধরা পড়ে বলে অভিযোগ ওঠে। রেভান্না যদিও এই ভিডিওগুলিকে 'বিকৃত' বলে দাবি করে পাল্টা অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর। পরবর্তী সাত মাসে আদালত মোট ২৩ জন সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করে এবং ফরেনসিক রিপোর্ট ও ঘটনাস্থলের তদন্ত প্রতিবেদন খতিয়ে দেখে। তদন্ত চলাকালীন ধর্ষণের শিকার নারী একটি শাড়ি আদালতে জমা দেন। ওই শাড়িটি তিনি ঘটনার পর থেকে সংরক্ষণ করেছিলেন। ফরেনসিক পরীক্ষায় ওই শাড়িতে শুক্রাণুর অস্তিত্ব মিলেছে। তা মামলার মূল প্রমাণ হিসেবে আদালতে গৃহীত হয়েছে।

সিআইডি-র বিশেষ তদন্তকারী দল যার নেতৃত্বে ছিলেন ইন্সপেক্টর শোভা তদন্তের সময় মোট ১২৩টি আলামত সংগ্রহ করে এবং প্রায় ২০০০ পাতার চার্জশিট আদালতে জমা দেয়। আদালত রেভান্নাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬(২)(ক), ৩৭৬(২)(ন), ৩৫৪(এ), ৩৫৪(বি), ও ৩৫৪(সি) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছে। এই মামলার রায়ে কর্ণাটকের বিচার ব্যবস্থার দ্রুত ও কার্যকরী ভূমিকার প্রশংসা করছেন আইনি মহল।

কলকাতায় বাংলাদেশি মডেল গ্রেপ্তার ভুয়া আধার, প্যান এবং রেশন কার্ড উদ্ধার

কলকাতা, ২ আগস্ট : কলকাতায় একটি বিমান সংস্থার কেবিন ক্রু এবং ছোট-মাপের মডেল শান্তা পালকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শান্তা পাল ভারতে ভুয়া ভারতীয় নথিপত্র ব্যবহার করে দীর্ঘদিন বসবাস করছিলেন, যা পুলিশের কাছে চাঞ্চল্যকর ঘটনা হিসেবে উঠে এসেছে। মঙ্গলবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তার কাছ থেকে ভুয়া আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার আইডি এবং রেশন কার্ড উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, শান্তা পাল ২০২৩ সালে বাংলাদেশের বরিশাল থেকে একটি বৈধ পাসপোর্টে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। কলকাতায় এসে তিনি একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নেন, যেখানে তিনি একা বসবাস শুরু করেন। তবে, শর্ত ছিল যে, তিনি তার পরিবারের অমতিপূর্ণ সম্পর্কের কারণে আলাদা থাকতে চান। এজন্য তিনি ভুয়া নথিপত্র প্রদান করেন, যাতে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে তার পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

তার দেওয়া নথিপত্রের মধ্যে ছিল আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার আইডি, এবং অন্য সরকারি পরিচয়পত্র, যার সবগুলোই ভুয়া ছিল। এসব নথি অনুযায়ী, তিনি ১৯৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন, যা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা। শান্তা পাল এই ভুয়া নথিপত্র দিয়েই কলকাতায় বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে বসবাস করতে শুরু করেন।

পুলিশ আরও জানায়, শান্তা পাল ২০২৩ সালের ৫ জুন অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা শায়েক মোহাম্মদ আশরফের সঙ্গে বিয়ে করেন। তাদের বিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলায় নিবন্ধিত হয়, যা সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থান করছে। শন্তা এবং আশরফ কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেন এবং পরবর্তীতে গলফ গ্রীন এলাকায় চলে যান।

তবে, এই জুটি শুধু বসবাসই করেনি, তারা একসাথে আরও কয়েকটি ভুয়া নথিপত্র তৈরি করেন এবং যেসব নথি দিয়ে তারা সম্পত্তি ভাড়া নেন তা তদন্তের মাধ্যমে উঠে এসেছে। শান্তা পাল আশরফের পাসপোর্টও নিজের কাছে রেখেছিলেন এবং তার অগোচরে বিভিন্ন ভুয়া পরিচয়পত্র তৈরি করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

শান্তা পাল বাংলাদেশের পরিচিত মডেল ও অভিনেত্রী। ২০১৬ সালে তিনি ইন্দো-বাংলা বিউটি পেজেন্টে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ২০১৯ সালে 'মিস এশিয়া গ্লোবাল' খেতাব লাভ করেন। এরপর তিনি তামিল এবং বাংলা সিনেমায় কাজ শুরু করেন এবং বেশ কিছু চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তিনি একটি ওড়িয়া সিনেমাতেও কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শান্তা পাল এবং তার স্বামী আশরফ কলকাতায় একাধিক জায়গায় ভুয়া নথিপত্র দিয়ে সম্পত্তি ভাড়া নিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রতারণা, ভুয়া নথিপত্র তৈরি এবং ভারতীয় আইন ভঙ্গের অভিযোগ। শান্তা পাল বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে আছেন এবং আগামী ৮ আগস্ট পর্যন্ত তার হেফাজতের মেয়াদ থাকবে। পুলিশের তদন্ত চলমান রয়েছে এবং শিগগিরই আরও তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।

এই ঘটনা ভারতের অভ্যন্তরে অবৈধভাবে বসবাস ও ভুয়া নথিপত্রের বিষয়ে নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। পুলিশ প্রশাসন আশা করছে, এই ধরণের অপরাধের মোকাবিলা করার জন্য আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে যাতে ভবিষ্যতে কেউ যাতে এমন অবৈধ কার্যক্রমে যুক্ত না হতে পারে।

বর্তমানে শান্তা পাল-এর বিরুদ্ধে একাধিক আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, এবং তার বিরুদ্ধে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। তবে, তার মডেলিং এবং অভিনয়ের ক্যারিয়ার একেবারে ধ্বংস হতে পারে, বিশেষত যদি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়।

এই ঘটনা ভারতীয় প্রশাসন এবং নাগরিকদের মধ্যে আরও সচেতনতা বৃদ্ধি করবে, যেন এ ধরনের প্রতারণা এবং অপরাধের ঘটনা কমানো যায়। পুলিশের তরফ থেকে জনগণকে সতর্ক করা হয়েছে যেন তারা কখনও ভুয়া নথিপত্রের মাধ্যমে অজানা কাউকে সাহায্য না করে এবং প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানায়।

মুম্বই-কলকাতা ইন্ডিগো ফ্লাইটে সহযাত্রী কর্তৃক চড় খাওয়া অসমের যুবক নিখোঁজ পরিবারের মধ্যে উদ্বেগের সঞ্চার

মুম্বই, ২ আগস্ট : সম্প্রতি মুম্বই-কলকাতা ইন্ডিগো ফ্লাইটে একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে, যেখানে একজন যুবক প্যানিক অ্যাটাকের শিকার হন এবং তার সহযাত্রী এক অজানা কারণে তাকে চড় মারে। সেই যুবক, হোসেন আহমেদ মাজুমদার, যিনি একজন প্রশিক্ষক (জিম ট্রেইনার) হিসেবে মুম্বইয়ে কাজ করতেন, ঘটনার পর নিখোঁজ হয়ে গেছেন। তার পরিবার এখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং প্রশাসনের কাছে তার নিরাপত্তা ও অবস্থান সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট তথ্য পাওয়ার জন্য একাধিকবার অনুরোধ জানিয়েছে।

সূত্র অনুযায়ী, হোসেন আহমেদ মাজুমদার মুম্বই থেকে কোলকাতা যাত্রা করছিলেন, এবং মাঝ-আকাশে হঠাৎ তিনি প্যানিক অ্যাটাকের শিকার হন। বিমানের সহায়ক কর্মীরা তাকে তৎক্ষণাৎ সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তার অস্বাভাবিক অবস্থার কারণে, তিনি কিছুটা উদ্বিগ্ন ও অশান্ত ছিলেন। তবে, সেই সময় এক সহযাত্রী আচমকাই তাকে চড় মারে, যা পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত ছিল। এই ঘটনাটি বিমানের অন্যান্য যাত্রীদের মোবাইল ক্যামেরায় ধরা পড়ে এবং তা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। ভিডিওতে দেখা যায়, হোসেন আহমেদ মাজুমদার বিমানের কর্মীদের সাহায্যে তার সিটে ফিরে যাওয়ার সময় সহযাত্রীটির চড়ের শিকার হন।

বিমানের সহকারী কর্মীরা দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেয়, কিন্তু সে সময়ের মধ্যেই হোসেনের অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে। তার পরিণতি কী হবে, সে সম্পর্কে অনেকেই শঙ্কিত ছিলেন।

হোসেন আহমেদ মাজুমদারের পরিবার, যারা সিলচর বিমানবন্দরে তার আগমন নিয়ে অপেক্ষা করছিল, দুঃখের সাথে জানায় যে তাদের ছেলে কখনও সিলচর বিমানবন্দরে পৌঁছায়নি। তিনি কোলকাতা থেকে একটি সংযোগী ফ্লাইটে সিলচর যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যখন তাকে সেখানে পাওয়া যায়নি, তখন পরিবারের সদস্যরা সিলচর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং স্থানীয় পুলিশ স্টেশনেও যোগাযোগ করেন। তবে, তারা এখনও পর্যন্ত কোনো সদর্থক তথ্য পায়নি।

অবশেষে, হোসেনের পরিবারের সদস্যরা জানান যে তার ফোন নম্বরটি বর্তমানে বন্ধ রয়েছে, যা সন্দেহজনক এবং উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে করা হচ্ছে যে তিনি মুম্বইতেই তার ফোনটি ভুলবশত রেখে এসেছেন। হোসেনের বাবা, যিনি বর্তমানে ক্যান্সারের চিকিৎসা নিচ্ছেন, তার ছেলের নিখোঁজ হওয়া জানার পর অত্যন্ত মর্মাহত। 'আমরা জানতাম সে কঠোর পরিশ্রম করে মুম্বইয়ে আমাদের জীবিকা নির্বাহ করছে, কিন্তু এখন সে কোথায়, আমি কিছুই জানি না,' বলে তার এক আত্মীয় জানান।

হোসেনের পরিবার এবং আত্মীয়রা জানিয়েছেন যে তারা একাধিকবার পুলিশকে জানিয়েছেন, কিন্তু এখনও কোনো প্রাসঙ্গিক বা স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। উদহরবন্দ থানার পুলিশ জানিয়েছে, তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে, তবে এখন পর্যন্ত তারা কোনো তথ্য নিশ্চিত করতে পারেনি। সিলচর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষও এই ঘটনায় অবগত, কিন্তু তারা এখনও কিছু জানাতে পারেনি।

হোসেনের আত্মীয়রা প্রশ্ন তুলছেন, কেন পুলিশ বা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত তথ্য দেয়নি। তার পরিবার মনে করছে, বিমানের এয়ারলাইন্স কোম্পানি ইন্ডিগো এবং স্থানীয় প্রশাসন আরও দ্রুত ব্যবস্থা নিলে হয়তো হোসেনের খোঁজ পাওয়া যেত।

এদিকে, যাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এই ঘটনায় বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ। তাদের অভিযোগ, সহযাত্রীর এমন আচরণ একেবারেই অগ্রহণযোগ্য এবং এটি হোসেনের মানসিক অবস্থাকে আরও খারাপ করেছে। বিমানের ক্রু সদস্যরা যথাসম্ভব সাহায্য করেছেন, কিন্তু যাত্রীটির আক্রমণজনক আচরণ বিমানের নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলার প্রতি এক বড় প্রশ্ন তুলে দেয়। বিমান কর্তৃপক্ষ যদিও এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা এই ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছে এবং সংশ্লিষ্ট যাত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। তবে, এ ব্যাপারে বিস্তারিত কোন তথ্য এখনও প্রকাশিত হয়নি। হোসেনের পরিবার, যাদের আশা ছিল তিনি শীঘ্রই বাড়ি ফিরবেন, এখন তাদের আদরের ছেলে কোথায় এবং তার কী অবস্থা, তা জানার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। ক্যান্সারে আক্রান্ত বাবা তার ছেলের খোঁজে প্রতিদিন রক্তাক্ত হৃদয়ে জীবনযাপন করছেন। তারা সরকারের কাছে আবেদন করছেন, যাতে পুলিশ এবং প্রশাসন দ্রুত তার অবস্থান নির্ধারণ করতে পারে।

শনিবার বিজেপি সদর কার্যালয়ে পাপিয়া দত্তের নেতৃত্বে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

অসৎ রাজনীতিই পরিবেশ কলুষিত করছে

রাজনৈতিক দলগুলো সীতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শুধু ক্ষমতার দাপাদাপি ও অস্থির পরিবেশের মধ্য দিয়ে ভুল পথে বাঁচতে শুরু করেছে। আর এই ভুল পথের শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে আজ সাধারণ মানুষদের। স্বাধীনতার পর স্বাধীন ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতির উপর নীতি নিয়ন্ত্রণ, রক্ষা করতে বাজনীতিতে নৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজন। তারজানা শিশুকাল থেকে নৈতিক মানুষ তৈরির উদ্দেশে। শিক্ষং প্রতিষ্ঠানে আধ্যাত্মভিত্তিক নৈতিক শিক্ষানীতি চালু করতে হবে। এব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলো মোটেই ভাবিও নয়। যে কারণে আক রাজনীতিতে নৈতিক নেতৃত্বের অভাবে সাধারণ মানুষ গণতন্ত্র ও গণবন্টন অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে রাজনীতির নামে দুর্নীতির ভোগান্তি হচ্ছে। হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতির স্বাথে, সামারিক ক্ষেয়ে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান উন্নতির নামে ও শিক্ষার উন্নতির নামে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সেই পরিবেশ থেকে সমাজের অধিকাংশ মানুষ গড়ে ওঠেছে রাজনীতির নামে

দুর্নীতির শিক্ষায় শিক্ষিত মগজ ধোলাই অনৈতিক মানুষ। যাদের নাই মানবতা ও সুক্ষ্ণ বুদ্ধি নাই মানসিক চরিজ। তাদের মত মানুষ নেতা হলে যা হয় তা হয়েছে বর্তমান পরিস্থিতি। স্বাধীনতার কাল থেকে কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট ঘোলা জলে মাছ ধরার মত তাদের রাজনীতির স্বার্থে যা চেয়েছে তা হয়েছে। পরবর্তী সময় অন্যান্য বাজনৈতিক দলড়লো একই পথ অবলম্বিত হয়েছে। আম গাছে যেমন কাঁঠাল হয় না কাঁঠাল গাছে আথ যহনা। তেমনি নৈতিক শিক্ষার পরিবেশ ছাড়া নৈতিক মানুষ তৈরি হতে পারে না। কারণ অনৈতিক শিক্ষার পরিবেশ থেকে তৈরি হবে অনৈতিক মানুষ। এটাই স্বভাবিক নিয়ম। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আহাত্মভাবধারা আদর্শ শিক্ষানীতির অভাবে আজ দেশ সৎ মানুষের অভাব ভোগ করছে। রাজনীতিতে প্রতিবাৰী কণ্ঠ বা সচেতন মানুষ তৈরি হবে বলে। এই ভয়ে প্রতিবাদী কণ্ঠ ও সচেতন মানুষ স্তব্ধ করতে এবং যানবতাহীন অচেতন মানুষ তৈরি করতে। দূরভিসন্ধি রাজনীতির অভিভাবক শোষক পুঁজিবাদের অঙুলি ইমারায় শুরু হয়েছে যুব সমাজ নিষ্ক্রিয় করণ পরিকল্পনা।

সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিবেশ যে কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সে কারণগুলোর উপর হাত না দিয়ে রাজনীতির স্বার্থে এবং শোষণনীতির কায়দা অব্যাহত রেখে শুরু হয়েছে। গাছের উপর দিয়ে জল মালা, আর নীচ দিয়ে শিকড় কাটার মত রাজনীতির ফায়দায় প্রশাসন পরিচালনা। যুব সমাজের চরিত্র হরণ বা মগজ খোলাই করতে শোষক গোষ্ঠীর যে দাওয়াই ব্যবহার হচ্ছে। সেই দাওয়াইগুলোর মধ্যে রয়েছে ভাবভক্তিহীন চঞ্চল বা টপ্রমানসিকতা পূর্ণহিন্দি বা হিন্দির কায়দায় বাংলা গান ও চলচিত্র আকাশবাণী দূরদর্শনে ও বিজ্ঞাপনে মা বোনদের ইজ্জতহানীর মত অশালীন আচরণ। তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন মাদক দ্রব্য, তার পাশাপাশি রয়েছে মেয়েদের লজ্জা অনিয়ন্ত্রক অশালীন পোশাক ধারণ। এসব কারণ থেকে আজ সমাজের সামাজিক পরিবেশ সংভমূখী হচ্ছে, অথচ এব্যাপারে রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের চাপে প্রশাসন সার্থক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। যে কারণে মানবতা ভূলুণ্ঠিত, বাড়ছে নৈতিকতার সংকট।

বর্তমানে সমাজ ব্যবস্থার কোন অস্তিত্ব নাই। যে কারণে একদিকে জমেছে অর্থের পাহাড়। অন্যদিকে শুরু হয়েছে হাহাকার। রাজনীতির নামে চলছে দুর্নীতির লড়াই। গণবন্টনে শুরু হয়েছে স্বজন পোষণ। অর্থাৎ অনৈতিক নেতৃত্বের অনৈতিক আচরনে সমাজে নতুন প্রজন্মদের মধ্যে গড়ে উঠেছে অধিকাংশ অপবিত্র মানুষ। আর এই অপবিত্র মানুষের অপবিত্র আচরণে আগামী প্রজন্ম অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কর্ষকদের মুখে একটা কথা আছে বীজ ভালো হলে ক্ষেতের ফসল ভালো হয়। কথাটি সত্য, কিন্তু তার পাশাপাশি মাটির গুণমান বা আলো বাতাস যদি ভালো না পায়, তাহলে বীজ ভালো হলেও ক্ষেতের ফসল ভালো হয় না এটাও সতা। সমাজে অনেক অভিভাবক রয়েছে যারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও ছেলে-মেয়েদের প্রকৃত মানুষ তৈরি করতে পারে না। এরজন্য একমাত্র দায়ী দেশাত্মবোধবিহীন অযোগ্য নেতৃত্বের পরিচালিত সমাজ ব্যবস্থা।

তাছাড়া সরকারি সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে যখন শুরু হয়েছে নেতৃত্বের পিতৃ সম্পদ বণ্টন ভূমিকা রাজনীতি করার ক্ষেত্রে মানুষের মনে একটা নতুন ধারণা তৈরি হচ্ছে। সেটা হচ্ছে রাজনীতি করা মানে অর্থ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে। আর সেবা মানে ভোজন। বা ভোগ বিলাস, আরাম আয়েশ। এর ফলে নেতৃত্বের মন মানসিকতা গড়ে উঠেছে নিজের সেবা আগে দেশের সেবা পরে। মানুষ যখন শিশুরূপে জন্ম নেয় তখন তার মধ্যে সৎ বা অসৎ পরিকল্পনা কিছু থাকে না। বড় হওয়ার সাথে সাতে প্রথম মা-বাবার আচরণ ও বাড়ির পরিবেশ তৎপরে পাড়া বা গ্রামের পরিবেস। শেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ দ্বারা গড়ে উঠে একটা শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন ও তার স্বভাব। যে পরিবেশ দ্বারা মানুষ শিশুকাল থেকে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে, সেই পরিবেশ আজ ধুলায় ধূলুণ্ঠিত। আর এই ধুলুণ্ঠিত সমাজের মানুষ অশিক্ষা, কু-শিক্ষা ও দারিদ্র জ্বালা মনে হীনমন্যতার শিকার হয়ে মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে পশুর স্তরে নেমে এসেছে। এইরূপ পশুবোধি মানুষ দ্বারা আজ সমাজে চলছে যতসব অন্যায় অত্যাচার। এই অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেতে এই মুহূর্তে একমাত্র ভরসা প্রাউটের অর্থনৈতিক দর্শন।

হরলাল দেবনাথ, সিধাই মোহনপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা।

অন্তরালেই "নেতাজী"

ভারতের ইতিহাসে একজন গুরত্বপূর্ন ব্যাক্তিত্ব এবং যিনি ওড়িয়ার কটকে প্রভাবশালী পরিবারে পিতা জানকী নাথ বসু ও মাতা প্রভাতী দেবীর অষ্টম গর্ভের সন্তান ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একজন, বহুজন বির্তকীত যা নিয়ে আলোচনা আজও বিদ্যবান। ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী উনার জন্ম। যিনি 'নেতাজী 'নামেই বিশাল পরিচিত। স্বাধীনতা আন্দোলনের তার অসামান্য অবদান আজও স্মরনীয়। 'তোমরা আমাদেরকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'এই বিখ্যাত উক্তিটি আজ কোটি কোটি মানুষের অনুপ্রেরনার উৎস। নেতাজীর "বিদ্রোহী দেশপ্রেম" উনাকে একজন মহানায়ক করে তুলে ছিলেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান, পরে "সভাপতি পদ" এবং মহাত্মা গান্ধীর সাথে মতাদর্শে আদর্শগত পার্থক্য থাকায় যার কারন স্বরূপ, ঐ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় জার্মান ও জাপানের সহায়তায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য "আজাদ হিন্দ ফৌজ" গঠন করেন। তার জার্মান ও জাপানের সাথে সুসম্পর্ক ও ফ্যাসিবাদী শক্তির সাথে সহযোগীতা একটি বিতর্কীত উল্লেখযোগ্য বিষয় পরবর্তী শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল উড়িষ্যাতেই। তারপর 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' হতে মেট্রিকুলেশন দ্বিতীয় স্থান অধিকার, তারপর প্রেসিডেন্সিতে দর্শন শাস্ত্রে "ডিগ্রী" লাভ, আবার ইংল্যান্ডে সিভিল সার্বিস পরিক্ষায় চতুর্থ স্থান লাভ করেন। পরে আইসিএস থেকে পদত্যাগ ও দেশের স্বাধীনতা জন্য আন্দোলনে যোগদান দেন। শৈশব হইতে প্রচন্ড মেধাবী ছিলেন। তার শিক্ষাজীবন, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব বিশাল গুরত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর "আজাদহিন্দ" ফৌজের অবদান অনস্বীবার্য্য। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তার সশস্ত্র প্রতিরোধ ক্রমাগত ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব। ব্রিটিসের বিরুদ্ধে আন্দোলন ভারী করার জন্য "ফরোয়ার্ডব্লক" দল গঠন করেন। তিনি 'দিল্লী চলো' এবং 'জয়হিন্দ' এর মতো বিখ্যাত শ্লোগান দিয়েছিলেন, যা নাকী পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশের ভিত কাঁপিয়েছিল। এই দুইটি শ্লোগান ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপক অনুপ্রেরনা জুগিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসুর বৈপ্লবিক পদক্ষেপ সর্বদাই তার মনের মধ্যেই বিরাজ করতো, যাকীনা কিভাবে ইংরেজদের অত্যাচার থেকে ভারতীয়দের মুক্তির পথ আগাম আনতে পারে, এবং সেই দিক থেকে অন্যান্য তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের সাথে তার মতাদর্শগত অসীম ছিল, অন্তরালে শব্দটি রহস্যময়তাকে নির্দেশ করে। নেতাজী বলতেন 'বাস্তব বোঝা কঠিন' তবে জীবনকে সত্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সত্যকে গ্রহণ করতে হবে। নিজের কর্ম সত্য হলে বিশ্বমানবের প্রতি কেউ অসত্য হতে পারে না। নেতাজী, নিজের দেশকে প্রানের চেয়েও বেশী ভালোবাসতেন। তিনি বলতেন 'অনন্ত আশা, অসীম উৎসাহ, অপরিমেয় তেজ ও অদম্য সাহস লইয়া আমরা অসিয়াছি পৃথিবীতে। তাই আমাদের জীবনের স্রোত কেহ রোধ করিতে পারিবেনা'। এহেন ভাবনা এবং পদক্ষেপই ছিল তৎকালীন বড় বড় রাজনৈতিক ব্যাক্তিবনরে কাছে বিরাট বাঁধা, এবং তাই উনাকে সবসময় আড়ালেই রাখতে চাইতেন তৎকালীন বেশকিছু বড় বড় রাজনৈতিক ব্যাক্তির্বর্ন। এবং এজন্যই নেতাজী বিদেশী শক্তির সহায়তায় যুদ্ধ করে ভারতীয়দের স্বাধীনতা আনার চেষ্টা করেছিলেন, এবং যার ফলস্বরূপ "আজাদহিন্দ ফৌজ" এবং "ফরোওয়ার্ড ব্লক" দল গঠন। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও নেতাজীকে সাহায্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে নেতাজী বলেছিলেন হিটলারকে 'আমার কারো কাছ থেকে উপদেশ নেওয়া দরকার নেই'। বার্লিনে ঘরে বসে বই পরছেন নেতাজী, আর বাইরে সশস্ত্র উর্দিধারীরা চিনছেন গোটা বিশ্ব এই নেতাজীকে। আর এই নাৎসি জার্মানী, এরাইতো ঘটিয়েছে "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ"। এহেন পরিস্থিতিতে বসে আছে ওই ভারতীয় অসীম সাহসী ব্যাক্তিত্ব "সুভাষ চন্দ্র বসু"। চশমার আড়ালে এক অদ্ভুদ জ্যোতি। সাময়িক পোশাকে নেতাজী লড়ে গিয়েছিলেন আজাদহিন্দ ফৌজকে সঙ্গে নিয়ে ব্রিটিশের পথ আটকাতে, সেখানেই ভারতীয়দের ঐকাবদ্ধ করে শরু করতে হবে "স্বাধীনতার যুদ্ধ"। নেতাজীর একটাই চিন্তা স্বাধীনতা, দেশের স্বাধীনতা। গান্ধীজির সাথে আদর্শগত সংঘাত এবং যার পরিনতি কংগ্রেসের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীন নীতির প্রকাশ্য সমালোচনা করেছিলেন "নেতাজী"। বার্লিন থেকেই সুভাষচন্দ্র বসু, "নেতাজী" উপাধিটি, পেয়েছিলেন। ভারতীয় সৈনারা এবং বার্লিনের কর্মকর্তারা এই সম্মানসূচক উপাধিটি সুভাষবসুকে দেন। পরবর্তী সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে তিনি নেতাজী নামেই জনপ্রিয় হন। তিনি সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিপ্লবী পদ্ধতির সমর্থক ছিলেন। জার্মানী ও জাপানের মতো অখ্যন্ড সহযোগীতায় ব্রিটীশের বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ বলে মনে করতেন এবং তা করেও দেখিয়েছেন। নেতাজীর অবস্থান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি গুরত্বপূর্ন অধ্যায়। এক সময় নেতাজী মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কংগ্রেস দলকে শক্তিশালী দলে পরিনত করেছিলেন। সেই সময় হত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজীর রাজনৈতিক শুরু হয়ে উঠেন। ১৯২৭ সালে কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কংগ্রেসের সাধারন সম্পাদক হন এবং ঐ সময় জহগুর লাল নেহেরুর সাথে কাজ করেন। তখনও নেহেরুর সাথে ও গান্ধীজির সাথে রাজনৈতিক নীতির মতার্থক্য হয় নেতাজীর, এবং কংগ্রেস দল থেকে ইস্তফা দেন। বারে বারেই রাজনৈতিক ব্যাক্তিবর্নের সাথে মতের আমল চলতে থাকে। নেতাজীর। তবুও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নেতাজী লড়াই করে গেছেন, ব্রিটাশের বিরুদ্ধে, ভারতিয়দের স্বাধীনতা এনে দেওয়ার জন্য। স্বদেশের প্রতি নেতাজির দেশপ্রেম, তার প্রানের চেয়েও বেশী মূল্যবান ছিল, যা কিনা নেতাজীর চিন্তা ধারা ও কর্মকান্ড হতে গোটা ভারতবাসী বুঝতে পেরেছিল বহু পরে। "নেতাজী" ছিলেন একজন অসীম সাহসি নেতা যিনি ত্যাগ ও সংগ্রাম করে ব্রিটাশের বিরুদ্ধে লড়াইকে "ভগবদগীতার" মতো গভীর ভাবে অনুপ্রানীত করেছিলেন। তিনি ছিলেন একমাত্র রাষ্ট্র নায়ক যার ছিল অসামান্য অবদান, ভারতীয় রাজনীতিতে। সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কীংবদন্তী নেতা, যাকে অন্য কোন নেতার সাথে তুলনা করা যায়না। নেতাজীর মুখে বেঁজে উঠা "জয়হিন্দ" স্লোগান আজও ভারতীয় রাজনীতির "কণ্ঠীত স্তম্ভ"। এই মহান নেতার মৃত্যুরহস্য কিনারার উন্মোচন আজও হয়নি। কেউ বলেন "নেতাজী" "তাইছক বিমান" দুর্ঘটনায় প্রান হারিয়েছেন। আবার কেউ বলেন লক্ষৌতে তিনি নাকী "গুনমানী বাবার" ছদ্ধবেশ ধরে স্বাধীনতার পরেও বহু বছর জীবিত ছিলেন। এর কোনটির সত্যতা আজঅব্দীও প্রমানিত হয়নি। পরবর্তী সময় বেশ কয়েকটি কমিশন ও গঠন করা হয়েছিল এই মৃত্যুরহস্য উন্মোচন করার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় কমিশন আজঅব্দী কোন সত্যতা, সুপারিশ পেশ করতে পারেনি। এখনও নেতাজির মৃত্যু রহস্যের বিতর্ক নামেনি। ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট "সাইওয়াং" থেকে "মাঞ্চুরিয়া" গামী বিমানে যাচ্ছিল নেতাজী। তাই লুকুতে যাত্রীর বিমানের মধ্যে থেকে বিকট শব্দ পেয়েছিল। বানওয়েতে উঠার পরই বিমানের ইঞ্জিনিয়াররা বিমান হতে কিছু পরে যেতে দেখেন। এই পড়ন্ত বস্তুটি ছিল ইঞ্জিনের একটা অংশ, অথবা বিমানের "প্রপেলার"। বিমানটি দ্রুত ঝকনী দিয়ে মাটিতে পড়ে যায়, বিশেষজ্ঞাদের অভিমত। বিমানটিতে আগুন ধরে যায়। বিমানটির পাইলট, সহকারী পাইলট সবাই আগুনে দুগ্ধ হন। নেতাজীর সহচর কমাডেন্ট, হাবিবুর রহমাম অচৈতন্য অবস্থায় মৃত্যুবরন করেন। নেতাজী চেতনা না হারালেও তার দেহ আগুনে ঝলসে যায়, এবং নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে এবং ওখানেই মৃত্যুবরণ করেন। আবার কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে নেতাজির তখনও মৃত্যু হয়নি তার পরেও বেঁচে ছিলেন কিছুদিন। এদিকে ১৯৪৫ সালের ২৩শে আগস্ট একটি জাপানী দৈনিকে নেতাজীর মৃত্যুর খবর প্রকাশ করে। নেতাজীর এই মৃত্যুরহস্যের কিনারা আজ অব্দী উন্মোচীত হয়নি বললেই চলে। ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে সশ্রদ্ধ প্রনাম জানিয়ে আজ আমি এখানেই আমার লেখাটি শেষ করলাম "জয়হিন্দ"।

হাঁটার জুতা কেমন হওয়া উচিত

নিয়মিত হাঁটতে সঠিক জুতা নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি হাঁটায় আরাম দেয়, পায়ের ব্যথা কমায় এবং আঘাতজনিত সমস্যা প্রতিরোধ করে। সঠিক ওয়াকিং শ্যু বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনা করা উচিতসঠিক সাইজ: জুতার সাইজ পায়ের আকারের সঙ্গে মানানসই হওয়া উচিত। খুব বেশি টাইট বা বেশি ঢিলেঢালা জুতা পরা উচিত নয়। আঙুলের সামনে কিছুটা জায়গা থাকা উচিত, যাতে হাঁটার সময় চাপ না পড়ে। জুতার ওজন: হালকা জুতা হাঁটার জন্য বেশি উপযুক্ত। এটি হাঁটার সময় অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে না।

সোলের গঠন ও গুণাগুণ আউটসোল (নিচের অংশ): রাবারের তৈরি জুতা ভালো। এটি ভালো গ্রিপ দেয় এবং পিছলে যাওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। মাটিতে বা রাস্তার সঙ্গে ভালোভাবে খাপ খায় এমন ননস্লিপ ডিজাইন থাকা জরুরি। মিডসোল (মাঝের অংশ): এটি পায়ে শকের (ধাক্কা বা কম্পন) প্রভাব কমায় এবং আরামদায়ক অনুভূতি দেয়। ইভা ফোম বা জেল কুশনপ্রযুক্তি যুক্ত থাকলে দীর্ঘক্ষণ হাঁটার জন্য ভালো। ইনসোল (ভেতরের অংশ): নরম কুশন থাকা উচিত, যাতে পায়ের তালুতে চাপ কম পড়ে। অর্থোপেডিক ইনসোল থাকলে পায়ের গঠন অনুযায়ী অতিরিক্ত সাপোর্ট দেয়। অ্যাঙ্কেল ও আর্চসাপোর্ট: যাঁদের পায়ের তালুর বাঁক বেশি বা কম, তাঁদের জন্য বিশেষ ধরনের আর্চ সাপোর্ট থাকা জরুরি। গোড়ালির জন্য ভালো সাপোর্ট থাকলে দীর্ঘক্ষণ হাঁটার সময় এটি গোড়ালি ও হাঁটুকে সুরক্ষা দেয়। শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা: জুতার ওপরের অংশ এমন উপাদানে তৈরি হওয়া উচিত, যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে। জালযুক্ত বা ক্যানভাসের তৈরি জুতা ভালো। এটি ঘাম শোষণ করে এবং পা ঠান্ডা ও আরামদায়ক রাখে। সিনথেটিক লেদারও আরামদায়ক হতে পারে। হিলের উচ্চতা: জুতার হিল খুব বেশি উঁচু বা নিচু হওয়া উচিত নয়। সাধারণত শূন্য দশমিক ৫ থেকে ১ দশমিক ৫ ইঞ্চি হিল থাকা ভালো, যা হাঁটার জন্য আরামদায়ক হয়। সম্পূর্ণ সমান (ফ্ল্যাট) জুতা ব্যবহার না করাই ভালো।

বাঁকানোর সুবিধা: বাঁকানোর সুবিধা থাকলে সহজে পায়ের আঙুল বাঁকানো যায়। একেবারে শক্ত ও অনমনীয় জুতা হাঁটার জন্য উপযুক্ত নয়। লেইস বা ভেলক্রো (চিপকানো ফিতা): হাঁটার জুতায় সাধারণত লেইস বা ভেলক্রো থাকা ভালো, যাতে এটি ভালোভাবে পায়ে ফিট হয়। সহজে খুলতে বা পরতে ভেলক্রো স্ট্র্যাপ ভালো বিকল্প হতে পারে, বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য। স্থায়িত্ব ও গুণগত মান: দীর্ঘস্থায়ী ও ভালো ব্র্যান্ডের জুতা নির্বাচন করা উচিত, যা সহজে নষ্ট হয় না। প্রয়োজনে বিশেষ জুতা: প্লান্টার ফ্যাসাইটিস বা হিল স্পার থাকলে আর্চ সাপোর্ট ও হিল কুশনযুক্ত জুতা বেছে নেওয়া উচিত। ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য নরম ও সেলাইবিহীন ইনসোল থাকা উচিত, যাতে ঘর্ষণজনিত ক্ষত না হয়। ফ্ল্যাটফুট থাকলে বিশেষ ধরনের আর্চ সাপোর্টযুক্ত জুতা ব্যবহার করা উচিত।

বিশ্বজুড়ে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি

বিশ্বজুড়ে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি। ফ্লোরিডার গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট ডা. জোসেফ সালহাব জানান, আজকাল তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে কোলন ক্যানসার বাড়ছে আশংকাজনক হারে। তিনি পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতামূলক লক্ষণের কথাও জানান, যেগুলো উপেক্ষা করা উচিত নয়।

ডা. সালহাব জানান, মলদ্বার থেকে রক্তপাত কোলন ক্যান্সারের সবচেয়ে উদ্বেগজনক লক্ষণগুলোর মধ্যে একটি। যদি আপনি মলে বা টয়লেট পেপারে রক্ত দেখতে পান, তবে এটি এড়িয়ে যাবেন না। যদিও এনাল ফিশার বা পাইলসের মতো রগের কারণেও মলের সাথে রক্ত যেতে পারে। তবে ক্রমাগত এমন হতে থাকলে অবশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

পেটে ব্যথা হলে সহজেই উড়িয়ে দিই আমরা। কিন্তু ডা. সালহাব বলছেন, কোনও কারণ ছাড়াই পেটে তীব্র ব্যথা হওয়া কোলন ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে। এই ব্যথাটি খিঁচুনি বা ফুলে যাওয়ার মতো অনুভূত হতে পারে।

দুর্বলতা বা ক্লান্তি হতে পারে ক্যানসারের অন্যতম লক্ষণ। পর্যাপ্ত বিশ্রামের পরেও ক্লান্তি বা দুর্বলতা থাকলে চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন। মলত্যাগের অভ্যাসের পরিবর্তন হতে পারে কোলন ক্যানসারের লক্ষণ। মলত্যাগের অভ্যাসের পরিবর্তন যদি কয়েক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে স্থায়ী হয়, তবে তা উদ্বেগের কারণ। এই পরিবর্তনগুলোয হতে পারে কোষ্ঠকাঠিন্য বৃদ্ধি, ডায়রিয়া, কিংবা বারবার মলত্যাগের বেগ আসা কিন্তু না হওয়া।

এছাড়া অস্বাভাবিক ওজন হ্রাস, ক্ষুধা হ্রাস, রাতে ঘাম হওয়া কিংবা বারবার হালকা জ্বর আসাটাও ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে। যদিও এই লক্ষণগুলো অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে হতে পারে, কিন্তু অনেকগুলো লক্ষণ একসঙ্গে দেখা দিলে অবশ্যই অবহেলা করবেন না।

সুস্থতার নানান উপকরণ এই প্রকৃতির বুকেই ছড়িয়ে রয়েছে

সুস্থতার নানান উপকরণ এই প্রকৃতির বুকেই ছড়িয়ে রয়েছে। আমাদের রোজকার জীবনে এই প্রাকৃতিক ভেষজ উপাদানগুলি সঠিক মাত্রায় গ্রহণ করলে আমরা নির্বিঘ্নে সুস্থ থাকতে পারি। কিন্তু এমন অনেকেই রয়েছেন যাঁরা এই সব প্রাকৃতিক উপাদান থেকে তৈরি সাপ্লিমেন্ট ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করতে বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই সমস্ত সাপ্লিমেন্ট আদতে কতটা স্বাস্থ্যকর সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

সম্প্রতি এমনই এক তাক লাগানো ঘটনা ঘটেছে মার্কিন মুলুকে। জানা যাচ্ছে ইনস্টাগ্রামে ডাক্তারের পরামর্শ শুনে ৫৭ বছর বয়সি এক মহিলা টারমারিক পিল নেওয়া শুরু করেন। মহিলাটি অন্ত্রে প্রদাহ ও জয়েন্টের ব্যথায় বেশ কিছু সময় ধরে ভুগছিলেন। মার্চের পর থেকে তিনি হলুদের সাপ্লিমেন্ট ওষুধ নেওয়া শুরু করেন। এরপর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পেটে ব্যথা, শারীরিক ক্লান্তি, বমি বমি ভাব প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। প্রস্রাবের রং কালচে হতে শুরু করে। শেষে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় মহিলাটিকে। চিকিৎসকরা জানান, ওই মহিলার লিভার সম্পূর্ণ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লিভার প্রতিস্থাপন ছাড়া আর কোনও উপায় দেখছেন না চিকিৎসকেরা।

স্বল্প মাত্রায় হলুদ উপকারী। কিন্তু বেশি মাত্রায় তা গ্রহণ করলে বেশ কিছু সমস্যা তৈরি হতে পারে। একজন সুস্থ সম্পন্ন ব্যক্তি দিনে সর্বোচ্চ ১৫০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত হলুদ গ্রহণ করতে পারেন। তবে, অতিরিক্ত সাপ্লিমেন্ট গ্রহণে লিভারের কার্যক্ষমতা প্রভাবিত হয়। ক্ষুধামান্দ্য ও শারীরিক দুর্বলতা দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে তা কিডনির সমস্যাও তৈরি করতে পারে। প্রাকৃতিক উপাদান হলেও হলুদ সবক্ষেত্রে সবার জন্য নিরাপদ নয়। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রতিদিন ৫০০ থেকে ২০০০ মিলিগ্রাম কারকিউমিন সাপ্লিমেন্ট আকারে নিরাপদ বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রেসক্রিপশন ছাড়া সাপ্লিমেন্ট নিতে বারণ করছেন খোদ চিকিৎসকরাই। স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করে সাপ্লিমেন্ট কখনওই গ্রহণ করা উচিত নয়। ফ্যাটি লিভার, অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিস কিংবা লিভারের অন্যান্য রোগে আক্রান্ত যেকোনও ব্যক্তির সাপ্লিমেন্ট থেকে সবসময় দূরে থাকা উচিত। অন্যথায় লিভার ফেইলিওর হতে পারে। আমরা আমাদের প্রতিদিনের খাবারে যে পরিমানে হলুদ খেয়ে থাকি স্বাস্থ্যরক্ষায় সেটুকুই যথেষ্ট। বাড়তি সাপ্লিমেন্ট লিভারের উপর চাপ তৈরি করে। এর ফলে চোখ, ত্বক ও প্রস্রাব হলুদ হয়ে যায়। এছাড়াও পেট ভারী, শারীরিক দুর্বলতা ও গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল-এর মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই লক্ষণগুলি দেখা দিলে সত্বর কোনও চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। নিতান্তই যদি সাপ্লিমেন্ট গ্রহণের প্রয়োজনও পড়ে, সেক্ষেত্রে চিকিৎসকই ঠিক করে দেবেন আপনি কতদিন সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করবেন।

দই ফুচকার রেসিপি

উপকরণ- তেঁতুলের টকের জন্য: তেঁতুলের ক্বাথ আধা কাপ, মরিচের গুঁড়া আধা চা—চামচ, চটপটির মসলা আধা চা—চামচ, চিনি এক চা---চামচ ও বিট লবণ সিকি চা---চামচ। সবকিছু একসঙ্গে মিশিয়ে আলাদা করে রাখুন।

দইয়ের মিশ্রণের জন্য: টক দই এক কাপ, বিট লবণ সিকি চা—চামচ, চিনি এক টেবিল চামচ। বাটিতে দই নিয়ে চামচ দিয়ে ভালো করে

ফেটিয়ে নিন। তাতে বিট লবণ ও চিনি মিশিয়ে আরেকবার ফেটিয়ে আলাদা করে রাখুন।

ফুচকার জন্য: ফুচকার শেল ১০ থেকে ১৫টি, ডাবলি ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ মিহি কুচি ২ টেবিল চামচ, চটপটির মসলা ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচকুচি ১ চা-চামচ, ধনেপাতাকুচি ১ টেবিল চামচ, টক দই আধা কাপ, ভুজিয়া বা ঝুরি ভাজা ১ কাপ, তেঁতুলের ঘন টক আধা কাপ, চিনি ২ চা-চামচ, ভাজা জিরার গুঁড়া আধা চা-চামচ, ভাজা লাল মরিচের গুঁড়া আধা চা---চামচ। বিট লবণ এক চা—চামচ, লবণ আধা চা—চামচ।

ম্যাংগো কেক বানাবেন কিভাবে

এখনই সময় আম দিয়ে মজার মজার সব আইটেম বানিয়ে ফেলার। মিষ্টি আম দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন দারুণ মজাদার কেক। শিশুরা পছন্দ করবে ঘরে তৈরি স্বাস্থ্যকর এই কেক। সহজ রেসিপিতে কীভাবে নরম তুলতুলে

কেক বানাবেন জেনে নিন।

একটি বড় সাইজের পাকা আম টুকরো করে দিয়ে দিন ব্লেন্ডারে। আরও দিন স্বাদ মতো চিনি, আধা কাপ তেল ও দুটি ডিম। মসৃণ না হওয়া পর্যন্ত ব্লেন্ড করুন। একটি বাটিতে ঢেলে নিন মিশ্রণটি। ১ কাপ ময়দা, আধা চা চামচ বেকিং সোডা ও ১ চা চামচ বেকিং পাউডার ঢেলে মিশিয়ে নিন এই মিশ্রণে। ছোট করে কাটা আমের কিছু টুকরো মিশিয়ে দিন।

কেকের মোল্ডে তেল ব্রাশ করে বেকিং পেপার বিছিয়ে দিন। উপরে কেকের মিশ্রণ ঢেলে ওভেনে দিয়ে দিন। প্রি হিট ওভেনে ১৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ৩০-৪০ মিনিট বেক করুন। বের করে পিস করে পরিবেশন করুন।

শনিবার আগরতলায় সনাতন হিন্দু সেনার প্রথম বার্ষিকী সম্মেলন আয়োজিত হয়।

মণিপুরে একাধিক অভিযান: কেপি ও পিপিইআরপিএক সদস্য গ্রেফতার, সাইবার অপরাধে দুই ব্যক্তি আটক

ইমফল, ২ আগস্ট : মণিপুর পুলিশ একাধিক স্থান থেকে তিন জন সক্রিয় সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যকে গ্রেফতার করেছে, যারা বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িত ছিল। রাজ্যটির নিরাপত্তা বাহিনী এই গ্রেফতারি ও অন্যান্য অভিযান চালিয়ে একদিকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে দমন করতে চায়, অন্যদিকে রাজ্যে শান্তি ও সুরক্ষা রক্ষা করার লক্ষ্যে কাজ করছে। পুলিশ জানিয়েছে যে তারা পুরো রাজ্যজুড়ে অভিযান অব্যাহত রেখেছে, বিশেষত সন্ত্রাসী প্রভাবিত এলাকাগুলিতে, যাতে সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা বজায় থাকে এবং পণ্য পরিবহণ নির্বিঘ্নে চলতে পারে।

ইমফল পূর্ব জেলা থেকে কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি (মিলিটারি অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল লিবারেশন)-এর সদস্য, ইয়ুমখৈবাম রোনাল্ডো মৈতৈ (২৪) গ্রেফতার হয়েছেন। তাকে নিউ চেকন ট্রাইবাল কলোনি থেকে আটক করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে, তিনি মার্চ মাসে ইমফল পশ্চিম জেলার একটি সরকারি কর্মকর্তার বাসভবনে গুলি চালানোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন এবং আধার কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে, যা তার অপরাধে জড়িত থাকার প্রমাণ হিসেবে কাজ করছে। একই দিনে, পুলিশ কাংলেইপাকের পিপিইআরপিএক-এর সদস্য, ইয়ুমনাম সুশিন্টকুমার সিং (২৬)-কে গ্রেফতার করেছে। তিনি কাকচিং জেলার ওয়াবগাই মাইরেনবাম লেইকাই এলাকায় ধরা পড়েন। তার কাছ থেকে একটি ৭.৬৫ মিমি পিস্তল, একটি লোডেড ম্যাগাজিন, একটি মোবাইল ফোন এবং আধার কার্ড উদ্ধার করা হয়। পুলিশের ধারণা, তিনি একাধিক সশস্ত্র হামলায় জড়িত ছিলেন এবং রাজ্যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে আসছিলেন। এছাড়া, একটি পৃথক অভিযানে পিপিইআরপিএক (রেড আর্মি)-এর একজন আত্মঘাতী লেফটেন্যান্ট, লিশাম সানায়াম্বা সিংহ (৩৩), যিনি থাংজিংঞ্জানবা (থৌজল) নামেও পরিচিত, গ্রেফতার হন। তাকে ইমফাল পূর্ব জেলার উয়ামপোক মণিং লেইকাই থেকে আটক করা হয়। তিনি নিজে পিপিইআরপিএক সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হিসেবে কাজ করতেন এবং পাশাপাশি কিপি (পিডাব্লিউজি)-এর পক্ষে চাঁদাবাজি কার্যক্রমে জড়িত ছিলেন।

তার কাছ থেকে কিপি (পিডাব্লিউজি)-এর প্যাডে লেখা পাঁচটি চাঁদাবাজি দাবি পত্র এবং একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়, যা তার অপরাধী কার্যক্রমের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। গ্রেফতারি ও অভিযান চলাকালীন রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি গত ২৪ ঘণ্টায় স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের কর্মকর্তারা। তারা রাজ্যের বিভিন্ন সন্ত্রাসী প্রভাবিত এলাকায় সার্চ অভিযান চালাচ্ছে এবং এসব এলাকায় বাহিনীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করছে।

এছাড়া, রাজ্যের সুরক্ষা বাহিনী মুলত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দমনমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে জনগণের মধ্যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। নিরাপত্তা বাহিনীও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে পণ্য পরিবহনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মনোযোগী হয়েছে, এবং এদিন জাতীয় মহাসড়ক ৩৭-এ মোট ২৬২টি যানবাহন সুরক্ষা সঙ্গী হিসেবে চলাচল করেছে।

রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শুধু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ নয়, সম্প্রতি সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে এক উল্লেখযোগ্য অভিযান পরিচালিত হয়েছে। মণিপুর পুলিশ ৩০ জুলাই দুই ব্যক্তি গ্রেফতার করেছে, যারা আসাম থেকে আগত। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে তারা একটি আন্তঃরাজ্য সাইবার ক্রাইম র‍্যাকেটের সঙ্গে জড়িত এবং তারা অবৈধ অর্থপ্রবাহের জন্য মুল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করছিল।

গ্রেফতার হওয়া দুই ব্যক্তি আসামের বারপেটা এবং চিরাং জেলার বাসিন্দা। তারা প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সাইবার অপরাধী চক্রের সদস্য হিসেবে কাজ করছিল, যারা মানুষের সংবেদনশীল তথ্য যেমন আধার কার্ড এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছিল। তাদের কাছ থেকে দুটি মুল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট উদ্ধার করা হয়েছে, যেগুলি বিভিন্ন রাজ্যে অর্থনৈতিক অপরাধে ব্যবহৃত হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে যে এই দুই ব্যক্তির গ্রেফতারি সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে এবং তারা আরও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। এখনো পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলা এবং সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী সজাগ রয়েছে। একদিকে যেখানে রাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা হচ্ছে, অন্যদিকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপ দমন করা হচ্ছে। নিরাপত্তা বাহিনীর বিভিন্ন শাখা, যেমন পুলিশ, বিশেষ অপারেশন দলের সদস্যরা, সিআরপিএফ এবং অন্যান্য আধাসামরিক বাহিনী রাজ্যের শীর্ষস্থানে অভিযান চালাচ্ছে।

নিরাপত্তা বাহিনীও রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ১১১টি চেকপয়েন্ট পরিচালনা করছে। তবে, পুলিশের মতে, বর্তমানে কোনো গ্রেফতার বা আটক করার ঘটনা ঘটেনি।

এই সব অভিযান রাজ্যে শান্তি রক্ষায় একটি বড় পদক্ষেপ এবং সরকারের প্রতি জনগণের বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

নাগাল্যান্ডে শুরু ডঃ টি. আ'ও ট্রফি ২০২৫, ফুটবল ও ঐক্যের উৎসবে মাতবে রাজ্য

কোহিমা, ২ আগস্ট : নাগাল্যান্ডের ক্রীড়াঙ্গনের অন্যতম গর্ব, ডঃ টি. আ'ও ট্রফি ইন্টার-ডিস্ট্রিক্ট ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ আজ থেকে কোহিমার আইজি স্টেডিয়াম-এ শুরু হয়েছে। ২৪তম বর্ষে পদার্পণ করা এই মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতা চলবে আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত। নাগাল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এবং কোহিমা ডিস্ট্রিক্ট ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এই টুর্নামেন্টের আয়োজক।

আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক এবং বিধায়ক কেভিপোডি সোফি জানিয়েছেন, টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ, এবং এটি শুধু ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়, বরং নাগা জাতির ঐক্যের প্রতীক। তাঁর কথায়, "এই ধরনের ক্রীড়া ইভেন্ট আমাদের মানুষকে একত্রিত করে, এক পরিবারের মতো।"

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও ও কিংবদন্তি ফুটবলার ডঃ টি. আ'ও-র পরিবার। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনায় অংশ নেন র‍্যাপার মোকো কোজা ও লোকগান পরিবেশক দল সেইয়ে ইন্টেপিড। উদ্বোধনের দিন দর্শকদের জন্য বিনামূল্যে প্রবেশ ও বিশেষ বাস পরিষেবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে, যা হাই স্কুল জংশন থেকে স্টেডিয়াম পর্যন্ত চলবে।

এই বছর প্রতিযোগিতায় ১৭টি জেলা অংশ নিচ্ছে। কেডিএফএ সভাপতি মহাসিমহালিয়ে ম্যাথিউ ইয়োমে জানিয়েছেন, এই টুর্নামেন্ট বহু তরুণ প্রতিভার বিকাশ ঘটায় এবং অনেকেই এখান থেকে পেশাদার ফুটবলে সুযোগ পান। কোহিমা জেলা দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বরাক এফসি অধিনায়ক ও এনএসএল সেরা খেলোয়াড় কেভিসান্যু পেসেইয়ে।

পাকিস্তানকে প্রধানমন্ত্রী মোদির "ব্রহ্মোস" হুঁশিয়ারি: "উত্তরপ্রদেশে তৈরি ক্ষেপণাস্ত্রই ধ্বংস করবে সন্ত্রাসবাদীকে"

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার পাকিস্তানকে এক কঠোর বার্তা দিয়েছেন, জানিয়ে দিয়েছেন যে যদি ভবিষ্যতে পাকিস্তান কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের চেষ্টা করে, তবে ভারত প্রতিশোধ নেবে তার নিজস্ব অস্ত্র ব্যবস্থার মাধ্যমে। উত্তরপ্রদেশের বারাণসী শহরে এক শক্তিশালী ভাষণে মোদি ঘোষণা করেছেন যে, ভারতের স্বদেশী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা, বিশেষত ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র, এখন লখনউতে তৈরি হবে এবং এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলি পাকিস্তানকে মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র এখন লখনউতে তৈরি হবে। এবং যদি পাকিস্তান আবার কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে, তবে উত্তরপ্রদেশে তৈরি ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র সেই সন্ত্রাসবাদীদের ধ্বংস করবে।" তিনি ভারতীয় প্রতিরক্ষা ক্ষমতার উপর অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী এবং জানান, ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রগুলি বিশ্বের সর্বাধিক আধুনিক ও শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্রগুলির মধ্যে একটি, যা পাকিস্তান সহ বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তার জন্য একটি বড় হুঁশিয়ারি।

প্রধানমন্ত্রী মোদি তার ভাষণে ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা এবং স্বদেশী অস্ত্র তৈরির সক্ষমতার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "অপারেশন সিন্ধুর সময়, আমরা বিশ্বের সামনে আমাদের স্বদেশী অস্ত্রের ক্ষমতা প্রদর্শন করেছি। আমাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, ক্ষেপণাস্ত্র, এবং ড্রোনগুলি বিশ্বের সামনে "আত্মনির্ভর ভারত" শক্তির উদাহরণ হয়ে উঠেছে।" তিনি আরও যোগ করেন, 'বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলির মতো ভারতও এখন নিজের শক্তি এবং প্রতিরক্ষা সামগ্রী তৈরির পথে এগিয়ে চলেছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "এখন পাকিস্তানে, শুধু ব্রহ্মোস নাম শুনলেই তারা রাতের ঘুম হারায়। এই অস্ত্রের শক্তি তাদের জন্য আতঙ্কের কারণ।" তিনি আরও বলেন, "অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং শক্তিশালী অস্ত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে ভারতকে আর কোনো দেশ নির্ভর করতে হবে না।"

মোদি তার বক্তব্যে আরো বলেন যে, উত্তরপ্রদেশে প্রতিরক্ষা শিল্পের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে। তিনি জানিয়ে দেন যে, 'অনেক বড় প্রতিরক্ষা সংস্থা উত্তরপ্রদেশের প্রতিরক্ষা করিডোরে তাদের উৎপাদন কারখানা স্থাপন করছে।' এটি ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যাপক উন্নয়ন এবং আত্মনির্ভরতার দিকে এক বড় পদক্ষেপ। "এখন "মেড ইন ইন্ডিয়া" অস্ত্রগুলি শীঘ্রই আমাদের বাহিনীর শক্তি হয়ে উঠবে," বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।

ভারতের জাতীয় ঐক্য এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী মোদি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, "বিশ্বের মধ্যে অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং প্রতিটি দেশ এখন তাদের নিজেদের স্বার্থে মনোযোগী। ভারত শীঘ্রই পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠবে, এবং এই জন্য ভারতকে তার অর্থনৈতিক স্বার্থে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।" মোদি দেশের ভবিষ্যতের জন্য এক কঠোর অথচ আত্মবিশ্বাসী মনোভাবের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে দেশের শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি নাগরিককে একযোগে কাজ করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদি তার বক্তব্যে রাজনৈতিক ঐক্যের উপরও গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, "যারা দেশের উন্নতি চান এবং ভারতকে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে দেখতে চান, তারা যেকোনো রাজনৈতিক দলই হোন, তাদের সব পার্থক্য দূর করে "স্বদেশী" পণ্যগুলির জন্য একতাবদ্ধ হওয়া উচিত।" তিনি আরও বলেন, "রাজনৈতিক দলগুলির উচিত একে অপরের প্রতি ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে জাতির কল্যাণের জন্য একযোগে কাজ করা।"

এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী মোদি দেশের নাগরিকদের জন্য "মেড ইন ইন্ডিয়া" পণ্য কেনার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "আমরা শুধুমাত্র এমন জিনিসই কিনব যা ভারতীয়রা তৈরি করেছে। আমরা "লোকাল ফর ভোকাল" হতে চাই। আমাদের দেশে উৎপাদিত পণ্যগুলোকে সমর্থন করতে হবে।" তিনি বলেন, "অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন করতে হলে আমাদের নিজেদের পণ্যকে সম্মান জানাতে হবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে "মেড ইন ইন্ডিয়া" পণ্যের চাহিদা বাড়াতে হবে।"

প্রধানমন্ত্রী মোদি দেশের জনগণকে আত্মনির্ভরতার পথে চলতে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, "এটি দেশের সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের নিজেদের পণ্য এবং শিল্পগুলিকে সম্মানিত করতে হবে।" এছাড়া, ভারতীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের উন্নতির পাশাপাশি দেশীয় প্রযুক্তি ও গবেষণায় প্রচুর বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়ে মোদি সরকার বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদির এই মন্তব্যের ফলে ভারতীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উৎসাহ এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।

রাশিয়া থেকে তেল কিনবে না ভারতট্রাম্পের দাবি, সরকারী সূত্র জানাল সম্পূর্ণ ভিন্ন তথ্য

নতুন দিল্লি, ২ আগস্ট : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার দাবি করেছিলেন যে তিনি শুনেছেন যে ভারত আর রাশিয়া থেকে তেল কিনবে না। তবে, সরকারী সূত্র জানিয়েছে যে ভারতীয় তেল রিফাইনাররা এখনও রাশিয়ার তেল সরবরাহকারীদের থেকে তেল কেনা অব্যাহত রেখেছে।

সরকারী সূত্রের মতে, ভারতীয় তেল রিফাইনাররা এখনও রাশিয়ার সরবরাহকারীদের থেকে তেল কিনে চলেছে। তাদের সরবরাহের সিদ্ধান্তগুলি মূলত দামের উপর, কাঁচামালের গুণমান, মজুত, পরিবহন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কারণগুলির ভিত্তিতে গৃহীত হয়।

ভারতের রাশিয়া থেকে তেল আমদানির প্রসঙ্গে আরও বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে সূত্রগুলি বলেছে যে রাশিয়াবিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কাঁচামাল উৎপাদক, যার দৈনিক উৎপাদন প্রায় ৯.৫ মিলিয়ন ব্যারেল (বিশ্বের প্রায় ১০ু চাহিদা)এছাড়াও দ্বিতীয় বৃহত্তম রফতানিকারক, যা দৈনিক প্রায় ৪.৫ মিলিয়ন ব্যারেল কাঁচামাল এবং ২.৩ মিলিয়ন ব্যারেল পরিশোধিত তেল রফতানি করে।

রাশিয়ার তেল বিশ্ববাজার থেকে বেরিয়ে যাওয়া এবং ঐতিহ্যগত বাণিজ্য পথগুলির বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বেগের কারণে মার্চ ২০২২ সালে ব্রেন্ট কাঁচামালের দাম ১৩৭ ডলার প্রতি ব্যারেলে পৌঁছেছিল।

'এমন চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে, ভারতবিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম শক্তি ভোক্তা এবং কাঁচামাল তেলের জন্য ৮৫ু নির্ভরশীলতার সরবরাহ কৌশল সমন্বয় করেছে যাতে সাশ্রয়ী দামে শক্তি নিশ্চিত করা যায়, একই সময়ে আন্তর্জাতিক নিয়মাবলীর পূর্ণ সম্মান করা হয়,' সূত্রগুলি যোগ করেছে। এদিকে, ট্রাম্প সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় বলেন, 'আমি শুনেছি যে ভারত আর রাশিয়া থেকে তেল কিনবে না। তবে আমি জানি না এটা ঠিক কি না, তবে এটা একটি ভালো পদক্ষেপ। আমরা দেখব কী হয়।'

তার এই মন্তব্যের একদিন পর হোয়াইট হাউস ৭০টি দেশের রফতানির উপর নতুন শুল্ক ঘোষণা করে। এই নির্বাহী আদেশে জানানো হয়, ভারতকে ২৫ শতাংশ শুল্কের সম্মুখীন হতে হবে। তবে, এতে ভারত থেকে রাশিয়ান সামরিক সরঞ্জাম এবং শক্তি কেনার কারণে যে অতিরিক্ত 'শাস্তি' ট্রাম্প পূর্বে উল্লেখ করেছিলেন, তা উল্লেখ করা হয়নি।

শুক্রবার, পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র রন্ধীর জয়স্বালও সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'ভারতের শক্তি চাহিদা পূরণের জন্য আমরা দাম ও বৈশ্বিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এই বিশেষ প্রশ্নের ব্যাপারে আমি অবগত নই, তাই এর বিস্তারিত তথ্য আমার কাছে নেই।'

ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ ভারত এবং রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক নিয়ে আরও মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ভারত আমাদের বন্ধু, কিন্তু আমরা অনেক বছর ধরে তাদের সাথে খুব কম বাণিজ্য করেছি কারণ তাদের শুল্ক অনেক বেশি, বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ শুল্ক। তারা সবসময় তাদের বেশিরভাগ সামরিক সরঞ্জাম রাশিয়া থেকে কিনেছে এবং রাশিয়ার বৃহত্তম শক্তি ক্রেতাদের মধ্যে একটি, চীনের সাথে, যখন সবাই রাশিয়া থেকে যুদ্ধ থামানোর জন্য চাইছেএগুলো সব কিছুই ভালো নয়!'

তিনি আরও বলেছেন, 'ভারত ২৫ শতাংশ শুল্কের সম্মুখীন হবে, এবং উপরন্তু উপরের কারণে একটি শাস্তি শুরু হবে ১ আগস্ট থেকে।'

আরেকটি মন্তব্যে ট্রাম্প বলেন, 'আমি পরোয়া করি না ভারত রাশিয়ার সঙ্গে কী করে। তারা তাদের মৃত অর্থনীতিকে একসাথে ডুবাতে পারে, আমি তাতে কিছু মনে করি না। আমরা ভারত সঙ্গে খুব কম বাণিজ্য করেছি, তাদের শুল্ক অনেক বেশি, বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ শুল্ক। তেমনি, রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একে অপরের সাথে প্রায় কোনো ব্যবসা করে না। চলুন এমনই রাখতে দিন...'

এখন দেখার বিষয়, ভারত কীভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তার তেল সরবরাহ কৌশল কেমন পরিবর্তন আসবে।

ভারত তৃতীয়

● প্রথম পাতার পর

যে ভারতকে আঘাত করবে, তাকে পাতাল লোকেও রেহাই দেওয়া হবে না।

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিরোধী দল, বিশেষ করে কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির সমালোচনার জবাবে মোদী বলেন, পাকিস্তান কষ্ট পেয়েছে, সেটা বোঝা যায়। কিন্তু কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টি পাকিস্তানের যন্ত্রণা সইতে পারছে না। পাকিস্তান কাঁদছে, আর কংগ্রেস-সমাজবাদী পার্টি কাঁদছে সন্ত্রাসবাদীদের জন্য। তাঁরা অপারেশন সিঁদুরকে 'তামাশা' বলেছে। তাঁরা আমাদের সেনাবাহিনীর সাহসিকতাকে অপমান করছে।

তিনি আরও বলেন, ভোটব্যাংকের রাজনীতিতে সমাজবাদী পার্টিও পিছিয়ে নেই। তাঁরা প্রশ্ন করছে কেন ওই দিনে পহালগামে সন্ত্রাসবাদীদের হত্যা করা হল। তাহলে কি আগে ফোন করে অনুমতি নিতে হবে? সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সময় নষ্ট করা যায় না। প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন, কংগ্রেস শাসনকালে বহুবার সন্ত্রাসবাদীদের নির্দোষ বলে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদী একদিকে যেমন ভারতের অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও আত্মনির্ভরতার বার্তা দিয়েছেন, তেমনই সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। দেশের স্বার্থে ঐক্যের ডাক দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

স্কুলের চাল ডাল বাজারে বিক্রির

● প্রথম পাতার পর

মাধ্যমে ফোন করে খবর দিলেই তিনি সেন্টারে ছুটে যান। দিদিমনি বলেন, তিনি অসুস্থ রয়েছেন, তাই কিছুদিন ধরে সেন্টারে আসতে দেরি হয়। এমনকি যারা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে। তাছাড়া তিনি বলেন সরকার গত চার মাস ধরে বিল দিচ্ছে না, তাই এপ্রিল মাস থেকে শিশুদের ডিম দেওয়া হচ্ছে না।

বিল্ডিং থেকে পড়ে

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন, অনেকদিন ধরেই তাঁরা কাজ করছিল। আজ কাজ করতে গিয়েই এই দূর্ঘটনাটি ঘটে।

রেলে কাটা পড়ে মর্মান্তিক

● প্রথম পাতার পর

পরিবারের লোকজনকে খবর দেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ পরিবারের লোকজনরা মৃতদেহটিকে সনাক্ত করেন। মৃত ব্যক্তির নাম লক্ষন দাস। তার বাড়ি কালিবাজার এসসি কলোনি এলাকায়। এই মৃতদেহ কে নিয়ে তদন্ত শুরু করেন পুলিশ। এই নিয়ে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সনাতন সন্ত্রাস ঃ অভিযোগের

● প্রথম পাতার পর

প্রসাদশ্রীকান্ত পুরোহিতকে নিশানা করা হয়েছিল। যেই মোটরসাইকেলে বোমা রাখা ছিল, সেটি প্রজ্ঞার নামে নথিভুক্ত ছিল বলে তদন্তে উঠে আসে। অভিযোগ উঠেছিল যে, বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করেছিলেন প্রজ্ঞাই। কিন্তু আদালত জানিয়েছে, ফরেন্সিক পরীক্ষায় বাইকটি যে প্রজ্ঞার, তা প্রমাণিত হয়নি। আদালতের এ-ও পর্যবেক্ষণ, প্রজ্ঞা বিস্ফোরণের ঘটনার দু'বছর আগেই সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর কথায়, বিগত দিনে কংগ্রেস ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি করার জন্যই এই ষড়যন্ত্র করেছিল। দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে সনাতন সন্ত্রাস দেশবাসীর উপর অত্যাচার চালিয়েছে, দুই দিন আগে সেই অভিযোগের খন্ডন হয়েছে, দাবি করেন তিনি।

১০০ শতাংশ

● প্রথম পাতার পর

নেতা এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী শনিবার এক বিস্ফোরক বক্তব্যে বলেছেন যে ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থা "এখন মৃত", এবং দাবি করেছেন যে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনগুলি "ভান্দালি" (জালিয়াতি) করা হয়েছিল। তিনি আরও দাবি করেছেন, তার কাছে এমন প্রমাণ রয়েছে যা তার অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করবে। রাহুল গান্ধী এই মন্তব্যগুলি কংগ্রেস দলের বার্ষিক আইন সম্মেলনে নতুন দিল্লিতে এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যে করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে খুবই ক্ষীণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে, এবং এই নির্বাচনকে 'ভান্দালি' করা হয়েছে এমন অভিযোগ তুলেছেন রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, "আমরা আপনাদের সামনে প্রমাণ দেখাবো কিভাবে একটি লোকসভা নির্বাচন ভান্দালি করা যায় এবং সেটি করা হয়েছিল।"

রাহুল গান্ধী তার বক্তব্যে ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে একেবারে "মৃত" ঘোষণা করে বলেন, "ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থা এখন মৃত। সত্যি কথা হলো, ভারতের প্রধানমন্ত্রী এমন একটি ক্ষীণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। যদি ১৫টি আসন ভান্দালি না করা হতো, তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন না।"

বিজেপি শাসিত রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

জেলাস্তরের নেতৃবৃন্দ। কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান রুহুল আমিন বলেন, ভারতীয় সংবিধানের উপর যেভাবে আঘাত নামিয়ে আনা হচ্ছে, তা রোধ করতেই এই সাংগঠনিক সভার আয়োজন। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায়, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালি সংখ্যালঘু ও বাঙালি হিন্দু মানুষের উপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

আরও বলেন, দেশের গণতান্ত্রিক ধারা রক্ষায় এবং সংবিধানকে সুরক্ষিত রাখতেই প্রদেশ কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেল ঐক্যবদ্ধভাবে রাজ্যের বিভিন্ন শাখা সংগঠন নিয়ে একজোট হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, তীব্র বেকারত্ব, এবং রাজ্যের বিপর্যস্ত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার চিত্র স্পষ্ট করে তুলেছে। প্রায় ৫৩ হাজার চাকরি হারিয়ে গেছে, এডিসি এলাকায় বহু বিদ্যালয়ে মাত্র দুজন করে শিক্ষক রয়েছেন, এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়েছে।

তাঁর কথায়, বিদ্যুৎ বিভাগে স্মার্ট মিটারের নামে রাজ্যের সাধারণ মানুষকে শোষণ করা হচ্ছে। এই স্মার্ট মিটার বসানো যে চক্রান্তের অংশ, তা বন্ধ করতে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। কেউ ঘরে স্মার্ট মিটার বসাতে এলে, তা প্রতিরোধ করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

এছাড়া, সীমান্তে নিরাপত্তা প্রসঙ্গ টেনে প্রশ্ন তোলা হয়, ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফ মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও কীভাবে অনুপ্রবেশ সম্ভব হচ্ছে? এই বিষয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরা হয়।

সমগ্র সাংবাদিক সম্মেলনের মূল বার্তা ছিলত্রিপুরা থেকে বিজেপি সরকারকে উৎখাত করতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

লেভেল অফিসারদের ভাতা

● প্রথম পাতার পর

সংশোধনের কাজে নিয়োজিত বি.এল.ও. সুপারভাইজারদের ভাতাও বৃদ্ধি করা হবে। তদুপরি, এমন সংশোধন করা হয়েছিল ২০১৫ সালে। এছাড়াও, প্রথমবারের মতো ই.আর.ও. এবং এ.ই.আর.ও.-দের জন্য সাম্মানিক ভাতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এছাড়াও, কমিশন বিহার থেকে শুরু হওয়া এসআইআর অভিযানের জন্য বি. এল.ও.-দের ৬,০০০ টাকা বিশেষ ভাতা অনুমোদন করেছে। এই সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে যে, যারা নির্ভুল ভোটার তালিকা বজায় রাখতে, ভোটারদের সহায়তা করতে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া জোরদার করতে মাঠ পর্যায়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

তিনটি হাতির দাঁত উদ্ধার!

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে আসেন।

তিনি আরও জানান, উদ্ধারকৃত হাতির তিনটি দাঁতের বাজার মূল্য কয়েক কোটি টাকা হবে বলে অনেকেরই অভিমত। তবে, বাড়ির মালিক ময়ুব আলী বাড়িতে পুলিশ আসার আগেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ায় ময়ুব আলীকে গ্রেফতার করা যায় নি বলেও জানান রেঞ্জ অফিসার। উদ্ধারকৃত হাতির তিনটি দাঁত ফরেনসিক ল্যাবে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে জানান রেঞ্জ অফিসার শুভঙ্কর বিশ্বাস।

উল্লেখ্য, ইরানি থানায় ওসি হিসেবে কাজে যোগ দিয়েই এক সপ্তাহের মধ্যে বিরাট সাফল্য পেয়েছেন বিরাজ দেববর্মা। ময়ুর আলীকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে

কৃষক কল্যাণে

● প্রথম পাতার পর

পিএম কিষাণ সম্মাননিধি প্রকল্পে কৃষকদের ২০তম কিস্তির টাকা প্রদান করেন। এ উপলক্ষ্যে আগরতলার অরুন্ধতিনগরে স্টেট এগ্রিকালচার রিসার্চ স্টেশনে এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী অংশ নেন।

বারাণসীতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের ৯ কোটি ৭০ লক্ষ কৃষকদের অ্যাকাউন্টে ২০তম কিস্তির মোট ২০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজ্যের ২ লক্ষ ৮৫ হাজার কৃষকের অ্যাকাউন্টে ৪৫ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যে বনাধিকার আইনে পাট্টাপ্রাপ্ত ৭৭ হাজার ১৪৩ জন কৃষকও কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে এই আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশে বিভিন্ন প্রকল্প সাফল্যের সঙ্গে রূপায়ণ করা হচ্ছে। ফসল বীমা যোজনায় রাজ্যের কৃষকদের ১০ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ২ হাজার ২৭২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে এখন পর্যন্ত ২ লক্ষ ৬ হাজার ৭৪২ জন কৃষককে সয়েল হেলথ কার্ড দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে জৈব চাষেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০ হাজার ১৬১ হেক্টর জমি জৈব চাষের আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমান সরকার কৃষকদের কল্যাণে ৪৪টি কৃষি সেক্টর থেকে বাড়িয়ে বর্তমানে ১৩০টি কৃষি সেক্টর করেছে। মুখ্যমন্ত্রী ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে কৃষকদের বিভিন্ন সহায়তা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য হল কৃষকদের কল্যাণে স্বচ্ছতার সঙ্গে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করা। রাজ্য সরকার কৃষকদের পাশে থেকে তাদের সহায়তা করছেন বলেই কৃষকগণও রাজ্য সরকারের পাশে রয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয়জল, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা সব ক্ষেত্রেই রাজ্য বিগত দিনের তুলনায় অনেক উন্নতি করেছে। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার কাজে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী কৃষকদের হাতে ৭টি সয়েল হেলথ কার্ড তুলে দেন। তিনি কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের স্টল ঘুরে দেখেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, জিলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক পরামর্শদাতা কমিটির চেয়ারম্যানগণ, কৃষি দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, কৃষি দপ্তরের অধিকর্তা ফণীভূষণ জমাতিয়া এবং উদ্যান দপ্তরের অধিকর্তা দীপক কুমার দাস উপস্থিত ছিলেন।

কৃষক, ছোট শিল্প এবং যুবকদের কল্যাণই সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার : মোদি

নয়াদিল্লী, ২ আগস্ট : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার আমেরিকার সঙ্গে চলমান বাণিজ্য উত্তেজনার মধ্যে ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় সরকারের দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, কৃষক, ছোট শিল্প এবং যুবকদের কল্যাণই সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার।

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভরতীয়দের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মোদি ভারতের অর্থনৈতিক শক্তির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বারাণসী সফরে, প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, 'ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হতে চলেছে... সুতরাং, ভারতের স্বার্থ রক্ষায় আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের কৃষক, ছোট শিল্প, এবং যুবকদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি আমাদের জন্য অগ্রাধিকার। সরকার এই বিষয়ে যথাসম্ভব পদক্ষেপ নিচ্ছে।'

এই বক্তৃতার সময় মোদি দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উদ্দেশে আহ্বান জানান, 'আমরা সবাই মিলেমিশে দেশীয় পণ্য বিক্রি করতে চাই। বিশ্ব এখন অস্থিরতার মধ্যে রয়েছে, এমন সময়ে আমাদের কেবল দেশীয় পণ্য কিনতে হবে। এই সংকল্প জাতির জন্য এক মহৎ সেবা হবে। এখন থেকে, আমরা শুধুমাত্র দেশীয় পণ্যই কিনব। এটি মহাত্মা গান্ধীর প্রতি এক বিশাল শ্রদ্ধার্ঘ্য হবে।'

এটি এমন এক সময়ে এসেছে যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতকে একটি বড় শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন। ট্রাম্প বলেছিলেন, 'ভারত ২৫ শুল্ক এবং অতিরিক্ত জরিমানা দেবে।' এছাড়া তিনি ভারতের রাশিয়ার সাথে সামরিক এবং জ্বালানি সম্পর্কের বিষয়েও তীব্র সমালোচনা করেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্প্রতি ভারতীয় পণ্যের উপর ২৫ শুল্ক আরোপের কথা জানিয়েছেন, এবং এই পদক্ষেপের সঙ্গে ভারতের রাশিয়া থেকে তেল ও সামরিক সরঞ্জাম কেনার সিদ্ধান্তের জন্য আরও শাস্তি আরোপের হুমকি দিয়েছেন। ট্রাম্প নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ট্রুথ সোশ্যাল-এ লিখেছেন, 'ভারত যা করছে তা নিয়ে আমি কোনও চিন্তা করি না। তারা নিজেদের মরতে দিক, আমরা তাদের নিয়ে কিছু ভাবি না।'

এমন পরিস্থিতিতে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর প্রতিক্রিয়া ছিল দৃঢ় এবং যুক্তিসম্মত। মন্ত্রণালয়-এর মুখপাত্র রন্ধীর জৈশওয়াল বলেছেন, 'ভারতের জ্বালানি নীতি জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে নির্ধারিত। আমরা এমন সব সিদ্ধান্ত নিই যা আন্তর্জাতিক বাজারের পরিস্থিতি এবং তেলের দাম নির্ধারণ করে।'

এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী মোদি তার বক্তৃতায় পাকিস্তানকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'যে কেউ ভারতের উপর আক্রমণ করবে, তাকে নরকেও টিকতে দেওয়া হবে না।' তিনি গত এপ্রিল মাসে পহেলগামের সন্ত্রাসী হামলার প্রতিশোধ নিতে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা পরিচালিত 'অপারেশন সিন্ধু'-র সফলতা নিয়ে কথা বলেন। মোদি জানান, এই অপারেশন কেবল নিহতদের প্রতিশোধ নেওয়া নয়, বরং ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'প্রচণ্ড রূপ' বিশ্বকে দেখানোর একটি সুযোগ ছিল।

তিনি বলেন, 'এটাই প্রথমবার আমি কাশীতে আসলাম অপারেশন সিন্ধুর পর। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমার মেয়েদের "সিন্দুর" এর প্রতিশোধ নেব, এবং সেটা মহাদেবের আশীর্বাদে পূর্ণ করেছি।' মোদি আরও বলেন, 'অপারেশন সিন্ধু বিশ্বের কাছে ভারতের শক্তিশালী রূপ তুলে ধরেছে। যে কেউ ভারতকে আক্রমণ করবে, তাকে নরকেও বাঁচানো যাবে না।'

এছাড়া, তিনি কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টির উপর তীব্র আক্রমণ করেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অপারেশন সিন্ধুকে "তামাশা" বলে মন্তব্য করা হয়েছে, যার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মোদি বলেন, 'তাদের কি আমি আগে ফোন করে জিজ্ঞাসা করতে পারি যে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাব?'

বক্তৃতার শেষে, প্রধানমন্ত্রী মোদি বারাণসীতে ৫২টি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং উদ্বোধন করেন। এর মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটন, অবকাঠামো এবং গ্রামীণ উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে,

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মল্লিকার্জুন খড়গে: "জগদীপ ধনখর আমাদের কথা বলতে দিতেন না, কিন্তু নিজে কথা বললে তাঁকে পদত্যাগের চাপ দেওয়া হয়েছিল"

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট : কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে শনিবার দাবি করেছেন, প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যসভা সভাপতি জগদীপ ধনখর সংসদে বিরোধী দলের সদস্যদের কথা বলার অধিকার খর্ব করতেন। তবে, যখন তিনি নিজে স্বাধীনভাবে কথা বলার চেষ্টা করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বিষয় নিয়ে তার মতামত প্রকাশ করেন, তখন তাকে পদত্যাগের জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল। খড়গের এই মন্তব্যটি ধনখরের অপ্রত্যাশিত পদত্যাগের পর পরিস্থিতি নিয়ে চলমান বিতর্কের মধ্যে এসেছে।

রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খড়গে শনিবার তাঁর দলের একটি সম্মেলনে বলেন, 'ধনখর যখন বিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধে একপাক্ষিকভাবে কাজ করছিলেন, তখন তিনি আমাদের কথা বলতে দিতেন না। তিনি আমাদের সাসপেন্ড করতেন, এমনকি কংগ্রেসের একজন মহিলা সাংসদকে সাত মাসের জন্য সাসপেন্ড করেছিলেন। তবে যখন ধনখর নিজে কথা বলতে শুরু করলেন, যখন তিনি আইন-কানুন নিয়ে কথা বললেন, যখন তিনি বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে কথা বললেন, তখন তাকে চাপ দেওয়া হল। তাকে বলা হয়েছিল, "আপনি এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করুন অথবা পদত্যাগ করুন।" তিনি পদত্যাগ করেছিলেন,' খড়গে বলেন।

খড়গে তাঁর বক্তব্যে আরো জানান, ধনখরের শাসনামলে সংসদে বিরোধী দলের সদস্যদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া হতো না। ২০২৩ সালে, কংগ্রেসের সাংসদ রাজানী আষোখরাও পটিলকে বাজেট অধিবেশনের সময় সংসদ কার্যপ্রণালী ভিডিওগ্রাফি করে সামাজিক মিডিয়ায় শেয়ার করার কারণে সাত মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছিল। তার এই সাসপেনশন পরে ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে বাতিল করা হয়। খড়গে বলেন, 'ধনখরের শাসনামলে আমাদের একে একে সাসপেন্ড করা হত। এক্ষেত্রে, তিনি (ধনখর) আমাদের সাংসদদের কথা শুনতেন না, এবং একেবারেই শুনতে চাইতেন না।'

খড়গে আরও বলেন, 'তবে যখন ধনখর নিজে মুখ খুললেন, তখন তিনি সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। তিনি বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বিরুদ্ধে বিরোধী দলের অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে কথা বললেন, তখন তার উপর চাপ পড়তে শুরু করল। মন্ত্রীরা তাকে বারবার অনুরোধ করেছেন, যাতে তিনি এই প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করেন। কিন্তু ধনখর তাঁর অবস্থানে অটল ছিলেন।'

সূত্রের মতে, ধনখর যখন বিচারপতি যশবন্ত বর্মার অভিশংসন প্রস্তাব নিয়ে বিরোধী দলের সঙ্গে একজোট হয়ে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন, তখন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে তাঁকে স্পষ্টভাবে জানানো হয় যে, এটি লোকসভায় আনা হবে এবং তিনি যেন নিজের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করে বিচারপতি শেখর যাদবের অভিশংসনে কাজ করেন।

ধনখরের পদত্যাগের পর, রাজনৈতিক মহলে তাঁর পদত্যাগের কারণ নিয়ে অনেক আলোচনা ও জল্পনা চলছে। সূত্র অনুযায়ী, ধনখরের পদত্যাগের পেছনে আস্থার অভাব এবং কেন্দ্রের সঙ্গে তার সম্পর্কের টানাপোড়েন ছিল। একাধিক মন্ত্রী ধনখরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং তাঁকে পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন যে, বিরোধী দলের অনাস্থা প্রস্তাবের বিষয়ে তাঁকে সরকারের পক্ষ থেকে সমর্থন করতে হবে না। এর ফলে, ধনখরের পদত্যাগের ঘটনাটি কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অস্থিরতার ইঙ্গিত দেয়।

যদিও ধনখর আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর পদত্যাগের জন্য শারীরিক অসুস্থতার কারণে সরে যাওয়ার কথা বলেছেন, তবে অনেকেই মনে করছেন, তাঁর পদত্যাগের পেছনে রাজনৈতিক চাপ এবং সরকারের সঙ্গে মতপার্থক্যও রয়েছে।

ধনখরের পদত্যাগের পর, ভারতের পরবর্তী উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশন শুক্রবার ঘোষণা করেছে যে, ৯ সেপ্টেম্বর নির্বাচন হবে। ৭ আগস্ট নোটিফিকেশন প্রকাশ করা হবে এবং প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২১ আগস্ট। নির্বাচনের ফলাফল ৯ সেপ্টেম্বরেই ঘোষণা করা হবে।

এদিকে, রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন যে, এই নির্বাচনে ধনখরের পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন রাজনৈতিক গতি আসতে পারে। বিশেষ করে, বিরোধী দলগুলো এই পদত্যাগের পর নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে চাইবে।

ধনখরের পদত্যাগের ঘটনা এবং খড়গের মন্তব্য দুটি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। যেখানে একদিকে বিরোধী দলগুলো অভিযোগ করছে, রাজ্যসভা সভাপতির একপাক্ষিক কার্যকলাপে সংসদীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, সেখানে অন্যদিকে ধনখরের পদত্যাগের পেছনে কেন্দ্রের সঙ্গে মতপার্থক্য এবং চাপের কথা উঠে এসেছে। এখন দেখার বিষয় হবে, পরবর্তী উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন মোড় নেবে।

কৈলাশহরের ইয়াজিখাওড়া এস. বি .স্কুল প্রাঙ্গনে এক বন উৎসব পালন

আগরতলা, ২ আগস্ট: কৈলাশহরের ইয়াজিখাওড়া এস. বি .স্কুল প্রাঙ্গনে এক বন উৎসব পালন করা হয়। যার নামকরণ করা হয়েছে বন চেতনা সভা।এ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে কৈলাসহর ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস, ইয়াজিখাওড়া এস বি স্কুল ও গো গ্রীন ভলেন্টিয়ার্স কৈলাসহর।

শনিবার কৈলাশহর ইয়াজি খাওড়া সিনিয়র বেসিক স্কুলে বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমেই ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হয়। এরপর মঞ্চে উপস্থিত অতিথিদের বেইজ, ফুলের তোড়া ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর একটি চারা গাছের টবে জল দান করা হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন গো গ্রীন এর সভাপতি মৃণাল সিনহা, ফরেস্ট রেইঞ্জার শুভঙ্কর বিশ্বাস, ইয়াজিখাওড়া গ্রাম-প্রদান তাজবীনা বিবি, স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ ইব্রাহিম আলী, স্কুল এসএমসি এর সভাপতি মোহাম্মদ সুমিন আলী সহ আরো অনেকেই।

এরপর স্কুলের বাচ্চাদের মধ্যে নাচ ও আবৃত্তি পরিবেশন করা হয়। প্রত্যেক বক্তাই গাছ লাগানো ও গাছের পরিচর্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।সর্বশেষে স্কুলের বাচ্চাদের দিয়ে বৃক্ষরোপণ করানো হয়।

কমলপুর পি এম শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন

আগরতলা, ২ আগস্ট: শনিবার কমলপুর পি এম শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শনিবার বেলা ১২টায় কমলপুর পি এম শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের হল ঘরে বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব।

অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা, ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত মজুমদার, বিদ্যালয়ের এস এম সি চেয়ারম্যান মনোরমা দেব, কমলপুর প্রেস ক্লাবের সম্পাদক সুপ্রিয় দত্ত সহ অন্যান্য অতিথিরা। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুফল শুক্লবৈদ্য।

অনুষ্ঠানে ২০২৪--২০২৫ শিক্ষা বর্ষের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরিক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে মেধাবীর উপর যেমন, ভাল আবৃত্তিকার, খেলাধুলা, অভিনয়, নাচ, গান সহ নানান বিষয়ে ছাত্রীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। মোট ১০৫ জন ছাত্রীকে দেওয়া হয়। পুরস্কার গুলি ছাত্রীদের হাতে তুলে দেন উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিরা।

স্বাগত ভাষণে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুফল শুক্লবৈদ্য বলেন, আমাদের রাজ্য সরকার সাথে সাথে আমাদের শিক্ষা দপ্তর এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষা প্রযুক্তি সহ আমরা বিদ্যালয়ের উন্নয়ন করতে পেরেছি। বিদ্যালয়ের এস এম সি, অভিভাবক, ছাত্রীদের সহযোগীতায় বিদ্যালয়ের উন্নত করতে পেরেছি। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব বলেন, লেখাপড়ায় শুধু পুঁথিগত শিক্ষায় সীমাবদ্ধ না রেখে সামাজিক মূল্যবোধ,গুনগত শিক্ষা আমাদের আদর্শ হতে হবে। যাতে পরবর্তীতে মানুষ মনে রাখতে পারে। লেখাপড়া পাশাপাশি আমাদের ভাল মানুষ হতে হবে। গুরুজনদের সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

সনাতনী হিন্দু সেনা তাদের ১ম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

আগরতলা, ২ আগস্ট : মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্মীয় অরাজনৈতিক সংগঠন সনাতনী হিন্দু সেনা তাদের ১ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। শনিবার আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্মীয় অরাজনৈতিক সংগঠন সনাতনী হিন্দু সেনা তাদের ১ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করে। এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার, জগন্নাথ জিও মন্দিরের মঠাধ্যক্ষ ভক্তি কমল গোস্বামী, সনাতনী হিন্দু সোনার রাজ্য সভাপতি তাপস মজুমদার সহ অন্যান্যরা। আজকের এই অনুষ্ঠানে ১৪৭ জন দিব্যাঙ্গ ভাই বোনকে চলন সামগ্রী সহ বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, যেখানেই হিন্দু সংখ্যালঘু সেখানেই নির্যাতিত হচ্ছে তারা। মন্ত্রী ক্ষোভের সঙ্গে হিন্দুদের অত্যাচারিত হওয়ার জন্য নিজেদেরই দোষী সাব্যস্ত করেন। তিনি বলেন এখনই সময় সকল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একত্রিত হওয়ার। তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন সকলেই এখন ব্যক্তি কেন্দ্রীয়,স্বার্থ কেন্দ্রিক। হিন্দু নির্যাতন নিয়ে কাউকে কথা বলতে দেখা যায় না। ধর্ম পালন করতে হলে সকলকে একত্রিত হতে হবে। আর যদি মনে করেন আপনি নাস্তিক, ধর্ম মানেন না তাহলে ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা নিয়ে থাকুন। নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে হলে হিন্দুদের একত্রিত হতেই হবে। আজকের এই অনুষ্ঠানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

ঋষ্যমুখ ব্লকের কৃষ্ণনগর রামঠাকুর উৎসব কমিটির উদ্যোগে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন

বিলোনিয়া, ২ আগষ্ট : বর্তমানে যুবসমাজকে খেলাধূলার প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ঋষ্যমুখ ব্লকের কৃষ্ণনগর রামঠাকুর উৎসব কমিটির উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও এক ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে। শুক্রবার থেকে কৃষ্ণনগর দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয় মাঠে ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে।

ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিন জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ঋষ্যমুখ বিজেপির মন্ডল সভাপতি নকুল পাল,বিশিষ্ট সমাজসেবী অশেষ বৈদ্য, উৎসব কমিটির সভাপতি কমল মজুমদার সহ অন্যান্যরা। জেলা পরিষদের সভাধিপতি সহ উপস্থিত অতিথিগন একে একে পায়ে ফুটবলে শর্ট দিয়ে খেলার সূচনা করেন।এই ফুটবল টুর্নামেন্টে মোট ২৩ টি দল অংশগ্রহন করবে। উদ্বোধনী ফুটবল ম্যাচে ঋষ্যমুখ মন্ডল বনাম সাউথ তৈকর্মা দলের মধ্যে খেলা হয়।

এই খেলার ফলাফলে ঋষ্যমুখ মন্ডল সাউথ তৈকর্ম দলকে ৭ গোল দিয়ে জয়লাভ করে। কৃষ্ণনগর রামঠাকুর মন্দির কমিটির উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের এই টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্য করা যায়।

আধুনিক পদ্ধতিতে ধান রোপণকৃষকদের জন্য সোনার ফসলের পথে উদ্যোগ যুবরাজনগর কৃষি মহকুমার

আগরতলা, ২ আগস্ট: খাদ্যের মূল কারিগর হলেন কৃষকরা। তাঁদের পরিশ্রমকে সম্মান জানানো ও পাশে থাকা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এই দায়বদ্ধতা থেকেই শনিবার যুবরাজনগর কৃষি মহকুমার উদ্যোগে কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ধান চাষে আধুনিক এসআরআই পদ্ধতিতে রোপণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

এই কর্মসূচিতে কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা কৃষকদের হাতে-কলমে দেখান কীভাবে উন্নত বীজ ও আধুনিক চাষপদ্ধতির মাধ্যমে দ্বিগুণ ফলন পাওয়া যায়। কৃষকদের উৎসাহিত করতে ও পদ্ধতিটির কার্যকারিতা বোঝাতে ছিল মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনী চাষ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুবরাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন অপর্না সিনহা, এগ্রি সুপারিনটেনডেন্ট বিজন শর্মা, অল ত্রিপুরা ফার্মার্স ক্লাবের উত্তর জেলা কো-অর্ডিনেটর বীরেন্দ্র দাস, কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান কিরণ পাল ও যুবরাজনগর ব্লকের ভিডিও প্রসেনজিত মালাকার সহ একাধিক ব্যক্তিত্বগন।এই ধরণের উদ্যোগে কৃষকরা যেমন উপকৃত হচ্ছেন, তেমনি রাজ্যের কৃষি উৎপাদনেও নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হচ্ছে বলে মত সংশ্লিষ্টদের।

সবুজ বনায়ন রক্ষা এবং পাহাড়ি এলাকার পরিবেশ সংরক্ষণে বিশেষ বৈঠক তেলিমুড়ায়

আগরতলা, ২ আগস্ট: সবুজ বনায়ন রক্ষা এবং পাহাড়ি এলাকার পরিবেশ সংরক্ষণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে একটি সৌজন্য বৈঠকের আয়োজন করা হয় তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট রেস্ট হাউজে। ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ও রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এই বৈঠকে উপস্থিত থেকে বনদপ্তরের ডিএফও অশোক কুমার সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

বৈঠকে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ১৮ মুড়া ও বনমুড়া পাহাড়ের সবুজ শ্যামলী বনভূমিকে রক্ষা করতে বনদপ্তরের আধিকারিকদের প্রতি স্পষ্ট নির্দেশ দেন, যাতে বনদস্যু ও বন মাফিয়াদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।মন্ত্রী বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে তেলিয়ামুড়া মহকুমার মানুষ বন্য দাতাল হাতির তাণ্ডবে ভয়ানক ভোগান্তির শিকার। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিতে বনদপ্তরকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তিনি আরও জানান, বনদপ্তরের যেসব উন্নয়নমূলক প্রকল্প চলমান রয়েছে, সেগুলির কাজ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার দিকেও নজর দিতে হবে। এই বৈঠককে কেন্দ্র করে একটি সুসংহত বন সংরক্ষণ নীতি গড়ে তোলার আহ্বান জানান মন্ত্রী।উল্লেখযোগ্যভাবে, এই বৈঠক রাজ্যের বনসম্পদ রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। প্রশাসন ও স্থানীয় জনগণের সহায়তায় পাহাড়ি অঞ্চলের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা সম্ভব বলেই আশাবাদী বনদপ্তর ও মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

বেহাল দশায় বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণীকক্ষ

আগরতলা, ২ আগস্ট: উত্তর ত্রিপুরার এডিসি প্রশাসনের আওতাধীন কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তরর্গত সাততালা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে দশদা-কাঞ্চনপুর সড়ক অবরোধ করা হয়। পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয় পরিদর্শক জীবন কৃষ্ণ ঘোষের এক মাসের মধ্যে সমস্যার সমাধানের লিখিত আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

প্রসঙ্গত, বিদ্যালয়টি ২০০৯ সালের ২২ জুন তৎকালীন এডিসি প্রশাসনের সিইএম রঞ্জিত দেববর্মা মহোদয়ের হাতে উদ্বোধন হয়। কিন্তু শুরু থেকেই নানা সমস্যা ভোগ করছে ছাত্ররা বলে অভিযোগ অভিভাবকদের। তবে গত দুই বছর ধরে পরিস্থিতি আরও অবনতি হয়েছে বলে অভিযোগ অভিভাবকদের।। একাধিকবার এডিসি প্রশাসন থেকে শুরু করে এডিসির জনপ্রতিনিধিদের বিদ্যালয়টির বেহাল অবস্থার কথা জানানো হলেও কোন ধরনের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি ফলে নিরুপায় হয়ে বৃহস্পতিবার,পরিকাঠামোগত দুরবস্থা সহ শিক্ষক স্বল্পতার জন্য রাস্তায় নামে ছাত্র-অভিভাবকরা। দশদা-কাঞ্চনপুর সড়ক অবরোধ করা হয়। পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয় পরিদর্শক জীবন কৃষ্ণ ঘোষের এক মাসের মধ্যে সমস্যার সমাধানের লিখিত আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

মধুপুর হাসপাতাল থেকে রোগীর বাইক চুরি

আগরতলা, ২ আগস্ট: মধুপুর হাসপাতালে ভিতরের একটি শেড থেকে বাইক চুরিকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। যা নিয়ে মধুপুর হাসপাতালের বর্তমান দায়িত্বে থাকা ইনচার্জের দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করেছে।কারণ হাসপাতাল চত্বরে রয়েছে সিসি ক্যামেরা তার পাশাপাশি রয়েছে রাত্রিকালীন প্রহরাদার তারপরেও এক যুবকের বাইক চুরিকে কেন্দ্র করে রীতিমতো প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মধুপুর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার টিংকু দাস তার একটি বাইক যার নম্বর টিআর০৭এইচ৮৯০৫ অনেক কষ্ট করে মাত্র ছয় মাস পূর্বে কিস্তির মাধ্যমে বাইকটি ক্রয় করেছিল।সহজ সরল টিঙ্কু দাস অনেক কষ্ট করে ইএমআই গুলি জমা দিচ্ছে। কিন্তু তার বাড়ির পাশে হাসপাতালের শেডের মধ্যে বাইকটি দেখে আগরতলা গিয়েছিল।কিন্তু সেই শেডের মধ্যে লোহার গ্রিল থাকার পরেও চোরের দল সেখান থেকে বাইকটির লক ভেঙ্গে বাইকটি নিয়ে চম্পট দিয়েছে। এদিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও টিংকু দাস বাইকটি পাইনি। অবশেষে মধুপুর থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেন।

এদিকে এখন প্রশ্ন মধুপুর হাসপাতালের ভেতর থেকে কি করে বাইক চুরি হয়ে যাই তাহলে প্রহরাদার কিংবা সিসি ক্যামেরা কি প্রয়োজন। গত কয়েকদিন পূর্বেও এক দোকান ভেঙ্গে দোকানের সবকিছু সরঞ্জাম নিয়ে যাই টাকা পয়সা সহ চোরের দল। কয়েকদিন পর পর চুরি হওয়ার পরেও সিসি ক্যামেরা চেক করা হচ্ছে না কেন কিংবা প্রহরাদারকে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন মনে হচ্ছে না কেন।

গোয়া বিধানসভায় বিল পাস, পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে টাউটিং বন্ধে নতুন আইন; জরিমানা বাড়িয়ে ১ লাখ টাকা

পানাজি, ২ আগস্ট : গোয়া বিধানসভা শুক্রবার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস করেছে, যা রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে জনসাধারণের শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও অননুমোদিত কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। নতুন এই আইনটি পর্যটন খাতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী রোহন কাঁহুন্টে "গোয়া ট্যুরিস্ট প্লেসেস (প্রোটেকশন অ্যান্ড মেইনটেনেন্স) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৫" পেশ করেন। এই বিলটি ২০০১ সালের আইনের একটি সংশোধন হিসেবে পাস হয়, যা 'নুসেন্স' বা জনদুর্ভোগের সংজ্ঞা অনেক বেশি বিস্তৃত করেছে এবং জরিমানা সীমা ৫,০০০ টাকা থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিলটির উদ্দেশ্য হলো রাজ্যের পর্যটন স্থানগুলোতে অননুমোদিত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা এবং এর মাধ্যমে পর্যটকদের নিরাপত্তা ও স্বস্তি নিশ্চিত করা। নতুন আইনে 'নুসেন্স' বা জনদুর্ভোগের সংজ্ঞায় অনেক নতুন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে অননুমোদিত জায়গায় মদ্যপান বা কাচের বোতল ভাঙা, যা পর্যটকদের জন্য অস্বস্তি সৃষ্টি করে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি আরোপ করা হবে। এছাড়া, খোলা জায়গায় রান্না করা বা আবর্জনা ফেলা, যা পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে, তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পর্যটকদের বাধ্য করে বা বিরক্ত করে কোনো পণ্য বা সেবা কেনার জন্য চাপ দেওয়া অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। জলক্রীড়া বা টিকিট বিক্রির মতো কার্যক্রম নির্ধারিত জায়গার বাইরে করা যাবে না এবং এসব ক্ষেত্রে শাস্তি দেওয়া হবে। একইভাবে, অননুমোদিত হকারিং, ভিক্ষাবৃত্তি বা সৈকতে যানবাহন চালানোর মতো কার্যক্রমে যুক্ত হলে শাস্তি পেতে হবে। রাজ্যের বাইরে পর্যটন সেবা বিক্রি করা, যা অনুমতি ছাড়াই করা হচ্ছে, তাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সব কর্মকাণ্ড অবিলম্বে শাস্তিযোগ্য হবে, এবং অপরাধীরা জরিমানা বা অন্যান্য শাস্তির মুখোমুখি হতে পারবেন।

এখন থেকে, এই ধরনের নুসেন্স বা জনদুর্ভোগের অপরাধীদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। ধারা ১০ অনুযায়ী, অপরাধীদের কমপক্ষে ৫,০০০ টাকা জরিমানা করা হবে, যা পরবর্তী সময়ে ১ লাখ টাকায় বাড়ানো যেতে পারে। এর সাথে যোগ করা হয়েছে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ২০২৩-এর ধারা ২২৩ অনুযায়ী, জনসাধারণের সহায়তায় বাধা দেওয়া বা তাদের আন্দোলনে বাধা দেওয়ার অভিযোগে শাস্তি।

এছাড়াও, ধারা ১০এ যুক্ত করা হয়েছে, যা সরকারের জন্য দুই বছর পর পর জরিমানা পর্যালোচনা করার নির্দেশ দেয়। এই পর্যালোচনার মাধ্যমে জরিমানার পরিমাণ ১০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে, যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে কার্যকর হবে।

বিলটির প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, গোয়ায় পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পরিবেশের উপর চাপ সৃষ্টি করছে এবং অনেক সময় জনসাধারণের শৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনা ঘটছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও বাড়তে থাকা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে পর্যটকদের অভিজ্ঞতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এবং কিছু কিছু অঞ্চলে পরিবেশও হুমকির মুখে পড়ছে।

বিলটির উদ্দেশ্য হলো 'দায়বদ্ধ এবং পুনর্জীবিত পর্যটন' চালু করা, যাতে গোয়া একটি নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন এবং অতিথিপরায়ণ পর্যটন গন্তব্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পারে। রাজ্য সরকার আশা করছে যে এই আইনটি পর্যটন শিল্পে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনবে এবং গোয়ার পর্যটন স্থানগুলোতে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়তা করবে।

মন্ত্রী রোহন কাঁহুন্টে বিলটি পেশ করার সময় বলেন, "গোয়া পর্যটকদের জন্য অন্যতম জনপ্রিয় গন্তব্যস্থল এবং আমরা চাই যেন এটি আরও পরিষ্কার, নিরাপদ এবং অতিথিপরায়ণ স্থানে পরিণত হয়।" তিনি উল্লেখ করেন, এই বিলটি শুধুমাত্র টাউটিং বা অননুমোদিত ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করবে না, বরং এটি গোয়ার পর্যটন খাতকে আরও উন্নত এবং সুসংগঠিত করবে।

তিনি আরও যোগ করেন, 'এটি পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং তাদের অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করবে।

াঙ্গন

প্রেসক্লাবে ক্যারাম প্রতিযোগিতা সম্পন্ন আজ টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাব আয়োজিত গেমস এন্ড স্পোর্টস ফেস্ট -২০২৫ চলছে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও স্পোর্টস কমিটির ব্যবস্থাপনায় ইনডোর-আউটডোর গেমস-এর পাশাপাশি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হবে। গেমস এন্ড স্পোর্টস ফেস্ট-এর পঞ্চম পর্যায়ে শনিবার ক্যারাম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৪ মে থেকে লুডো, চাইনিজ চেকার, দাবা ও ফুটবলের পর আজ ক্যারাম এবং আগামীকাল টেবিল টেনিসের পর ক্রমান্বয়ে ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হবে। আজ অনুষ্ঠিত ক্যারাম প্রতিযোগিতায় মৃণাল কান্তি দেবনাথ চ্যাম্পিয়ন এবং অভিজিৎ ভট্টাচার্য রানার্স হয়েছেন। তৃতীয় স্থান পেয়েছেন সুমিত সিংহ। খেলা শুরুর প্রাক্কালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণের পাশাপাশি প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন স্পোর্টস সাব-কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ। প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রনব সরকার, সহ সভাপতি শ্রীমতি চিত্রা রায়, সম্পাদক রমাকান্ত দে, সহ-সম্পাদক কমল চৌধুরী ও অভিষেক দে এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অতিথিদের মধ্যে প্রতীকী খেলার মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন ক্যারাম সংস্থা থেকে আমন্ত্রিত আম্পায়ার দুলাল সাহা, যাদব দেবনাথ, প্রদীপ দেববর্মা ও সুশান্ত পাল। অনুষ্ঠান ও টুর্নামেন্ট পরিচালনায় ছিলেন টেকনিক্যাল ডিরেক্টর তথা বরিষ্ঠ সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ। স্পোর্টস কমিটির কনভেনার অভিষেক দে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। উল্লেখ্য, আগামীকাল প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হল-এ বেলা ১২টা থেকে সাংবাদিকদের মধ্যে টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সকাল সাড়ে এগারোটার মধ্যে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতা স্থলে রিপোর্ট করতে বলা হচ্ছে।

কমলপুরে ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদর্শনী প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। কমলপুরে নতুন করে গড়ে ওঠা ক্রিকেট মাঠ, স্টেডিয়াম ও ক্লাব হাউজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হতে যাচ্ছে আগামীকাল রবিবার। এই উপলক্ষে সেখানে একটি টি-টেন প্রদর্শনী প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হবে। উল্লেখ্য, টিসিএ-র উদ্যোগে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ক্রিকেট পরিকাঠামো গড়ে উঠতে চলেছে। সম্প্রতি কাজ শেষ হয়েছে কমলপুর ক্রিকেট স্টেডিয়ামের, আধুনিক ক্রিকেট মাঠ এবং ক্লাব হাউজের। তার-ই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হতে চলেছে আগামীকাল, রবিবার। কমলপুর মহকুমা সদরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা এই আধুনিক ক্রিকেট মাঠ, ক্লাব হাউস এবং স্টেডিয়ামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। সঙ্গে থাকবেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। দীর্ঘ ৯ বছর আগে কমলপুর ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও মাঠের কাজ শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত প্রস্তুতির পর এবার তা উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্য বিধানসভার সদস্য মনোজ কান্তি দেব এবং শ্রীমতি স্বপ্না দাস পাল প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। ইতোমধ্যে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন এবং কমলপুর ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাবৃন্দ উদ্বোধনের কাজ চূড়ান্ত করে নিয়েছে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকে স্মরণীয় করে রাখতে আগামীকাল নতুন মাঠে একটি প্রদর্শনী প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ টি-১০ ফরম্যাটে আয়োজন করা হচ্ছে। এতে পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত সেলিব্রিটি টিম তথা অভিনেতা যীশু সেনগুপ্তের ক্রিকেট টিমের সাথে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের প্রাক্তন খেলোয়াররা পরস্পরের মুখোমুখি হবেন। এদিকে, পরদিন অর্থাৎ ৪ আগস্ট আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামে একই রকমের আরও একটি প্রদর্শনী প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ টি-২০ আয়োজন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসয়েশনের পক্ষ থেকে ক্রীড়াপ্রেমী প্রত্যেককে সকল অনুষ্ঠান ও প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ উপভোগের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

খোয়াই নক আউট ফুটবলের ফাইনালে নেতাজি প্লে সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, খোয়াই। খোয়াই ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত শচীন্দ্র দেব স্মৃতি নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা শনিবার ছিল অষ্টম দিন।অষ্টম দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রথম সেমিফাইনাল খেলা। প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল নেতাজি প্লে সেন্টার বনাম কল্যাণপুর মন্ডল একাদশ। উত্তেজনাপূর্ণ এই খেলায় নির্ধারিত সময়ে ফলাফল ২ - ২ গোলে সমাতাপূর্ণ সমাপ্তি হয়। নির্ধারিত সময় শেষে ট্রাই বেকারে ৫-৪ গোলে জয়ী হয়ে নেতাজি প্লে সেন্টার।

এই জয়ের মধ্যে দিয়ে ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নেয় নেতাজি প্লে সেন্টার। উল্লেখ্য যে শনিবার প্রথম সেমিফাইনাল খেলার শুরুতে মাঠ ছিল উত্তেজনায়। দর্শকের কোনো ঘাটতি ছিল না। খেলা শুরু হওয়ার ১২ মিনিটের মাথায় নেতাজি প্লে সেন্টার এর পক্ষে প্রথম গোল করেন মনীষ দেববর্মা। ২৭ মিনিটে খেলায় সমতা ফেরায় কল্যাণপুর মন্ডল এর রামা চৈতা। খেলার দ্বিতীয়ার্ধে ১৮ মিনিট নাগাদ কল্যাণপুর মন্ডল এর পক্ষে গোল করে চিরুন সিং। খেলা শেষ হওয়ার ৫ মিনিট আগে নেতাজি প্লে সেন্টার এর পক্ষে রাজধর সিংয়ে"র গোলে পুনরায় খেলায় সমতা ফিরে আসে। সবশেষে রেফারির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ট্রাইবেকারের মাধ্যমে ৫-৪ গোলে জয়লাভ করে নেতাজি প্লে সেন্টার।রবিবার খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেনীর বিদ্যালয়ের মাঠে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে।এই খেলায় অংশগ্রহণ করবে টি এস আর ষষ্ঠ বাহিনী বনাম কৃষ্ণপুর মণ্ডল একাদশ।

ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে হারিয়ে ১ম ডিভিশনে দ্বিতীয় জয়ের স্বাদ পেলো কল্যাণ সমিতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। শুরুটা প্রত্যাশিতভাবে সূচনা করতে না পারলেও পয়েন্ট দখলের ধারা অব্যাহত রাখল কল্যাণ সমিতি। আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে চলছে এখন ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন সিনিয়র ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। আর এই টুর্নামেন্টের পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শনিবার সন্ধ্যায় দিনের একমাত্র ম্যাচে মুখোমুখি হয় কল্যাণ সমিতি ও ফ্রেন্ড ইউনিয়ন। ম্যাচটি ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের দ্বিতীয় ম্যাচ হলেও প্রতিপক্ষ কল্যাণ সমিতির ছিল তৃতীয় ম্যাচ।

গত দুই ম্যাচে মোট চার পয়েন্ট হাতে নিয়ে দ্বিতীয় জয়ের সরাসরি লক্ষ্যমাত্রা কে সামনে রেখেই এদিন ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের মুখোমুখি হয় কল্যাণ সমিতি। অন্যদিকে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন প্রথম ম্যাচে পরাজয় দিয়ে নিজেদের অভিযান শুরু করার পর প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে ময়দানে নামে এদিন।

কিন্তু নির্ধারিত সময়ের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত বাজিমাত দেখালো কল্যাণ সমিতির ফুটবলাররা। ম্যাচে কল্যাণ সমিতি ৩-১ গোলের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হওয়ায় দ্বিতীয় ম্যাচেও মুখ থুবড়ে পড়ল ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন। তবে দুইদলের দুইজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করতে হয়। উভয় দলের এই ম্যাচে প্রথমার্ধে একটি গোল হয়। খেলা শুরু হওয়ার ৩৫ মিনিটের মাথায় রোহিত সিং প্রথম গোল করে এগিয়ে দেয় কল্যাণ সমিতিকে।

দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে ৮০ ও ৮৯ মিনিটে কল্যাণ সমিতির সরাইসাম সিং ও মাইরাঙ সিংয়ের দুটি গোল এবং ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের জেম জমাতিয়ার গোলে চূড়ান্ত ব্যবধান কল্যাণ সমিতির পক্ষে ৩-১ হয়। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বিপ্লব সিং। দিনের খেলা: সন্ধ্যা ছয়টায় লাল বাহাদুর ব্যয়ামাগার ও ব্লাড মাউথ ক্লাব, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

এশিয়া কাপের ভবিষ্যৎ আবার অনিশ্চিত! পাক বোর্ডকে ৩৭০ কোটির ভয় দেখাচ্ছে সম্প্রচারকারী সংস্থা

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল জানিয়েছে, ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে এশিয়া কাপ। কিন্তু আদৌ কি সেই প্রতিযোগিতা হবে? বা হলেও কি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে? এশিয়া কাপ নিয়ে আবার জটিলতা তৈরি হয়েছে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের উপর চাপ তৈরি করেছে প্রতিযোগিতার সম্প্রচারকারী সংস্থা সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক।এশিয়া কাপ সম্প্রচার করা হবে সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্কে। ২০৩১ সাল পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতার সম্প্রচারের জন্য এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলকে ১৪৮০ কোটি টাকা দিতে হবে তাদের। পাকিস্তানে এশিয়া কাপের সম্প্রচারের জন্য তারা এই চুক্তির ২৫ শতাংশ অর্থাৎ, ৩৭০ কোটি টাকা দাবি করেছে। তাতেই সমস্যা বেড়েছে।এত দিন পাকিস্তানে সম্প্রচারের জন্য মোট চুক্তির ১০ শতাংশ দেওয়া হত। সেটা এক ধাক্কায় ১৫ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম 'ডন' জানিয়েছে, এই টাকার চাপ পাকিস্তানের পক্ষে সামলানো মুশকিল। পাক বোর্ডের এক আধিকারিক বলেছেন, "এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের সব সম্প্রচারকারী চ্যানেলকে এক জায়গায় আসতে হবে। হয় সকলে মিলে একসঙ্গে একটাই চ্যানেলে এশিয়া কাপের সম্প্রচার করতে হবে। নইলে প্রতিযোগিতার সম্প্রচারের দৌড় থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সে ক্ষেত্রে পাকিস্তানে এশিয়া কাপ সম্প্রচার করা যাবে না।"সম্প্রচারকারীদের এই দাবি ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে ক্রিকেটীয় সম্পর্ক আরও খারাপ করতে পারে বলে দাবি করেছেন ওই আধিকারিক। তিনি বলেছেন, "ভারতীয় সম্প্রচারকারী সংস্থা জুয়া খেলছে। এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারে। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। যদি তেমনটা হয় তা হলে দুই দেশের ক্রিকেটীয় সম্পর্ক আরও খারাপ হবে।" তবে এখনও এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল বা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এই বিষয়ে কিছু জানায়নি।শেষ পর্যন্ত এশিয়া কাপ হলেও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা ও তার পরে 'অপারেশন সিঁদুর' ঘিরে দু'দেশের সম্পর্ক উত্তপ্ত হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আইসিসি-র কাছে আবেদন করেছিল, বড় প্রতিযোগিতায় ভারত, পাকিস্তানকে এক গ্রুপে না ফেলতে। তার পরেও এশিয়া কাপে তাদের এক গ্রুপে রাখা হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১৪ সেপ্টেম্বর সেই ম্যাচ হওয়ার কথা।কয়েক দিন আগে 'ওয়ার্ল চ্যাম্পিয়নশিপ অফ লেজেন্ডস'-এ ভারতীয় ক্রিকেটারদের আপত্তিতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিল হয়েছে। পরে সেমিফাইনালে দুই দল মুখোমুখি হলেও ভারত প্রতিযোগিতা থেকে নাম তুলে নিয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে চায়নি তারা। সম্প্রচারকারী সংস্থাও ভারতের পাশেই দাঁড়িয়েছে। এশিয়া কাপেও ভারত-পাক ম্যাচ ঘিরে আপত্তি তুলেছেন ভারতীয় সমর্থকেরা। এই পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে কি না তা হয়তো কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করছে। পাকিস্তান ম্যাচ বয়কটের দাবিতে কেন্দ্রের উপর রাজনৈতিক চাপও বাড়ছে।

কৈলাশহরে জেলা ভিত্তিক বক্সিং প্রতিযোগিতার সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কৈলাশহরে উনকোটি জেলা ভিত্তিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উনকোটি ডিস্ট্রিক্ট বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত একদিনের এই প্রতিযোগিতা ঘিরে একদিকে যেমন খেলোয়ারদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে, অপরদিকে দীর্ঘদিন পর খেলোয়াড়রা নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছে। প্রতিযোগিতায় সাব জুনিয়র বালিকা বিভাগে অভিষিক্তা সেনগুপ্ত, সায়ন্তনী দেব, অনুষ্কা সিনহা, দেবাংশী নাথ, বিনিতা সিনহা স্বর্ণপদক; বর্ণালী নমঃ, অমিতা দাস, অপর্ণা সরকার, বিউটি মালাকার রৌপ্য পদক এবং রিয়া নমঃ, সুপ্তা দাস, মৌমিতা ঘোষ, ঝুম্পি ভট্টাচার্য্য ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। সাব জুনিয়র বালক বিভাগে অভিধায়ন নাথ, অরীয় দীপ্ত সরকার, অর্ণব সিনহা, অভিজিৎ শর্মা, ধনরাজ চক্রবর্তী স্বর্ণপদক, অর্ণব পাল, দেবরাজ সিনহা, বিজিত সিনহা, তনুজ দাস, সুদীপ দাস, সুরঞ্জিত দাস, জীবন চৌহান, বিট্টু দত্ত, রোহিত মালাকার ও প্রীতম দাস ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। জুনিয়র বালিকা বিভাগে তশ্মিতা শীল, স্নেহা দেবনাথ ও ইস্মিতা দাস যথাক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। জুনিয়র বালক বিভাগে মিশন ওড়াং, সোহেল গৌড়, তন্ময় শীল স্বর্ণপদক; সুজিত চাকমা, পল্লব দে ও হৃদয় দাস রৌপ্য পদক এবং অজয় দাস, হিমাংশু দাস সৌরভ দত্ত ও অভিজিৎ দাস ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। সিনিয়র বালক বিভাগে স্বাগত চন্দ্র শীল, অনুরাগ দে, বিজিত আচার্য্য, প্রীতম আচার্য্য স্বর্ণপদক, দীপ্তনু সরকার, তন্ময় কুমার নন্দী রৌপ্য পদক এবং জারেদা ডার্লং ও মৃগাঙ্ক সিনহা ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। সিনিয়র বালিকা বিভাগে আলেক্স রুপই ডার্লং, রাউত দুটি ডার্লং স্বর্ণপদক এবং শ্রীজা রায় রৌপ্য পদক পেয়েছে। মোট হিসাবে কুড়িটি স্বর্ণ, চোদ্দটি রৌপ্য এবং ১৮টি ব্রোঞ্জ পদক খেলোয়াররা অর্জন করেছে। প্রতিযোগিতা সাফল্যমন্ডিত ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সম্পাদক সুব্রত শর্মা সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

যোগীরাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে ছাঁটাই রিঙ্কু

সমাজবাদী পার্টির সাংসদ প্রিয়া সরোজের সঙ্গে গত মাসেই বাগদান পর্ব সম্পন্ন হয়েছে রিঙ্কু সিংয়ের। সমাজবাদী পার্টির সাংসদ প্রিয়া সরোজের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়ার প্রস্তুতি শুরু করেছেন নাইট তারকা। কিন্তু আচমকাই তাঁর নাম বাতিল করা হল বিশেষ তালিকা থেকে। বিশদে বললে, ভোটার সচেতনতা প্রচার থেকে রিঙ্কুকে বাদ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।জানা গিয়েছে, সমস্ত কর্মকর্তাকে রিঙ্কু সিংয়ের ফটো সরিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে প্রচারের পোস্টার, ভিডিও, ওয়েবসাইট সমস্ত জায়গা থেকে রিঙ্কু সিংয়ের ছবি সরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছে নির্বাচন কমিশন।রিঙ্কুকে প্রথমে ভোটার সচেতনতা প্রচারের উদ্দেশ্যে যুব আইকন হিসেবে যুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু গত মাসে তাঁর সঙ্গে বাগদান হয়েছে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ প্রিয়া সরোজের। সেই কারণে রিঙ্কুর সঙ্গে রাজনৈতিক সংস্পর্শও তৈরি হতে পারে। আর সেই কারণে নির্বাচন কমিশন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কমিশনের নীতি হল, কেউ যদি কোনও রাজনৈতিক দলে যুক্ত হয়, তাহলে তাঁকে ভোটার সচেতনতা থেকে বাদ দিতে হবে। নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেই এই নীতি অনুসরণ করে নির্বাচন কমিশন।কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, রাজনৈতিকভাবে দলের সঙ্গে যুক্ত

মাঠে ফিরছেন শামি, দলীপের দলে বাংলার পেসার, তৈরি রাখা হয়েছে ১৪ বছরের বৈভবকেও

আবার মাঠে ফিরছেন মহম্মদ শামি। চোট সারিয়ে ফিরলেও পুরোপুরি সুস্থ না হওয়ায় ইংল্যান্ড সফরের দলে জায়গা পাননি তিনি। এ বার ঘরোয়া ক্রিকেটে দলীপ ট্রফির দলে জায়গা পেয়েছেন বাংলার পেসার। পূর্বাঞ্চলের দলে রাখা হয়েছে তাঁকে। নেওয়া হয়েছে ১৪ বছরের বৈভব সূর্যবংশীকেও। ভারতের যুব দলের হয়ে ভাল খেলায় জায়গা করে নিয়েছে সে। ২৮ অগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হবে দলীপ ট্রফি। সেই প্রতিযোগিতার জন্য পূর্বাঞ্চলের দল ঘোষণা করা হয়েছে। তাতে রয়েছেন শামি। বৈভব অবশ্য মূল দলে নেই। তাকে স্ট্যান্ডবাই হিসাবে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, কোনও খেলোয়াড় চোট পেলে মূল দলে ঢুকবে সে। চলতি বছর আইপিএল ও তার পরে ইংল্যান্ডের যুব দলের বিরুদ্ধে ভাল খেলেছে বৈভব। তারই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তাকে। খেলার সুযোগ না পেলেও ভারতের বেশ কিছু তারকা ক্রিকেটারের সঙ্গে সময় কাটাতে পারবে বৈভব। তাতে সুবিধাই হবে বিহারের ১৪ বছরের কিশোরের। পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক করা হয়েছে ঈশান কিশনকে। দলে রয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলে থাকা অভিমন্যু ধারাবাহিকভাবে ভারত 'এ' দলের নেতৃত্ব দেন। কিন্তু দলীপে তাঁকে অধিনায়ক করা হয়নি। বদলে ঝাড়খণ্ডের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ঈশান অধিনায়কত্ব করবেন। অভিমন্যুকে সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে। দলীপ থেকেই ঘরোয়া ক্রিকেটের আগামী মরসুম শুরু হবে। শামি ও অভিমন্যু ছাড়া বাংলা থেকে মুকেশ কুমার, আকাশদীপ ও সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল দলীপের দলে সুযোগ পেয়েছেন। অসমের রিয়ান পরাগকেও নেওয়া হয়েছে। বৈভবের পাশাপাশি আরও পাঁচ ক্রিকেটারকে স্ট্যান্ডবাই হিসাবে রাখা হয়েছে। গত বছর দলীপের ফরম্যাট বদলেছিল। ভারত এ, বি, সি ও ডি এই চারটি দলে ভাগ করে খেলা হয়েছিল। চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত এ। তিনটে ম্যাচের মধ্যে দুটো জিতে ১২ পয়েন্ট পেয়েছিল তারা। কিন্তু এ বার বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভায় চার দলের প্রতিযোগিতা নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। আবার পুরনো ফরম্যাটে ফিরেছে দলীপ ট্রফি। অর্থাৎ, এ বার আবার অঞ্চল ভিত্তিক খেলা হচ্ছে। ছ'টা দল খেলবে। তারা হল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল। বোর্ডের এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে প্রধান কারণ, ক্রিকেটারদের নিজের অঞ্চলের হয়ে খেলার সুযোগ করে দেওয়া। দলীপে পূর্বাঞ্চলের দল: ঈশান কিশন, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, সন্দীপ পট্টনায়ক, বিরাট সিংহ, ডেনিস দাস, শ্রীদাম পাল, শরণদীপ সিংহ, কুমার কুশাগ্র, রিয়ান পরাগ, উৎকর্ষ সিংহ, মনীশী, সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, মুকেশ কুমার, আকাশদীপ ও মহম্মদ শামি। স্ট্যান্ডবাই: বৈভব সূর্যবংশী, আশীর্বাদ সোয়াইন, মুখতার হুসেন, স্বস্তিক সমল, সুদীপ কুমার ঘরামি ও রাহুল সিংহ।

বিশ্বমঞ্চে সোনালি সাফল্য, তিরন্দাজ সাহিল-শ্রেয়কে নিয়ে উদযাপনে কলকাতা সাই

স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার তিরন্দাজির জাতীয় উৎকর্ষ কেন্দ্রটি রয়েছে সল্টলেক ক্যাম্পাসে। সেই কেন্দ্রের দুই শিক্ষার্থী সাহিল রাজেশ যাদব ও শ্রেয় ভরদ্বাজ সম্প্রতি সোনালি সাফল্য পেয়েছেন আন্তর্জাতিক তিরন্দাজিতে। কম্পাউন্ড তিরন্দাজ সাহিলের হাত ধরে সোনা ও রুপো এসেছে বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় গেমসে। অন্যদিকে, শ্রেয় সোনাজয়ের হ্যাটট্রিক করেছেন ওয়ার্ল পুলিশ অ্যান্ড ফায়ার গেমসে, রিকার্ভ বিভাগে।সাহিল আর শ্রেয়, দুই তরুণ তিরন্দাজ এবারই প্রথম কোনও আন্তর্জাতিক মঞ্চে অংশ নিয়েছিলেন। আর ঘরের ছেলেদের সেই সাফল্য শুক্রবার উদযাপন করল সাইয়ের কলকাতা কেন্দ্র। সেখানে দুই তিরন্দাজের পাশাপাশি তাঁদের কোচ রিনা কুমারী, হরেশ কুমার, অলিম্পিয়ান তিরন্দাজি বোম্বাইলা দেবী ও মঙ্গল সিং চাম্পিয়া, কলকাতা সাইয়ের ডিরেক্টর অমর জ্যোতি, বিওএ সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী-সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। জার্মানিতে বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় গেমসে ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা জয়ের পাশাপাশি দলগত বিভাগে রুপোও পেয়েছেন সাহিল।ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনালে প্রথম ১৪টি তির চাঁদমারির কেন্দ্রে মারলেও শেষ সুযোগে ৯ পয়েন্ট পান তিনি। এদিন সাইয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, "আমার সোনা জয়ের বিষয়টি একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। বিশ্ব রেকর্ড করার ভাবনা নিয়েই শেষ তিরটা ছুড়েছিলাম। সেই ভাবনার জন্যই মনে হয় ফোকাস একটু নড়ে যায়।

পরবর্তীতে এই ভুল শুধরে নেওয়ার উপর জোর দেব। তবে প্রাথমিকভাবে আমার লক্ষ্য ছিল, যতটা সম্ভব সাফল্য পাওয়া। কারণ এটাই দেশের বাইরে আমার প্রথম প্রতিযোগিতা। সেখান থেকে খালি হাতে ফিরতে চাইনি। সেই লক্ষ্য পূরণ হওয়ায় ভালো লাগছে।"ছোটোবেলায় তিরন্দাজি নয়, সাহিলের উৎসাহ ছিল দাবা নিয়ে। একাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময় ধনুক হাতে নেন তিনি। অন্যদিকে, বাবা রাজ্যস্তরের বাস্কেটবলার হলেও শ্রেয় চেয়েছিলেন ক্রিকেটার হতে। একদিন হঠাৎ করেই শুরু করেন তিরন্দাজি। তারপর বাইশ গজ ভুলে মনোনিবেশ করেন লক্ষ্যভেদের খেলায়। মার্কিন মুলুকে হওয়া ওয়ার্ল পুলিশ অ্যান্ড ফায়ার গেমসে রিকার্ভের তিন ইভেন্টে সোনা জিতেছেন তিনি। আউটডোর, থ্রিডি এবং ফিল্ডে। তাঁর সংযোজন, "থ্রিডি আর ফিল্ড আর্চারি আমাদের কাছে কিছুটা চ্যালেঞ্জিং। তবে সেসব সামলে সোনা জিততে পারায় ভালো লাগছে। কারণ প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে খালি হাতে ফিরতে চাইনি।" এখন থেকেই লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিককে সামনে রেখে প্রস্তুতি নিতে চাইছেন কলকাতা সাইয়ের এই দুই তিরন্দাজ।

ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচে পাক জার্সি পরায় 'ঘাড়ধাক্কা' দর্শককে! ফাঁস হল আসল কারণ

ম্যাঞ্চেস্টারে ভারত-ইংল্যান্ড তৃতীয় টেস্ট দেখতে গিয়েছিলেন বেশ কিছু পাকিস্তানি সমর্থক। তাঁদের মধ্যে একজন ভাইরাল। পাকিস্তানের জার্সি পরে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে হাজির হয়েছিলেন বলে সেই সমর্থককে তা ঢেকে রাখার কথা বলে পুলিশ। যা নিয়ে তর্কাতর্কিও শুরু হয়। পরে তাঁকে স্টেডিয়াম থেকে বার করে দেওয়া হয়। কেন ওই সমর্থককে মাঠ থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল, তার জবাব দিয়েছে মাঠ কর্তৃপক্ষ।ল্যাঙ্কাশায়ার কাউন্টি কর্তৃপক্ষ বলেছে, "একটা বিষয় আমরা স্পষ্টভাবে জানাতে চাই, পাকিস্তানের জার্সি পরে ছিলেন বলে তাঁকে বার করে দেওয়া হয়নি। বেশ কয়েকজন পাক সমর্থক তাঁদের দেশের পতাকা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। গ্যালারিতে ভারতীয় সমর্থকরাও ছিলেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে পারত। তাই আমরা তাঁদের বলি, পতাকা না নাড়াতে। তাঁরা তো আমাদের অনুরোধ মেনেও নিয়েছিলেন।"ফারুখ নজর নামের ওই সমর্থক একটা ভিডিও পোস্ট করেছিলেন। তাতে দেখা গিয়েছে, এক পুলিশ অফিসার ওই সমর্থককে জার্সি ঢেকে রাখার নির্দেশ দিচ্ছেন। শোনা যায়, ওই সমর্থক বলছেন তাঁকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। খানিক পর আরও কিছু পুলিশ এসে তাঁরাও একই অনুরোধ করেন। এতে রেগে যান ওই সমর্থক। তাঁকে বলতে শোনা যায়, "আমাকে জার্সি ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে। আমি তাদের লিখিতভাবে এই নির্দেশ দেওয়ার কথা বলেছি।"ল্যাঙ্কাশায়ারের দাবি, তাঁদের কথা শোনেননি ফারুখ। তাদের মন্তব্য, "দর্শক সুরক্ষার বিষয় নিয়েই আমরা ভেবেছি। সেই কারণেই তাঁকে জার্সি ঢেকে ফেলার কথা বলা হয়েছিল। বারবার অনুরোধ করলেও তিনি রাজি হননি। তাই স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়। শেষমেশ নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে স্টেডিয়াম ছাড়েন তিনি।" উল্লেখ্য, মাঠে উপস্থিত পুলিশ জানিয়েছিল, ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের নিয়ম হল কেবল অংশগ্রহণকারী দুই দেশের জার্সি পরেই হাজির থাকতে হবে। সেই কারণেই জার্সি ঢেকে রাখার অনুরোধ করা হয়েছে। যদিও এতে সংশ্লিষ্ট ওই ব্যক্তির পুলিশের সঙ্গে তর্কাতর্কি থামেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। খেলা দেখতে গেলে নিয়ম মানতেই হবে। নিয়মের ঊর্ধে তো কেউ নন। এ কথাই ওই ব্যক্তিক্রে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন নেটিজেনরাও।

শুভমনের জন্যই ওভাল টেস্টে ক্ষতি হয়ে গিয়েছে ভারতের, বুঝিয়ে দিলেন দলের সহকারী কোচ

ওভালে নিজের ভুলে রান আউট হয়েছেন শুভমন গিল। ফর্মে থাকা অধিনায়কের আউটে হতাশ ভারতীয় শিবির। প্রথম দিনের খেলার পর ভারতীয় দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতের কথাতেও ধরা পড়েছে সেই হতাশা। তিনি কিছুটা বিরক্তও।প্রথম দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর দুশখাতে বলেছেন, "শুভমন দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে, ব্যাট করা খুব সহজ। ওভালেও সে ভাবে শুরু করেছিল। মধ্যাহ্নভোজের বিরতির সময় আমরা ধরে খেলার পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু একটা ভুলে রান আউট হয়ে গেল। খুবই দুর্ভাগ্যজনক। ভাল ফর্মে থাকা ব্যাটারের এ ভাবে আউট হওয়া মেনে নেওয়া কঠিন।" সহকারী কোচের মতে, এই ধরনের ভুল ক্রিকেটেরই অঙ্গ।শুভমনের আউট ভারতের জন্য বড় ধাক্কা ছিল। ক্ষতি মেনে নিয়েছেন দুশখাতে। চাপের মুখে করুণ নায়ারের ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করেছেন। দুশখাতে বলেছেন, "একটা সময় বেশ চাপ তৈরি হয়েছিল। সেই সময় করুণ বেশ ভাল ব্যাট করল। ওর দক্ষতার উপর আস্থা ছিল আমাদের। করুণের ইনিংস আমাদের কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়েছে।"

গ্রাম ত্রিপুরার অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করতে স্বসহায়ক দলগুলি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২ আগস্ট: উন্নয়নের নিরিখে পিছিয়ে থাকা মানুষের কল্যাণে পরিচালিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পরিকল্পনাগুলোর একশ শতাংশ সফলতা অর্জন করাই হল বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য। মানুষের আর্থসামাজিক সহ রাজ্যের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরের সর্বস্তরের আধিকারিকদের সম্মিলিত প্রয়াস জরুরী। এক্ষেত্রে মনিটরিং ব্যবস্থাকেও আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। আজ প্রজ্ঞাভবনে রাজ্যভিত্তিক ''সম্পূর্ণতা অভিযান সম্মান সমারোহ'' কর্মসূচির উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখামন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বোতাম টিপে ''মুখ্যমন্ত্রী নবদিশা অভিযান'' এবং স্ব-সহায়ক দলের মহিলা কিষান দিদিদের জন্য ৮০টি ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং ক্লাস্টারের সূচনা করেন। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নবদিশা অভিযান কর্মসূচির মাধ্যমে যে সমস্ত প্রান্তিক পরিবারের সদস্যারা এখনো স্ব-সহায়ক দলের আওতায় আসেনি এরকম রাজ্যের ১৬টি ব্লকের ১০ হাজার পরিবারের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা করা হবে। এরজন্য ব্যয় বরাদ্দ রয়েছে ৫০ কোটি টাকা। বর্তমানে রাজ্যে ৫৩,৯৫১টি স্ব-সহায়ক দল রয়েছে। যাতে ৪ লক্ষ ৮৪ হাজার মহিলা যুক্ত রয়েছেন। গ্রাম ত্রিপুরার অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করতে এসব স্ব-সহায়ক দল বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করছে। এছাড়া ''তৃপ্তি'' কর্মসূচিতে ধলাই জেলার গঙ্গানগর এবং উত্তর জেলার দশদা ব্লকের ৪ হাজার দরিদ্র পরিবারের উন্নতির পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে। তাছাড়া ৮০টি ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং ক্লাস্টারের মাধ্যমে রাজ্যের ৮টি জেলার যে সকল মহিলা স্ব-সহায়ক দলের সদস্যারা কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জীবিকা অর্জনের সাথে যুক্ত তাদের সহায়তা করা হবে। এক্ষেত্রে ব্যয় হবে ৩২ কোটি টাকা।

অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণতা অভিযান সম্মান সমারোহ আয়োজনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নীতি আয়োগের নীতি নির্দেশিকায় দেশের ১১২টি অ্যাসপিরেশনাল জেলা এবং ৫০০টি অ্যাসপিরেশনাল ব্লকে এই সম্পূর্ণতা অভিযান করা হয়। ৪ জুলাই, ২০২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এই ৩ মাসব্যাপী কর্মসূচি চালু ছিল। রাজ্যের একমাত্র অ্যাসপিরেশনাল জেলা ধলাই এবং ৩ টি অ্যাসপিরেশনাল ব্লক যথাক্রমে ধলাই জেলার গঙ্গানগর ও উত্তর ত্রিপুরা জেলার দশদা এবং দামছড়ায় এই কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছিল। ব্লকস্তরে এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল ঐ সমস্ত অঞ্চলের মানুষের ৬টি মূল সূচক যথাক্রমে গর্ভধারণের প্রথম ৩ মাসের মধ্যে নিবন্ধিত মহিলাদের শতকরা হার, ডায়াবেটিস ও হাইপারটেনশন পরীক্ষা করা ব্যক্তিদের শতকরা হার, পুষ্টি গ্রহণকারী মহিলাদের শতকরা হার, সয়েল হেলথ কার্ড ও রিভলবিং ফান্ড প্রাপক স্ব-সহায়ক দলের শতকরা হার নির্ণয়ের পূর্ণ সফলতা অর্জন করা। তাছাড়া জেলাস্তরেও গর্ভধারণের প্রথম ৩ মাসের মধ্যে নিবন্ধিত মহিলাদের শতকরা হার, পুষ্টি গ্রহণকারী মহিলাদের শতকরা হার, ৯ থেকে ১১ মাস বয়সী শিশুদের টিকাকরণের শতকরা হার, সয়েল হেলথ কার্ড প্রদানের হার, বিদ্যুতের ব্যবস্থা সম্বলিত মাধ্যমিকস্তরের বিদ্যালয়ের হার এবং শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার ১ মাসের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদানকারী বিদ্যালয়ের শতকরা হার নির্ণয়ে সফলতা লাভ করা। এই কর্মসূচি রূপায়নে নোডাল দপ্তর ছিল গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। সহায়তায় ছিল স্বাস্থ্য, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা, কৃষি, শিক্ষা, ত্রিপুরা গ্রামীণ আজীবিকা মিশন প্রভৃতি দপ্তর।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণতা অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন ও ঐ জেলার প্রাক্তন জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, ধলাই জেলার জেলাশাসক বিবেক এইচ. বি এবং জেলার প্রাক্তন জেলাশাসক সাজু বাহিদ এ. সহ গঙ্গনগর, দশদা এবং দামছড়া ব্লকের বিডিও ও বিভিন্নস্তরের আধিকারিকদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন। অনুষ্ঠানে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, অ্যাপিরেশনাল ব্লক কর্মসূচি চালু করার উদ্দেশ্য ছিল দেশের একেবারে অনগ্রসর ব্লক এলাকায় বাসবাসকারী নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানের গুণগত পরিবর্তন সাধন করা। এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং সামাজিক উন্নয়নের উপর। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে জাতি ও জনজাতিদের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখতে সবাইকেই এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে জনজাতি সমাজপতিদের ভাতা ২ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৫ হাজার টাকা করেছে। আগামীদিনে জনজাতিদের বিভিন্ন সাব-ট্রাইবের সমাজ প্রধান কিংবা সমাজপতিদেরও এই ধরণের ভাতার আওতায় আনার চিন্তা ভাবনা করছে সরকার।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের সব ধরণের কর্মসূচি রাজ্যে সাফল্যের সঙ্গে রূপায়ণ করা হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যে ১ লক্ষ ৮ হাজার ৭৪৭ জন লাখপতি দিদি রয়েছেন। এদের মধ্যে ১ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা আয় করেন প্রায় ১ লক্ষ ৭ হাজার লাখপতি দিদি। আর ৫ লক্ষ ১০ লক্ষ টাকা আয় করেন ১ হাজার ১২৯ জন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা দপ্তরের সচিব এল টি ডার্লং, ত্রিপুরা গ্রামীণ আজীবিকা মিশনের মুখা কার্য্যনির্বাহী আধিকারিক তড়িৎকান্তি চাকমা এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব কুন্তল দাস। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রজ্ঞাভবনেই মহিলা স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর উৎপাদিত সামগ্রীর ৭টি প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র নিয়ে ''আকাঙ্খা হাটের'' উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণতা অভিযান নিয়ে একটি তথ্যচিত্রও প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক, বিডিও সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, স্ব-সহায়ক দলের সদস্যাগণ উপস্থিত ছিলেন।

হর ঘর তিরঙ্গা ২০২৫: ২ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি

আগরতলা, ২ আগস্ট: দেশভক্তি ও দেশপ্রেমের চেতনাকে সুদৃঢ় করে তুলতে এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বানে ২০২২ সালে দেশব্যাপী হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছিল। এবছরও এই কর্মসূচিকে আরও ব্যাপক পরিসরে পালন করার লক্ষ্যে ২ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত তিনটি পর্যায়ে নানা কর্মসূচি রূপায়ণ করা হবে। সারা দেশের সাথে রাজ্যেও তিনটি পর্যায়ে এই কর্মসূচি উদযাপন করা হবে।

প্রথম পর্যায়ে আজ থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সহ সমাজের সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করে দেশাত্মবোধক বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হবে। এরমধ্যে রয়েছে তিরঙ্গা প্রদর্শনী, তিরঙ্গা রঙ্গোলি প্রতিযোগিতা, তিরঙ্গা রাখী তৈরির কর্মশালা, সেনা জওয়ান এবং পুলিশ কর্মীদের প্রতি চিঠি লিখন, তিরঙ্গা আলোক সজ্জা, বিদ্যালয়ের দেওয়াল অঙ্কন, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৯ আগস্ট থেকে ১২ আগস্টের মধ্যে তিরঙ্গা মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে অনুষ্ঠিত হবে তিরঙ্গা মেলা, তিরঙ্গা কনসার্ট, তিরঙ্গা বাইক ও বাইসাইকেল র‍্যালি, তিরঙ্গা যাত্রা ইত্যাদি। এছাড়াও হর ঘর তিরঙ্গা সেলফি বুথ তৈরি করা হবে।

সেখানে তিরঙ্গা সহ সেলফি তুলেএই ওয়েবসাইটে আপলোড করা যাবে। তৃতীয় পর্যায়ে ১৩ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট রাজ্যের সর্বত্র জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উদযাপন করা হবে। এছাড়াও ৮ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী স্বচ্ছতা এবং সুজলতা অভিযান সংঘটিত করা হবে।

জোলাইবাড়ী কমিউনিটি হলে এলাকার কৃষকদের নিয়ে পি এম কিষান স্কীমের অর্থ প্রদান

আগরতলা, ২ আগস্ট : কৃষকদের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দ্যোগে কৃষকদের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই পরিকল্পনাগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করতে কাজ করে যাচ্ছে জোলাইবাড়ী কৃষিদপ্তর। জোলাইবাড়ী কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাস প্রতিনিয়ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে কৃষকদের আয় দ্বীগুন করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এরইমধ্যে শনিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে জোলাইবাড়ী কমিউনিটি হলে এলাকার কৃষকদের নিয়ে পি এম কিষান স্কীমের অর্থ প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদী আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পি এম কিষান স্কীমের অন্তভুক্ত কৃষকদের একাউন্টে সরাসরি অর্থ প্রদানকরে। এই কর্মসূচীর অঙ্গহিসাবে জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের উদ্দ্যোগে আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জোলাইবাড়ী কৃষিদপ্তরের উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের এই কর্মসূচীতে উপস্থিতছিলেন জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাস, শান্তির বাজার পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, ভাইসচেয়ারম্যান কেশব চৌঁধুরী, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুজিত দত্ত সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে সকলেমিলে প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ন ভাষন শ্রবন করেন।

আজকের দিনে এই স্কীমের অর্থরাশি পেয়ে খোবই খুশি কৃষকরা। কৃষকরা জানান বর্তমান সময়ে ধান চাষের সময়। এই সময়ে এই অর্থ দিয়ে ধানচাষেরজন্য বিভিন্ন প্রকারের কীটনাশক ঔষধ ক্রয় করা সম্ভব হবে। এরজন্য কৃষকরা প্রধানমন্ত্রী ও জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরকের ধন্যবাদ জানান। সারা রাজ্যে কৃষকদের নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করাহলেও বগাফা কৃষি দপ্তরের উদ্দ্যোগে এইধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করাহয়। কিন্তু দেখা যায় কৃষদের উন্নয়নে কোনো প্রকারের কাজ করছেন না বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক রাজীব সেন। তিনি সারাদিন অফিস কক্ষে বসে থাকতে ভালোপান। মাঠে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে দেখাকরতে জাননা রাজীব সেন।

দুই কেরলীয় সন্ন্যাসিনীকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার, ছত্তিসগড়ের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি প্রদ্যোতের

আগরতলা, ২ আগস্ট: ছত্তিসগড়ে দুই কেরলীয় সন্ন্যাসিনীকে রেলস্টেশন থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কেরলের বিজেপি সদস্যদের আশঙ্কা, তাঁদেরকে হয়রানি ও মিথ্যা অভিযোগ ভিত্তি হতে পারে। তাই ছত্তিসগড়ের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে এই বিষয়ে স্বাধীন এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করার জন্য দাবি জানিয়েছেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।

ওই চিঠিতে তিনি লেখেন, গতকাল সংসদ ভবনে ছত্তীসগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই- এর সাথে সাক্ষাৎকারের সময় যেভাবে আদিবাসী সমাজসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে আলোচনা হয়েছিল। তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন এক সাংসদ। কিন্তু উদ্বেগের বিষয়, যে গত ২৫ জুলাই কেরলের দুই সন্ন্যাসিনীসিস্টার প্রীতি মেরি ও ভানদনা ফ্রান্সিস ২৫ জুলাই দুর্গ রেলস্টেশন থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যদিও এই গ্রেফতার সংক্রান্ত অভিযোগগুলি এখনো পুরোপুরি পরিষ্কার নয়, বিজেপির কেরল সহ একাধিক সূত্রের বক্তব্য অনুযায়ী, এই ঘটনা হয়রানি ও মিথ্যা অভিযোগের ফল হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, যাঁরা সমাজের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে চলেছেন, বিশেষ করে খ্রিস্টান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। তাঁদের যেন ভুল তথ্য বা জাতিগত বিদ্বেষের ভিত্তিতে হয়রানির শিকার না হতে হয়। তাই মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই বিষয়ে একটি নিরপেক্ষ, স্বাধীন এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ছত্তীসগড় সরকার ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে কার্যকরী পদক্ষেপ নেবে।

১ লক্ষ ২০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করে পুলিশ

আগরতলা, ০২ আগস্ট: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেয়েছে বিশালগড় থানার পুলিশ। গজারিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছ ধ্বংস করে পুলিশ। এদিন ১ লক্ষ ২০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে।

নেশা বিরোধী অভিযানে ফের সাফল্য সিধাই থানার পুলিশের

আগরতলা, ২ আগস্ট : নেশা বিরোধী অভিযানে ফের সাফল্য পেয়েছে সিধাই থানার পুলিশ। মোহনপুর বিধানসভার মনতলা উত্তর পাড়া এলাকা থেকে ড্রাম ভর্তি প্রায় ৮৮ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। কিন্তু ঘটনাস্থল থেকে বাড়ির মালিক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে থানায় খবর আসে মোহনপুর বিধানসভার মনতলা উত্তর পাড়া এলাকায় এক বাড়িতে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে বাড়ি থেকে ড্রাম ভর্তি প্রায় ৮৮ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। কিন্তু ঘটনাস্থল থেকে বাড়ির মালিক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

শিক্ষা ভবন মন্টেসরি স্কুলে মেগা চারা বিতরণ ও বাস্কেটবল কোর্টের উদ্বোধন

ধর্মনগর, ২ আগস্ট :'এক পের মা কে নাম'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই বার্তা এবং 'গ্রিন ধর্মনগর, ক্লিন ধর্মনগর, লাভ ধর্মনগর'বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেনের অনুপ্রেরণামূলক স্লোগানকে সামনে রেখে ধর্মনগরের বরয়াকান্দি এলাকার শিক্ষা ভবন মন্টেসরি স্কুল প্রাঙ্গণে শনিবার সকালে আয়োজিত হল এক বিশেষ পরিবেশবান্ধব অনুষ্ঠান।এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল মেগা চারা বিতরণ এবং নবনির্মিত বাস্কেটবল কোর্টের শুভ উদ্বোধন। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ ও ধর্মনগরের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালি রানী দাস সেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বৃক্ষকে জলসেচনের মাধ্যমে উদ্বোধনী পর্ব সম্পন্ন হয়। পরে পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানযেখানে সংগীত ও নৃত্যে মুগ্ধ হয় উপস্থিত দর্শকরা। এরই মাঝে বাস্কেটবল কোর্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে শুরু হয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নের বার্তা তুলে ধরতেই এদিন মোট ১১৮ জন ছাত্রছাত্রীকে বিতরণ করা হয় বিভিন্ন প্রজাতির চারা গাছ।বিদ্যালয় প্রশাসক মান্না সেন জানালেন, "এই ধরনের উদ্যোগ শুধু শিক্ষার পরিপূরক নয়, বরং আগামী প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।''অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত অভিভাবক ও বিশিষ্টজনেরা জানান, এই আয়োজন যেমন পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিয়েছে, তেমনই সুস্থ ও সুশৃঙ্খল জীবনের পথেও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

স্মার্ট মিটার ইস্যুতে ময়দানে সিপিআইএম

কাঠালিয়া, ২ আগস্ট: স্মার্ট মিটার ইস্যুতে আজ মনাইপাথর বাজারে বামেদের শক্তির মহড়া। প্রকৃত অর্থে, গোটা রাজ্যেই স্মার্ট মিটারের যন্ত্রণায় অস্বস্তিতে রয়েছে একাংশ পরিবার। এই ইস্যুটাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের সর্বত্র বলা চলে বিতর্ক চলছে। দেখা যায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত এই মিটারের চার্জ এবং শুল্কের পরিমাণ, বিভিন্ন ফুয়েল চার্জ সহ আরো অন্যান্য চার্জ দিতে হচ্ছে লোকজনদের। গ্রাহকরা যে পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে তার থেকে বেশি পরিমাণ চার্জ দিতে হচ্ছে। অথচ সব বিগত দিনে এমন দেখা যেতো না। তাই, এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত মিটার বসানোর পর থেকে লোকজনদের যে পরিমাণ বিল আসছে তা সকলের পক্ষে মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এই ইস্যুটাকে পুঁজি করে বিরোধীদল তথা সিপিআইএম এখন সর্বত্র প্রচারে যাচ্ছে।

ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে সূর্যমণিনগর বিধানসভার জনগনের সচেতনতা নিয়ে পদযাত্রা ও পথসভার আয়োজন করেন রামপ্রসাদ পাল শনিবার।

বিশ্ব মানব পাচার প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিলোনিয়া,২ আগস্ট : বিশ্ব মানব পাচার প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় বিলোনীয়া সার্কিট হাউসে।কর্মশালার মূল বিষয় বস্তু ছিল ''মানব পাচার প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি।ভলেন্টারি হ্যাল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে দক্ষিণ জেলার জেলা প্রশাসন সাউথ ত্রিপুরা ইয়ুথ ফোরামের সহযোগিতায় শনিবার বেলা বারটায় বিলোনীয়া সার্কিট হাউসে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্টানের সূচনা করেন দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক মোহম্মদ সাজ্জাদ পি।

এছাড়া ছিলেন বিলোনীয়া পুরপরিষদের চ্যায়রপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ,৪৩ নং বিএন বিএসএফ ডেপুটি কমান্ডেন্ট এন কে ঝাঁ, সভাধিপতি তপন দেবনাথ, ভলেন্টারি হেল এসোসিয়েশনের সভাপতি ডঃ শ্রীলেখা রায় সহ অন্যান্য অতিথিগন। সচেতনতা কর্মশালায় আলোচনা রাখতে গিয়ে মানব পাচারের শিকারিদের শনাক্তকরণ ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর সুরক্ষা যৌথ ভূমিকা এবং মানব পাচারের কারন প্রভাব এবং প্রতিরোধের কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন সংগঠনের সভাপতি ড: শ্রীলেখা রায়, বাংলাদেশ সীমান্ত বর্তী অঞ্চল বিলোনীয়া।

তার আশপাশ এলাকায় মানব পাচারের ঝুঁকি, পাচারকারীদের নারী,শিশুদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য বস্তু বানানোর পদ্বতি,সানীয় প্রশাসন, পুলিশ, বিএসএফ, ওবিভিন্ন শাখা সংগঠনের উদ্যোগে তা প্রতিরোধ করা যায় সে বিষয় আলোচনায় উঠে আসে।কর্মশালায় শুধু মানব পাচার নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা নয় প্রশাসন এবং জনগনের মধ্যে দায়িত্ব বোধ গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। সচেতনতা মূলক কর্মসূচি তে আরক্ষা প্রশাসন, বিএসএফ, জেলাপরিষদের সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির চ্যায়রম্যান, ভাইস চ্যায়রম্যান, পাঁচটি বেসরকারি সংস্থা,বিভিন্ন সামাজিক সংসার প্রতিনিধি ছাড়া ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যাক্তি বর্গরা এদিনের কর্মশালায় অংশ গ্রহ করে।

ওএনজিসি কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে প্রায় শতাধিক পরিবারের

আগরতলা, ২ আগস্ট: ওএনজিসি কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে বিলোনিয়ার পূর্ব কলাবাড়ীয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মন চন্দ্রপাড়া এবং আপ্তপাড়া এলাকার জাতি জনজাতি অংশের প্রায় শতাধিক পরিবারের।

জানা গিয়েছে, মাইছড়া বাজার থেকে আপ্তপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটারেরও বেশী রাস্তার অবস্থা বেহাল দশা পরিনত হয়েছে। ছোট বড় গাড়ি তো থাক দূরের কথা বাইক বাইসাইকেল কিংবা পায়ে হেঁটে যাওয়াও দুষ্কর।বিশেষ করে ওএনজির বড় বড় গাড়ি যাতায়াত করার ফলে রাস্তা নষ্ট হয়েছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। এখন রাস্তাটি চলাচলের উপযোগী করে দেওয়ার জন্য ওএনজিসি কর্তৃপক্ষকে বারবার অনুরোধ করা সত্বেও কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। পরবর্তী সময়ে এলাকার প্রধান সহদেব দাস ওএনজিসি কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বললে তারা রাস্তাটি আপাতত সংস্কার করে দেওয়ার কথা বলে কাজে হাত দেয়।

এলাকাবাসীর দাবি, রাস্তাটি যেন আপাতত চলাচলের উপযুক্ত করে দেওয়া হয়। কারণ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে কৃষক শ্রমিক সকলেই এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। রাস্তাটির অবস্থা যা হয়ে রয়েছে তাতে অসুস্থ রোগী কিংবা গর্ভবতী মায়েদের হাসপাতালে নেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। সবার দাবি অনুযায়ী ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ আপাতত ইট সোলিং দিয়ে যাতায়াত করার ব্যবস্থা করে দেবে বলে কাজ শুরু করে। কিন্তু পুরো রাস্তাটি সাড়াই না করে আপাতত যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে সেখানে একটু-আধটু ইট সোলিং দিয়ে তাদের গাড়ি যাতায়াতের ব্যবস্থা করে নিচ্ছে বলে অভিযোগ।

কিন্তু এলাকাবাসীদের দাবি পুরো রাস্তাটি সংস্কার করে দিতে হবে। এরই ফলে রাস্তা সংস্কারের কাজটি বন্ধ করে দেয় এলাকাবাসী। এ নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এলাকার প্রধান সহদেব দাস এলাকাবাসীদের সাথে একমত হয়ে বলেন তাদের কাছে অনুরোধ করা সত্ত্বেও কাজটি যথাযথভাবে করছে না তাই পুনরায় এলাকাবাসীদের সাথে কথা বলে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এর আগেও তিনি ড্রজার লাগিয়ে রাস্তাটি সংস্কার করে দিয়েছিলেন। বর্ষার মধ্যে ওএনজির গাড়ি যাওয়ার কারণে রাস্তাটির আবার বেহাল দশা হয়েছে।

তাই তিনি পুনরায় আবেদন জানান তাদের কাছে সেটি ঠিক করে দেওয়ার জন্য। তিনি আরো জানান বর্ষার পরেই এই রাস্তাটির কাজ করবে পিডব্লিউডি। যার জন্য ইতিমধ্যে টেন্ডার হয়ে গেছে। পুরো রাস্তাটিই পিচ করার রাস্তা হয়ে যাবে।

বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাব আয়োজিত গেমস এন্ড স্পোর্টস ফেস্ট -২০২৫ চলছে

আগরতলা, ২ আগস্ট : বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাব আয়োজিত গেমস এন্ড স্পোর্টস ফেস্ট -২০২৫ চলছে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও স্পোর্টস কমিটির ব্যবস্থাপনায় ইনডোর-আউটডোর গেমস-এর পাশাপাশি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হবে। গেমস এন্ড স্পোর্টস ফেস্ট-এর পঞ্চম পর্যায়ে শনিবার ক্যারাম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৪ মে থেকে লুডো, চাইনিজ চেকার, দাবা ও ফুটবলের পর আজ ক্যারাম এবং আগামীকাল টেবিল টেনিসের পর ক্রমান্বয়ে ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হবে।

আজ অনুষ্ঠিত ক্যারাম প্রতিযোগিতায় মৃণাল কান্তি দেবনাথ চ্যাম্পিয়ন এবং অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য রানার্স হয়েছেন। তৃতীয় স্থান পেয়েছেন সুমিত সিংহ। খেলা শুরুর প্রাক্কালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণের পাশাপাশি প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন স্পোর্টস সাব-কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ। প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রনব সরকার, সহ সভাপতি শ্রীমতি চিত্রা রায়, সম্পাদক রমাকান্ত দে, সহ-সম্পাদক কমল চৌধুরী ও অভিষেক দে এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অতিথিদের মধ্যে প্রতীকী খেলার মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন ক্যারাম সংস্থা থেকে আমন্ত্রিত আম্পায়ার দুলাল সাহা, যাদব দেবনাথ, প্রদীপ দেববর্মা ও সুশান্ত পাল।

অনুষ্ঠান ও টুর্নামেন্ট পরিচালনায় ছিলেন টেকনিক্যাল ডিরেক্টর তথা বরিষ্ঠ সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ। স্পোর্টস কমিটির কনভেনার অভিষেক দে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। উল্লেখ্য, আগামীকাল প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হল-এ বেলা ১২টা থেকে সাংবাদিকদের মধ্যে টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সকাল সাড়ে এগারোটার মধ্যে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতা স্থলে রিপোর্ট করতে বলা হচ্ছে।

সহকারি নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকদের নিয়ে কর্মশালা

আগরতলা, ২ আগস্ট: আসন্ন ভোটার তালিকার সংশোধনের প্রক্রিয়াকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য নির্বাচন দপ্তর রাজ্যের ৬০টি নির্বাচন ক্ষেত্রের ১২০ জন সহকারি নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকদের (এইআরও) নিয়ে দু দফায় কর্মশালার আয়োজন করেছে।

গত ২২ জুলাই আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে, প্রথম দফায় ৬০ জন সহকারি নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকদের নিয়ে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয় দফায় আজ ৬০ জন সহকারি নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকদের নিয়ে প্রজ্ঞাভবনে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পান্ডে। কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য হল ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্ট আইনি বিধান সম্পর্কে অবগত করা। এই লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করে থাকে।

তিনি আরও বলেন, এ ধরণের কর্মশালার উদ্দেশ্য হল নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত ধরণের নিয়ম কানুন সম্বন্ধে এইআরও-রা যেন পরবর্তী সময়ে বিএলও সহ নির্বাচনের কাজের সাথে যুক্ত অন্যান্য কর্মীদের প্রশিক্ষিত করেন। নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়নে এইআরও-দের ভূমিকা এবং এই সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম কানুন সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হওয়ার জন্য তিনি এইআরও-দের প্রতি আহ্বান জানান। কর্মশালায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ইউ জে মগ। নির্বাচন দপ্তর থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas